CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 28 November, 2020 ■ আগরতলা, ২৮ নভেম্বর, ২০২০ ইং ■ ১২ অগ্রহায়ন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দিল্লি সীমান্তে পৌঁছল কৃষকদের মিছিল
জলকামানে রোখার চেষ্টা পুলিশের

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর (হি.স.)।। দীর্ঘ বাধাবিপত্তি ও পথ অতিক্রম করে অবশেষে রাজধানী দিল্লিতে প্রবেশ করলেন কৃষকরা। কেন্দ্রের কৃষি আইনের বিরোধিতায় আন্দোলনকারী কৃষকদের শুক্রবার দুপুরে দিল্লিতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার পরই, টিকরি সীমান্ত থেকে দিল্লিতে প্রবেশ করেন কৃষকরা। দিল্লির বুরারি এলাকায় নিরানকারি সমাগম ময়দানে ধর্ণা ও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কৃষকদের। দিল্লি পুলিশের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এইশ সিঙ্ঘল জানিয়েছেন, ''কৃষক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করার পর, বুরারি এলাকায় নিরানকারি সমাগম ময়দানে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে কৃষকদের। অন্যদের যাতে সমস্যা না হয়, তাই কৃষকদের কাছে আমাদের অনুরোধ শান্তি বজায় রাখুন।'' দিল্লির পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, ''বুরারি এলাকায় নিরানকারি সমাগম ময়দানে জমায়েত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কৃষকদের। শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে কৃষকদের।''

দিল্লিতে কৃষকদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়ায়, কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। অমরিন্দর সিং জানিয়েছেন, ''দিল্লিতে কৃষকদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়ায় কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। কৃষিবিল নিয়ে অবিলম্বে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে যাবতীয় সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া উচিত।''

এদিকে, সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্বেও ''দিল্লি চলো'' অভিযানে বদ্ধপরিকর কৃষকরা। শুক্রবার সকালে দিল্লি সীমান্তে পৌঁছল কৃষকদের মিছিল। যদিও, কৃষকদের দিল্লি ঢুকতে এখনও বাধা দিচ্ছে পুলিশ। কেন্দ্রের কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের এই অভিযান রুখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে পুলিশ। কিন্তু, কৃষকরাও হার মানতে নারাজ। শুক্রবার (দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্ত) সিংঘু সীমান্তে কৃষকদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করেছে পুলিশ।

কৃষকদের এই অভিযানকে ঘিরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে দিল্লি-পানিপত হাইওয়ে। অন্যান্য রাজ্য থেকে দিল্লিগামী যাত্রীরা এজন্য ব্যাপক দুর্ভোগে পড়েন। নাজেহাল অবস্থায় একজন যাত্রী জানিয়েছেন, ''আমি জম্মু থেকে আসছি, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতেই দিল্লি পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, এখনও আটকে আছি। কখন পৌঁছতে পারব জানি না।'' দিল্লি-গুরুগ্রাম সীমান্তেও ব্যাপক যানজট হয়। যানজট হয় যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতেও। দাঁড়িয়ে থাকে অসংখ্য যানবাহন।

দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্তে, সিংঘু সীমান্তে কৃষকদের আটকে দেওয়া হয়। এরপরই কৃষকরা জানান, শান্তি পূর্ণভাবে আন্দোলন করছি আমরা। শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনের মাধ্যমেই দিল্লিতে যাব আমরা। গণতন্ত্রে আন্দোলন করার অধিকার রয়েছে। দিল্লি-বাহাদুরগড় হাইওয়ের কাছে টিকরি সীমান্তে কৃষকদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামান ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করা হয়। ফলে কৃষকরা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে পরেন। কৃষকদের রুখতে রাস্তার মধ্যে ট্রাক রেখে ব্যারিকেড করে পুলিশ, ট্র্যাক্টরের সাহায্যে সেই ট্রাক রাস্তা থেকে সরিয়ে দেন কৃষকরা। সবমিলিয়ে যেনতেন প্রকারেণ দিল্লি গিয়েই ছাড়বেন কৃষকরা।

৩৮৪১ জন শিক্ষক নিয়োগ, বিজ্ঞপ্তি জারি করল টিআরবিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। অস্নাতক ও স্নাতক শিক্ষক পদে ৩৮৪১ জনকে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করলো টিআরবিটি। প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ওই শিক্ষকদের চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই নিয়োগ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

এবিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, ৩৮৪১ জন অস্নাতক এবং স্নাতক শিক্ষক পদে নিয়োগে ১ ডিসেম্বর থেকে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে। তিনি জানান, ১৭২৫ অস্নাতক শিক্ষক প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য এবং ২১১৬জন স্নাতক শিক্ষক ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর জন্য নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। আগ্রহী প্রার্থীরা টিআরবিটির ওয়েবসাইটে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ১৪ ডিসেম্বর থেকে ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া শুরু হবে। এই প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই শিক্ষা দপ্তর অফার তালিকা তৈরি করে নেবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তাঁর দাবি, ডিসেম্বরের মধ্যেই ওই সমস্ত প্রক্রিয়া সমাপ্ত করার চেষ্টা চলছে।

তিনি বলেন, এছাড়া ১৭৫ জন স্নাতক শিক্ষক নবম ও দশম

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিম জেলায় চারটি পুর ও নগর সংস্থার ডিলিমিটেশনের খসড়া তালিকা প্রকাশ

আগরতলা, ২৭ নভেম্বর (হি. স.)।। পশ্চিম জেলার চারটি পুর ও নগর সংস্থার সীমানা ও ওয়ার্ড সংখ্যা পুনঃনির্ধারণ (ডিলিমিটেশন) সংক্রান্ত এক সর্বদলীয় বৈঠক আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন জেলাশাসক ডা. শৈলেশ কুমার যাদব ডিলিমিটেশন সংক্রান্ত খসড়া তালিকাটি বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরেন। ২১ নভেম্বর নগরউন্নয়ন দফতরের এই সংক্রান্ত নোটিফিকেশনের ভিত্তিতে ২৬ নভেম্বর খসড়া তালিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। ২৭ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত সমস্ত দল এই খসড়া তালিকাটির উপর দাবি আপত্তি জানাতে পারবে। দাবি আপত্তির নিস্পত্তি করা হবে ৮ ডিসেম্বর। ১০ ডিসেম্বর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে।

এদিন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডা শৈলেশ কুমার যাদব জানান, এই জেলার অন্তর্গত চারটি পুর ও নগর সংস্থা রয়েছে। আগরতলা পুর নিগম, মহেনপুর পুর পরিষদ ও রাণীর বাজার পুর পরিষদ এবং জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েত। এই খসড়া তালিকায় আগরতলা পুর নিগমের ওয়ার্ড সংখ্যা ৪৯ থেকে বাড়িয়ে ৫১ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। মহেনপুর পুর পরিষদের ওয়ার্ড সংখ্যা ১৩ থেকে বাড়িয়ে ১৫ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। রাণীর বাজার পুর পরিষদ ও জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের ওয়ার্ড সংখ্যা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। আগরতলা পুর নিগমের মোট ৫১টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৩টি তপশীলি জাতি সংরক্ষিত, ২টি জনজাতি সংরক্ষিত ও ২৫ টি থাকবে মহিলা সংরক্ষিত। রাণীর বাজার পুর পরিষদের ১৩টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩টি তপশীলি জাতি সংরক্ষিত ও ৬টি মহিলা সংরক্ষিত আসন থাকবে। জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের মোট ১১টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩টি তপশীলি জাতি সংরক্ষিত, ১টি জনজাতি সংরক্ষিত ও ৫টি মহিলা সংরক্ষিত। মহেনপুর পুর পরিষদের মোট ১৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৫টি তপশীলি জাতি সংরক্ষিত ও ৩টি মহিলা সংরক্ষিত আসন থাকবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সীমান্ত অপরাধ দমনে জিরো টলারেন্স নীতি, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বিএসএফ-বিজিবি

সাংবাদিক সম্মেলনে বিএসএফ-বিজিবি'র আধিকারীকরা। ছবি- নিজস্ব।

আগরতলা, ২৭ নভেম্বর (হি.স.)।। সীমান্ত অপরাধ দমনে জিরো টলারেন্স নীতি কঠোরভাবে পালন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ-বিজিবি। ত্রি-দিবসীয় সমন্বয় সম্মেলন শেষে যৌথ সাংবাদিক ব্রিফিঙে জোর গলায় এই দাবি করেছেন বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি সুশান্ত কুমার নাথ এবং বিজিবি প্রতিনিধি দলের প্রধান খন্দকার ফরিদ হাসান। শুক্রবার আগরতলার শালবাগানে অবস্থিত বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের মুখ্য কার্যালয়ে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী কর্তৃপক্ষ সম্মেলন শেষে যৌথ আলোচনার নথিতে স্বাক্ষর করেন।

মাদক ও মানব পাচার এবং সীমান্তে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের বিষয়ে ওই সম্মেলনে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এতে বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে সীমান্ত অপরাধ দমনের বিষয়টি। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি সুশান্ত কুমার নাথ বলেন, দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সম্মেলনে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় সীমান্তে অপরাধ, মাদক ও মানব পাচার এবং সীমান্তের নিয়ম লঙ্ঘন বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছে।

তিনি বলেন, সীমান্ত অপরাধ দমনে বিএসএফ-বিজিবি যৌথভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। এতে সাধারণ প্রশাসনের মদতে উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে। এছাড়া, শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য একত্রে কাজ করবে। তাঁর দাবি, দুই দেশের সম্পর্ক মজবুত করতে বিএসএফ-বিজিবি একজোট হয়ে সীমান্ত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে।

বিজিবি-র উত্তর-পূর্ব আঞ্চলিক কমান্ডার খন্দকার ফরিদ হাসান বলেন, সীমান্ত নিয়ে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী মতামত আদান-প্রদান করেছে। তাঁর কথায়, সীমান্তে অপরাধ দমনে দুই দেশ জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করবে। পাশাপাশি, সীমান্ত লাগোয়া গ্রামবাসীদের আরও সচেতন এবং অপরাধের পথ থেকে দূরে থাকার সুফল তুলে ধরা হবে।

জিবিতে অনিয়মিত কর্মচারীদের কর্মবিরতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। স্বাস্থ্য দপ্তরের অনিয়মিত কর্মচারীরা জিবি হাসপাতালে শুক্রবার দুই ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করেছেন।স্বাস্থ্য দপ্তরের অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করার দাবীতে তারা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।শুক্রবার ২ ঘণ্টার প্রতীকী কর্মবিরতি পালন করে তারা স্বাস্থ্য দপ্তর এবং রাজ্য সরকারকে১৫ দিনের। সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। বেঁধে দেওয়া নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তাদেরকে নিয়মিত করা না হলে অনিয়মিত কর্মচারীরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। আন্দোলনে শামিল হয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের অনিয়মিত কর্মচারীরা জানান রাজ্যে বিভিন্ন হাসপাতালে১০০০ অনিয়মিত কর্মচারী দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছেন।দীর্ঘদিন ধরে তাঁর স্বাস্থ্য দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। অথচ তাদেরকে নিয়মিত করা হচ্ছে না।তারা দীর্ঘদিন ধরেই নিয়মিতকরণের জন্য রাজ্য সরকার এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি ছাড়া

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চাদপদ ব্লকগুলিকে সামনের সারিতে নিয়ে আসার জন্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে : উপমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৭ নভেম্বর (হি.স.)।। রাজ্যের পশ্চাদপদ ব্লকগুলিকে সামনের সারিতে নিয়ে আসার জন্য রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এজন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়ে এগুলি রূপায়ণ করা হচ্ছে। আজ শুক্রবার গন্ডাছড়া মহকুমাশাসকের কার্যালয়ে ধলাই জেলা এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার পশ্চাদপদ ব্লকগুলির সামগ্রিক উন্নয়ন কাজের পর্যালোচনা বৈঠকে এ-কথা বলেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। তাঁর কথায়, সড়ক, বিদ্যুৎ, পানীয়জল, এই তিনটি বিষয় সরকারের বিশেষ অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ত্রিপুরায় কৃষকদের স্বার্থে কুসুম প্রকল্পে নলকূপ খনন করার জন্য ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। সংশ্লিষ্টদের এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গন্ডাছড়া-অমরপুর সড়ক সংস্কারের কাজ শুরু করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। মাছ চাষ, ফল চাষ ইত্যাদির মাধ্যমে নিজে স্বয়ম্ভর হওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি সৌভাগ্য যোজনা সহ বিভিন্ন যোজনায় যে সমস্ত লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন

গন্ডাছড়ায় শুক্রবার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লাভ জিহাদ, উদয়পুরে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ নভেম্বর।। লাভ জিহাদ রোধে কঠোর আইন প্রনয়নের দাবীতে উদয়পুর নেতাজী সুভাষ এর উপর পথ অবরোধ করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘএবং দুর্গা বাহিনী সহ বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে পথ অবরোধ আন্দোলনে শামিল হয়। পথ অবরোধের ফলে দীর্ঘক্ষণ অবরোধ স্থলের দুই পাশে ব্যাপক সংখ্যক যানবাহন আটকে পড়ে। তাতে যাত্রীদুর্ভোগ চরমে আকার ধারণ করে।পথ অবরোধ আন্দোলনে সামিল হয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন বিভিন্ন স্থানে লাভ জিহাদের নামে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় লোকজনরা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে খেতমজুর ইউনিয়নের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরের পোস্ট অফিসে চৌমুহনীতে খেতমজুর ইউনিয়ন, সারা ভারত কিষান সংঘর্ষ সমন্বয় সমিতি এবং সি আই টি ইউর উদ্যোগে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সভা সংগঠিত করা হয়। প্রতিবাদ বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন নেতা মানিক দে।বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিটু নেতা বলেন বৃহস্পতিবারের বন্ধে শাসকদল যে অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে তা রাজ্যবাসী পরক করেছেন।এ ধরনের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুরে ফাঁসিতে আত্মঘাতী এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। কল্যাণপুর থানা এলাকার পশ্চিম ঘিলাতলী গাঁও সভার দাওছড়া এলাকায় ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে এক ব্যক্তি। আত্মঘাতী ওই ব্যক্তির নাম কেশব বর্মা।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ওই ব্যক্তি গতকাল রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে।শুক্রবার সকালে পরিবারের লোক সংখ্যা লক্ষ্য করেন তার দেহ ফাঁসিতে ঝুলছে। সঙ্গে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষায় নতুন কর্মসূচির সুফল পাচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। জীবনে সফলতার জন্য ছাত্রছাত্রীদের আত্মবিশ্বাসী ও নিষ্ঠাবান হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। চিফ মিনিস্টার অ্যানুয়েল স্টেট অ্যাওয়ার্ড ফর অ্যাকাডেমিক এক্সিলেন্স টু স্কুল স্টুডেন্টস-২০২০ প্রদান করার জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে এই আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আজ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই অ্যাওয়ার্ড চালু করার ফলে ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহিত হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জীবন যুদ্ধে জয়ী হবই এইরূপ মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। জীবনের অধ্যায় থেকে কঠিন শব্দটিকে সরিয়ে দিতে হবে। তবেই জয় নিশ্চিত হবে। এ বিষয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সাফল্যের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সামনে কঠিন বলে কিছু নেই, মেক ইন ইণ্ডিয়া থেকে শুরু করে নারী ক্ষমতায়ন ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই দেশকে তিনি নতুন দিশা দেখিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জনৈক ছাত্রের হাতে পুরষ্কার তুলে দিচ্ছেন। শুক্রবারের তোলা নিজস্ব চিত্র।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোনও কর্মসূচি চালু করার পর সেই কর্মসূচি কতটা সফল হয়েছে তা মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষা দপ্তরে যে যে কর্মসূচি চালু করেছে সেগুলির ফলাফল ইতিমধ্যেই ছাত্রছাত্রীরা পেতে শুরু করেছে। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০২০ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের পাশের হার বেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, জনজাতি ছাত্রছাত্রী ও টিটিএএডিসি এলাকায় বসবাসকারী ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রেও এই পাশের হার বেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রেই নয়, রাজ্য সরকার অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিভিন্ন কর্মসূচি চালু করেছে যেগুলি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে দ্রুত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরা। মানুষের জীবনমান আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে। রাজ্যের মানুষের মাথাপিছু আয় আগের তুলনায় বেড়েছে। তিনি জানান, কৃষকদেরও আর্থ-সামাজিক মান উন্নত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে রাজ্যে দুই লক্ষাধিক কৃষক উপকৃত হয়েছে। এফসিআই-এর মাধ্যমে কৃষকদের থেকে ন্যূনতম সহায়কমূল্যে ধান কেনা হয়েছে। এমজিএন রেগা কর্মসূচিতে শ্রমদিবস সৃষ্টিতেও সফলতা এসেছে। অ্যাসপিরেশন্যাল ব্লকগুলিতে প্রায় ৮০ শতাংশ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিল্প স্থাপন করার ক্ষেত্রে নিয়মাবলী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

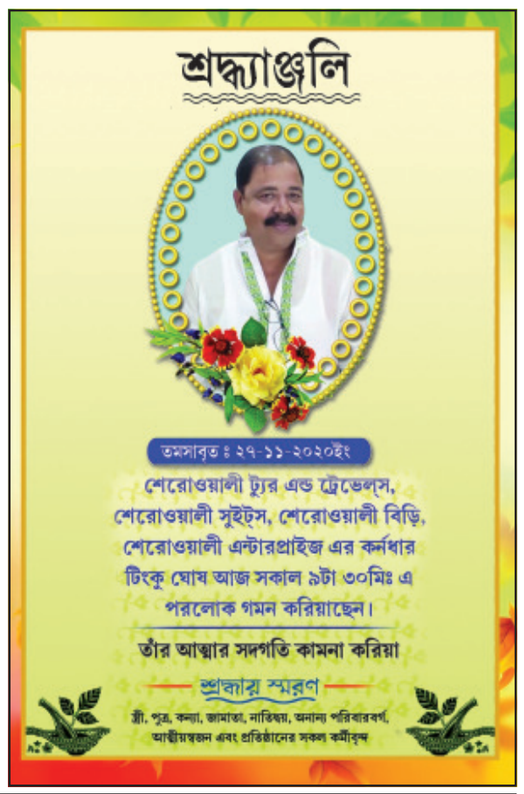

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৫১ ▫ ২৮ নভেম্বর ২০২০ ইং ▫ ১২ অগ্রহায়ণ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

জীববৈচিত্র রক্ষার দায়িত্ব মানুষেরই

জীববৈচিত্রের জন্য ভারত একটি উল্লেখযোগ্য দেশ। গোরু, মহিষ, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, হাঁস, মুরগির মতো অল্প কিছু প্রাণী গৃহপালিত। কিন্তু এর বাইরে জলে, জঙ্গলে আছে আরও কয়েকশো প্রাণী। কিছু নিরীহ, কিছু হিংস্র। মানুষের সংস্রবের বাইরে, প্রাকৃতিক পরিবেশে যেসব প্রাণী রয়িয়াছে ভারতে তাহাদের সংরক্ষণ করা হয় মূলত তিনভাবে। জাতীয় উদ্যানগুলিতে স্থান পায় ১২০টির বেশি প্রজাতির বন্যপ্রাণী। অভয়ারণ্যগুলিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে পাঁচ শতাধিক প্রজাতির বন্যপ্রাণী। আর বায়োস্ফিয়ার বা জীবমণ্ডলে সংরক্ষিত রয়িয়াছে তাহাদের ১৮টি প্রজাতি। সবচেয়ে জীববৈচিত্রপূর্ণ এলাকা হিসেবে যতগুলি দেশ চিহ্নিত রয়িয়াছে, তাহার একটি ভারত। পৃথিবীর সেরা ৩৬টি বায়োডার্ভাসিটি হটস্পটের মধ্যে চারটি ভারতে: পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, পূর্ব হিমালয়, ইন্দো-বার্মা এবং সুন্ডাল্যান্ড। পৃথিবীর বৈচিত্রপূর্ণ জীবজগতের প্রায় ৭০ শতাংশ রয়িয়াছে ভারতসহ ১৭টি দেশে। ভারতকে ইন্দোমালয় এলাকার মধ্যে ধরা হয়। সারা পৃথিবীর স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণীদের ৭.৬ শতাংশ, পক্ষীকুলের ১২.৬ শতাংশ এবং সরীসৃপ প্রাণীদের ৬.২ শতাংশ এই অঞ্চলে রয়িয়াছে। হাজার হাজার বছর ধরিয়া পৃথিবীর নানা স্থানের ভূমিভাগ এবং জলবায়ুর বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তাহার ফলে অন্যকিছু অঞ্চলের অনেক প্রাণী ভারতের ভিতরে চলিয়া আসিয়াছে। এটি এই অঞ্চলের জন্য এক আশীর্বাদ। আর বাকি বন্যপ্রাণীরা সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতভূমির সন্তান বা স্থানীয়। ভারতের আর একটি বড় সম্পদ হইল পাঁচ শতাধিক প্রজাতির পরিযায়ী পাখি। তাহাদের সকলকেই রক্ষা করা সভ্যসমাজের দায়িত্ব। বড় দায়িত্ব ভারত রাষ্ট্রের।

সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। ছয় শতক আগে বলিয়িছিলেন বাংলার কবি চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস ভুল বলেননি। কিন্তু বক্তব্যের নিহিতার্থ অনুধাবন করিনি আমরা। বাক্যটির আক্ষরিক অর্থ হাতিয়ার করিতে চাইয়াছি। 'শ্রেষ্ঠ প্রাণী'র অহমিকায় খুঁজিয়াছি শুধু মানবসমাজের বিকাশের রাস্তা। সংরক্ষণবাদের সুযোগে সংখ্যায় মানুষই সবচেয়ে বেশি বাড়িয়াছে। ওইসঙ্গে মানুষকে সহায়তা করিয়াছে আধুনিক বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাশাস্ত্র। পরিণামে এই পৃথিবী জনবিস্ফোরণের শিকার হইয়াছে। খাদ্য এবং বাসস্থানের প্রয়োজনে মানুষ কৃষিজমি এবং বসতজমির পরিধি ক্রমশ বাড়াইয়া নিয়াছে। এই প্রবণতা চলমান। আর এর কোপটা গিয়া পড়িয়াছে অরণ্য এবং জলাশয় ও জলাজমির উপর। ওইসব অঞ্চল প্রকৃতি যাহাদের জন্য বরাদ্দ করিয়াছিল, তাহাদের জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে সুখের সন্ধানে ফেরা মানুষ। সোজা কথায় স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, পাখি প্রভৃতি বন্যপ্রাণীর জীবন আমরা বিপন্ন করিয়াছি তিলে তিলে। আমাদের অনেকেই বুঝিতে চাই না যে পৃথিবীটা শুধু মানুষের বসবাসের জন্য নয়। পৃথিবীটা সব প্রাণী এবং উদ্ভিদের। সবার মাঝেই আমাদের সুখ খুঁজিয়া নিতে হইবে। প্রাণী এবং উদ্ভিদের কিছু শ্রেণীকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া আমরা আদৌ সুখে থাকিতে পারিব না। সবাইকে তাহাদের মতো করিয়া বাঁচিতে দিতে হইবে। সব ধরনের প্রাণীর বাঁচার পরিসর রাখিয়য়া দিতে হইবে। অরণ্যকেও রক্ষা করিতে হইবে ব্যাপকভাবে। তাহা না-হইলে বায়ুদূষণের শিকার হইবে গোটা প্রকৃতি। জীববৈচিত্র হারাইয়া গেলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হইবে।

পৃথিবীকে এই ভয়ানক বিপদ থেকে রক্ষা করিতে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ কনজারভেশন অফ নেচার (আইইউসিএন) বিপন্নপ্রায় প্রজাতির প্রাণী এবং উদ্ভিদের তালিকা তৈরি করিয়া লাল রঙে চিহ্নিত করিয়াছে। এইভাবে পৃথিবীর সব রাষ্ট্র এবং মানুষকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে তাহারা, যাহাতে সেগুলি সংরক্ষণের বিষয়ে আমরা সকলে যত্নবান হইতে পারি। রাষ্ট্র হিসেবে ভারতও নিজস্ব বন্যপ্রাণী আইন, বন সংরক্ষণ আইন, জলাজমি সংরক্ষণ আইন প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছে। আইনগুলি প্রয়োগেরও পরিকাঠামো গড়া হইয়াছে। দুর্ভাগ্য যে, তাহার পরেও কিছু মানুষ এইসবের পরোয়া করিতেছে না। খাদ্যের প্রয়োজনে, কখনও-বা নিছক আনন্দ-উৎসবে মাতিয়ি উঠিবার জন্য। আর মারাত্মক প্রবণতা রহিয়াছে বিপুল অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে চোরা শিকার। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বেসরকারি সংস্থার সমীক্ষা রিপোর্ট থেকে জানা গিয়াছে, লকডাউন পিরিয়ডে ভারত-সহ অনেক দেশে বন্যপ্রাণী শিকার বাড়িয়া গিয়াছে। এই তথ্য বলে দিচ্ছে, প্রশাসনের নজরদারি কমে গিয়েছে। লকডাউনের অজুহাতেও এই গাফিলতি মানা যায় না।আমাদের আরও দায়িত্বশীল হইতে হইবে। খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাস্তবটিকে স্বীকার করিয়াও বলিতে হয় যে বন্যপ্রাণীদের যথেচ্ছ নিধন শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে না। জীববৈচিত্র রক্ষার দায়িত্বপালনের মধ্য দিয়েই মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

শুভেন্দুবাবুর পদত্যাগপত্র গৃহিত, জানালেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর (হি. স.) : রাজ্যের বরিষ্ঠ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পদত্যাগপত্র গৃহিত হল। শুক্রবার সন্ধ্যার পর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর টুইটে লিখেছেন, সাংবিধানিক রীতি মেনে এটিতে সিলমোহর দেওয়া হল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে শুভেন্দুবাবু লিখেছেন মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের কথা। ফিরহাদ হাকিমকে উদ্দেশ করে লিখেছেন নগরোন্নয়ন দফতরের চেয়ারম্যানের পদ থেকে ত্যাগের কথা। এর আগে, এদিন বিকেলে শুভেন্দুবাবুর দুটি ইস্তফা পত্র দিয়ে ছোট্ট প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন রাজ্যপাল। তাতে লেখেন, বেলা ১টা ৫ মিনিটে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে এগুলো আমাকে পাঠানো হয়েছে। সাংবিধানিক রীতি মেনে বিবেচনা করা হবে। সন্ধ্যার পর রাজ্যপাল লেখেন, "অবিলম্বে এটি কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"

মিহির গোস্বামীকে দিল্লিতে গলায় উত্তরীয় পরিয়ে বিজেপি-তে স্বাগত জানালেন কৈলাশ বিজয়বর্গীয়

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের তৃণমূলের পদত্যাগী বিধায়ক বিজেপি-তে সরকারিভাবে যোগ দিলেন।

শুক্রবার সন্ধ্যায় বিজেপি-র সদর দফতরো এক অনুষ্ঠানে তাঁকে গলায় উত্তরীয় পরিয়ে বিজেপি-তে স্বাগত জানালেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারাকপুরের সাংসদ তথা দলের রাজ্য সহ সভাপতি অর্জুন সিং এবং কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ অধিকারী। এর পর কৈলাশবাবু বেশ কয়েকটি ছবি-সহ টুইটে এই দলবদলের কথা জানান।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বৃহস্পতিবার বিকেলে ফেসবুক পোস্টে দলের বিরুদ্ধে একরাশ অভিমান প্রকাশ করেন মিহিরবাবু। সেখানে তিনি লেখেন, '২২ বছর আগে যে দলটির সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম, আজকের তৃণমূল সেই দল নয়। এই দলে আমার জায়গা নেই। তাই আজ এই তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আমার যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাই। আমি আশা করছি, আমার দীর্ঘদিনের সাথী, বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা আমাকে মার্জনা করবেন।'

জগন্নাথ মহাপ্রভুর 'নাগার্জুন বেশ মহিমময়

লক্ষ্মী নারায়াণ মল্লিক

মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ বিশ্বের চরম রহস্যময় বিগ্রহ। ওঁর সেবা, পূজা, নীতি-রীতি, পর্বযাত্রা, বেশ -বস্ত্র, ভোগপ্রসাদ সবকিছু অবণনীয় এবং অতুলনীয়। 'কপিল সংহিতা'-য় উল্লেক আছে সর্বেধামপি ক্ষেত্রানাম রাজা শ্রী পুরুষোত্তম/ সর্বেষামপি দেবানাম রাজা শ্রীপুরুষোত্তম, / সর্বেষামপি দেবানাম রাজা শ্রীপুরুষোত্তম। অর্থাৎ সব ক্ষেত্রের তুলনায় 'পুরুষোত্তম ক্ষেত্র' হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। সব দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথ। এই নিবদ্ধে আমরা তাঁর 'নাগার্জুন বেশ' এর কথা বলব। তার আগে ভূমিকা হিসাবে আরও দু'চার কথা বলে নেওয়া দরকার।

বার্তিকে মহাপ্রভুর লীলা অত্যন্ত মধুর। বলা হয়, মাসের মধ্যে কার্তিক, যুগের মধ্যে সত্যযুগ, শাস্ত্রের মধ্যে বেদ, তীর্থেণ মধ্যে গাঙ্গা সর্বশ্রেষ্ঠ। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ'রাপ্তির সম্ভাবনায় উজ্জল এই মাসে অগণিত ভক্ত সূর্যোদয়ের আগে প্রাতঃস্নান সম্পন্ন করে, তুলসী দামোদর পুজো। নামজপ সংকীর্তন দানধর্ম করে। সাত্তিক আহরও ব্রতপালন এর অঙ্গ। এই মাসে মহিমামণ্ডিত হয়ে ওঠে তীর্থরাজ শ্রীক্ষেত্রে। শ্রীমন্দির পরস্পরা অনুযায়ী, আশ্বিন শুক্ল একাদশী থেকে কার্তিক পূর্ণিমান পর্যন্ত সময় কাল এক স্বতন্ত্র নীতি নির্ঘন্ট মেনে পালিত হয়।

রথযাত্রার পর শ্রীজগন্নাথ আষাড় শুরু একাদশীতে শয়ন করেন। হরি শয়ন একাদশী থেকে চারমাস পর হরি উত্থাপন একাদশীর (কার্তিক শুরু একাদশী) দিন জগন্নাথ দেবের ঘুম ভাঙে। এদিন সন্ধ্যায় মাতা তুলসীর সঙ্গে নারায়ণ-স্বরূপ শালগ্রামের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। পৌরাণিক কথাবাস্তু মতে, জলন্দ্বর রাক্ষস, পত্নী বৃন্দাবতীর শিষ্টতা এবং সমর্পণ ভাবের আধারে স্বর্গ, মর্ত, পাতাল---এই তিন লোকে, অজেয় হয়ে, স্বেচ্ছাচারী আচরণ শুরু করেছিলেন। এতে ক্ষুব্ধ দেবতাদের প্রার্থনায় সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য ভগবান বিষুও বৃন্দাবতী মাতার সতীত্ব হরণ করেন। পরিণামে জলন্দ্বর পরাস্ত হয় বটে, কিন্তু সতীর শাপে বিষ্ণুর হয়ে যান শালগ্রাম শিলা। তাঁর শাপমুক্তির জন্য বৃন্দাবতী রূপান্তরিত হন তুলসী বৃক্ষে। উভয়ের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়। তুলসীর মাহাত্ম্য শ্রবণ, তুলসীপূজন এই মাসে বিশেষ জরুরি। কার্তিক শুরু একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচটি দিনকে 'পঞ্চক' বলে। পক্ষকের সময় যে-ব্রত পালন করা হয়, তা ভীষ্ম পঞ্চক ব্রত'। গঙ্গাপুত্র ভীষ্ণ ইচ্ছামৃত্যু বর পেয়েছিলেন। মহাভারত যুদ্ধের দশম দিবসে অর্জুনের শরাঘাতে আক্রান্ত হয়ে ভীষ্ণ শরশয্যা নেন। সূর্যদেবের উত্তরায়ণ কালে দেহত্যাগের অপেক্ষায় ছিলেন। এই অন্তিম পাঁচদিন পিতামহ কঠোর তপসা করেছিলেন। এই পাঁচদিনে উনি পাণ্ডবদের রাজধর্ম, সমাজধর্ম, বর্ণধর্ম, মোক্ষধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দিয়ে আশীর্বাদ ও করেছিলেন। ভীষ্ণের স্মৃতিতেই এই পাঁচদিন 'ভীষ্ণ পঞ্চক' নামে উৎসর্গীকৃত।

কার্তিক মাসেই রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মহারাস লীলার মহাপর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যোলো সহস্র ব্রজগোপীর সঙ্গে যোলো সহস্র রূপে মণ্ডলাকারে সমতাল, সমগান ও সম অঙ্গবিন্যাসে মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা অনুষ্ঠিত আলৌকিক নৃত্যই 'রাস'। গোপীদের 'তিলক' বা 'শ্রেষ্ঠা' শ্রীরাধা এই রাসের মূখ্য নায়িকা। ওঁর নামেই 'গোপী তিলক রাস'। কার্তিক মাসে এই দিবা রাসলীলা অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে এই মাস 'রাস মাস' ও পূর্ণিমাটি 'রাস পূর্ণিমা' নামে খ্যাত।

আশ্বিন শুক্ল একাদশী থেকে কার্তিক শুক্ল দশমী পর্যন্ত 'রাধা দামোদর বেশ,' কার্তিক অমাবস্যা থেকে শুক্ল দশমী পর্যন্ত সমস্ত সোমবারে 'হরিহর বেশ', এবং কার্তিক শুক্ল একাদশী থেকে পূর্ণিমা অবধি জগন্নাথ মহাপ্রবু যথাক্রমে 'লক্ষ্মীনারায়ণ,' 'বাঁকচূড়া', 'ত্রিবিক্রম', 'লক্ষ্মীনৃসিংহ' এবং 'রাজবেশ' (সুনাবেশ) ধারণ করেন। এই মাসেই (মল পঞ্চক তিথিতে) বিরল 'নাগর্জুন বেশ' অনুষ্ঠিত হয়। যে-বছর কার্তিক মাসে 'পঞ্চক' পাঁচদিনের জায়গায় ছ'দিন পালিত হয়, পঞ্চকের ওই মল তিথি(অধিক তিদিন দিনটিতে), নাগার্জুন বেশ' নামে খ্যাত। ১৯৯৪ সালের পর ২৬ বছর অন্তরে, আজ মল দ্বাদশীতে শ্রীজগন্নাথের এই মহিমময় বেশ অনুষ্ঠত হচ্ছে। যদিও করোনার কারণে শ্রীমন্দিরের দ্বার এখনও উন্মুক্ত হয়নি ভক্তদের জন্য।

এই 'বেশ'-এর দু'টি পৌরাণিক উপাখ্যান প্রচিলিত। প্রথমটি, পরশুরাম এবং সহস্রার্জুনের যুদ্ধ। দ্বিতীয়টি, অর্জুন এবং অর্জুন-পুত্র নাগার্জুনের যুদ্ধ। দু'ক্ষেত্রেই শ্রীজগন্নাথের অনন্ত লীলা ও অপরিসীম ঔদার্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

প্রথম পৌরাণিক উপাখ্যানটি এরকম ক্রুতবীর্ষ-র পুত্র কার্তবীর্ষর অন্য নাম ছিল 'অর্জুন'। দত্তাত্রেয়কে সেবাপুজোয় সন্তুষ্ট করে সহস্রবাহু প্রাপ্ত করে তিনি হলেন, 'সহস্রার্জুন'। অত্যন্ত বলশালী হলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে শুরু করলেন নিরীহ প্রজা ও ঋষি -তপস্বীদের পীড়ন করা। ঋষি জমদগ্নির আশ্রয় নষ্ট করলেন। এমনকী, সহস্রার্জুন কামধেনুকেও অপহরণ করেন। এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ হয়ে জমদগ্নির পুত্র মহাবীর পরশুরাম নাগা-যোদ্ধার বেশে সজ্জিত হয়ে সহস্রার্জুনকে বধ করে সমাজে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করেন। এই ঘটনা পঞ্চকের মল তিথিতে হয়েছিল বলে শ্রীজগন্নাথ এই তিথিতে নাগা যোদ্ধার বেশে সজ্জিত হন। যা যুগে যুগে ভগবানের দুষ্ট নিবারণ ও সন্তপালন কর্মের স্মরক।

অন্য পৌরাণিক উপাখ্যানে শ্রীকৃষ্ণর ঐশ্বর্যলীলার পরিপ্রকাশ ঘটেছে 'নাগার্জুন বেশ'-এর মাধ্যমে। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ আপন শিক্ষাগুরু ঋষি সান্দীপনীর পাঁচ মৃত পুত্রকে যমলোক থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য যখন যমরাজের দরবারে পৌঁছন, তখন সেখানে পাণ্ডবদের পিতা পাণ্ডুকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যান। পাণ্ডু মুগয়ার সময় মৃগ-রূপে পতিক্রীড়ারত অগ্নিক ঋণি দম্পতিকে বধ করে ব্রহ্মহত্যার মাশুল ভোগ করছিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থের 'চক্রবর্তী রাজা' যুধিষ্ঠির এই খবর কৃষ্ণ-মুখে জানতে পেরে পিতাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আয়োজন করেন রাজসুয় যজ্ঞের। তারই উপলক্ষে অর্জুন পাতালপুরীতে যান। রাজা বাসুকীকে এই আয়োজনে যোগ দেওয়ার নিমন্ত্রণ দিতে। বাসুকী নিজের মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করে থাকেন। উনি পৃথিবীর ভার অর্জুনের ধনুকের উপরে রেখে, কন্যা সন্ধ্যাবালীকে অর্জুনের আদর -যত্নের দায়িত্ব দিয়ে, রাজসুয় যজ্ঞে ভাগ নিতে যোলোদিনের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ রওনা দিলেন। ইতিমধ্যে অর্জুন এবং সন্ধ্যাবালীর পরস্পরের প্রতি আকার্ষণ তৈরি হল। বাসুকী ফেরার পর, তার সম্মতি নিয়ে তারা বিবাহ করলেন। এই দম্পতিরই সন্তান নাগার্জুন।

কঠোর তপসায় তুষ্ট করে তিনি ভগবান শিবের থেকে ত্রিপুর -বিজয়ী হওয়ার আশীর্বাদ পান। শুধু তাই নয়, সেবায় পার্বতীর মনও জয় করে শিবের প্রিয় 'হর উদ্যান' সংরক্ষণের দায়িত্ব নেন। এই দায়িত্ব সামলাতে গিয়েই ওঁর বিবাদ হয় অর্জুনের সঙ্গে। তুমুল যুদ্ধে অর্জুন পরাস্ত ও নিহত হন। ওঁর তির-ধনুক নিয়ে নাগার্জুন মায়ের কাছে আশীর্বাদ নিতে পৌঁছলে, সন্ধ্যাবালী বুঝতে পারেন যে, সন্তান অজ্ঞানতাবশত বাবাকে হত্যা করেছে।

এই দুঃসংবাদে ত্রিলোকে হাহাকার পড়ে যায়। ত্রিদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব একত্র হন সমস্যার নিবারণে। যমরাজকে অনুরোধ করা হয় অর্জুনকে পুনরুজ্জীবড় নিতে। ত্রিদেবকে একই সময়ে জায়গায় দর্শন পেয়ে যমরাজ মাতৃ অভিশাল থেকে মুক্ত হলেন। আর অর্জুনের প্রাণও ফিরিয়ে দিলেন। তবে এশব সংঘটিত হতে হতে একটি দিন (কার্তিক শুক্ল একাদশী) অতিক্রান্ত হল। সমশ্যা এই যে, দিনের একটি বিশেষ তিথি অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর সঞ্জীবনী মন্ত্র সফল হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণ সূর্যদেবকে একটি তিথি দু' দিন ভোগ করার জন্য অনুরোধ করলেন। সূর্যদেব বাসুদেবের অনুরোধকে রক্ষা করলেন। পলে, অর্জুনের পুনর্জন্ম মল তিথিতে হল। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কারও কাছে পরাস্ত হবেন না। অর্জুনের এই অহংকার ভেঙে যেতে ওঁর মনে গ্লানিবোধ এল। অন্তর্যামী বাসুদের নিজের প্রিয়ভক্ত তথা সখা-র গ্লানি দূর করার জন্য 'নাগার্জুন' বেশে প্রকট হয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে নাগার্জুন ওঁরই একটি রূপ। যে বছর কার্তিক একাদশী থেকে পূর্ণিমার ভিতরে মল তিথি পড়ে ওই মল তিথিতে শ্রীজগন্নাথের 'নাগার্জুন বেশ' অনুষ্ঠিত হয়।

এই বেশধারণের ঐতিহাসিক, সামাজিক পটভূমিও রয়েছে। সহস্রার্জুন কার্তবীর্ষ মন্ত্র তন্ত্রসাধনার একটি প্রসিদ্ধ মন্ত্র। এই মন্ত্র পুরশ্চরণ করে রাজা মহারাজরা দিগিজয় অভিযান আরম্ভ করতেন। প্রবাদ অনঙ্গভীমদের যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে চক্রকোট নামে একটি ক্ষুদ্র গড় বাড়িয়ে ওখানে কার্তবীর্য মন্ত্র উচ্চারণ করে যখন আবার যুদ্ধে নামেন, তখন বিজয় লাভ করেন। এই ঘটনার স্মৃতি-স্বরূপ চক্রকোট গড়ের তরফ থেকে সমস্ত ব্যয় বহন করে শ্রীজগন্নাথকে সামরিক সেনার বেশে সাজানো হল, যার নাম 'নাগার্জুন বেশ'। এই বিজয় দিবসটি পঞ্চকের মল তিথিতে ঘটেছিল ব্ল সেই পরস্পরা আজও প্রচলিত।

পুরীর সুরক্ষায় নিয়োজিত নাগা -সাধুদের স্মারকভাব তথা প্রাচীন উৎকলের সেনানায়কদের 'বেশ'-কে এই নাগার্জুন বেশে প্রদর্শিত করা হয়। সিপাহিদের মধ্যে সাহস এবং বীরত্ব জাগ্রত করার জন্যই যোদ্ধ বেশ। শ্রীজগন্নাথ দেবের সমস্ত লীলার মধ্যে মানব সমাজের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্ব বহ 'সন্দেশ' নিহিত। সেই হচ্ছে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মিলন। প্রকৃতির ভূমিকা আমাদের জীবনে একান্ত প্রয়োজন। হে ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছাতেই এই সৃষ্টির সব অসম্ভবের ভিতরে সম্ভব, সব সম্ভবের ভিতরে অসম্ভব। তুমিই তো প্রকৃত সমাধান।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

অস্ত্র ছেড়ে উন্নতি

মনীশ নন্দী

যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন নাটকের যবনিকা পতন হতে চলেছে। নির্বাচন পদ্ধতির নিয়ম অনুযায়ী, জো বাইডেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প চার বছর রাজত্ব করার পর সিংহাসনচ্যুত হলেন। ঔপন্যাসিক অ্যালিস ওয়াকার লিখেছেন, লোকে লড়াই করে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ডোনাল্ড ট্রাম্প লড়াই করেন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, না কি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন লড়াই করতে কলা কঠিন। হয়তো ট্রাম্প দুটোই একাধারে ভালবাসেন, কারণ তাঁর সব কাজের নেপাথ্যে রয়েছে অন্যাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করার ইচ্ছা, অন্যদের ছোট করার ও দ্বন্দ্বে আহ্বান করার অভিপ্রায়। কিন্তু এইবার নাটকের শেষ অঙ্কে দেখা যাচ্ছে, ট্রাম্পের দ্বন্দ্বশক্তি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। জনতার মনোযোগেও একটু ঘাটতি দেখা দিয়েছে। কিন্তু ট্রাম্প ছাড়ার পাত্র নন। নির্বাচনের আগে থেকেই তিনি একপাল উকিল নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। এখন তাঁরা নানাভাবে ছিদ্রান্বেষীর ভূমিকা নিয়েছেন। একাধিক মালার মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন যে, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভুল ছিল। এই প্রচেষ্টার সাফল্য নেহাতই সন্দেহজনক। কার্যতও আইনত, জো বাইডেন এখন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন নায়ক। নতুন নায়ক বাইডেন, পুরো নাম জোসেফ রবিনেট বাইডেন, অত্যন্ত সাধারণ বাড়ির ছেলে। একসময় ওঁর বাবা দীর্ঘদিন শ্বশুরালয়ে থাকতে বাধ্য হন। ছাত্র হিসাবেও বাইডেন ছিলেন নেহাত সাধারণ। কিন্তু সকলের সঙ্গে মেশার একটি আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর ছিল, ফলে সহপাঠীরা তাঁকে ক্লাসের সভাপতি হিসাবে বেছে নেয়। বাইডেন আইন পাস করে বছর হয়েক ওকালতি করেন। এই সময় তিনি বিয়েও করেন, এবং ওঁর দুই ছেলেও একটি মেয়ে হয়। কিন্তু আইন ওঁর খুব মনোমতো ছিল না, তাই তিনি স্থানীয় রাজনীতিতে বিশেষ মনোযোগ দিতে শুরু করেন। এরই পরিণতিতে বাইডেন জাতীয় রাজনীতিতে আগ্রহী হন, এবং রজ্যসভার নির্বাচনে দাঁড়ান। মাত্র ৩০ বছর বয়সে বাইজেন রাজ্যসভার বিশিষ্ট সমস্য হন।

দুর্ভাগ্য যে, তার এত বছর বাদেই এক ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় বাইডেনের স্ত্রী ও কন্যা মারা যান, দুই ছেলে গুরুতরভাবে আহত হন। বাইডেন সদস্যপদ ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবেন, কিন্তু অন্যদের উপরোধে সিদ্ধান্ত বদলান। বরং প্রতিদিন ওয়াশিংটনে কাজ করার পর ট্রেনে দু'ঘন্টা কাটিয়ে বাড়ি ফিরে দুই অসুস্থ মাতৃহীন ছেলের দেখাশোনা করতেন। বাইডেন ৩৫ বছর রাজ্যসভার একজন প্রধান সদস্য ছিলেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইন , যেমন অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও নারী নির্যাতন আইন প্রণয়ণে সাহায্য করেছিলেন। বিশেষত বিদেশনীতিতে বাইডেনের বিশেষ অবদান ছিল, উদাহরণ, বাইডেন রাষ্ট্রপতি রেগানের দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতির সতেজ বিরোধীতা করেন। ইতিমধ্যে বাইডেনের পরিচয় ও পরিণত ঘটে একজন অধ্যাপকের সঙ্গে জিল। এখন তাঁদের একটি মেয়ে আছে, আশলি। বারাক ওবামা ও বাইডেন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির রাষ্ট্রপতি পদের প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়ালেন ২০০৮ সালে। পরে সাব্যস্ত হল যে, ওবামা হবেন রাষ্ট্রপতি ও বাইডেন হবেন উপরাষ্ট্রপতি। দু'জনে ভিন্ন ধরনের লোক। কিন্তু বাইডেন দেখলেন ওবামা অতি তীক্ষ্ণধী, আর ওবামা দেখলেন বাইডোনের একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে স্থাপনের। দীর্ঘ আট বছর ধরে এই দুই অতিপৃথক ব্যক্তি সৌহার্দ্যের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে হাল ধরে বিবিধ সমস্যার সমাধান করেন। তারপরে এল সম্পূর্ণ ভিন্ন আর এক যুগ---ডোনাল্ড ট্রাম্প রিপাবলিকান দলের প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু দলের কোনও নিয়ম বা নীতি তিনি মানতে রাজি ছিলেন না। কেউ আশা করেনি তিনি জিতবেন, বিশেষত হিলারি ক্লিনটনের মতো একজন কৃতী ও অভিজ্ঞ রাজনীতিকের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই আশ্চর্য ঘটনা যখন ঘটস—যখন ট্রাম্প অকল্পনীয়ভাবে জনসাধারণকে বিশ্বাস করাতে পারলেন, যে তিনি লক্ষপতি ব্যবসায়ী হলেও সাধারণ লোকের দুঃখমোচন করতে পারবেন এবং নির্বাচনে জিতলেন---তখন রিপাবলিকান পার্টি অনন্ত কৃতজ্ঞতায় ট্রাম্পের পদাঙ্ক অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিল। ট্রাম্প ও তার পুরো সুযোগ নিলেন। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছামতো সরকার চালাতে শুরু করলেন। বিশেষজ্ঞদের সমস্ত উপদেশ অগ্রাহ্য করলেন। বিশেষজ্ঞদের সমস্ত উপদেশ অগ্রহ্য করলেন, সরকারি চাকুরেদের চাকরের মতো ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন, যাকে ইচ্ছা রাখলেন ও অন্যানদের নিয়ম ভেঙে বরখাস্ত করলেন, এমনকী, প্রয়োজনীয় গুণাবলির কিছুমাত্র না থাকা সত্ত্বেও নিজের মেয়ে জামাইকে প্রচুর মাইনেতে বিরাট পরামর্শদাতা হিসাবে নিয়োগ করলেন। রাতাবাতি মার্কিন সরকার হয়ে দাঁড়াল দক্ষিণ আমেরিকা বা আফ্রিকার কোনও একনায়কত্বের সমগোত্র।

বিগত চার বছর আমেরিকা নিত্রস্থানীয় দেশগুলি, যেমন জার্মানি বা ফ্রান্স হয়ে দাঁড়িয়েছে সুদূরবর্তী অল্পপরিচিতদের মতো। রাশিয়ার বর্ধমান গুপ্তচরবৃত্তি প্রতিরোধ করার কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। চিনের সঙ্গে অপরিনামদশী ব্যবহারের ফলে ব্যবসা কমেছে ও মার্কিন খদ্দেরদের বেশি মাশুল দিতে হচ্ছে। প্রতিবেশী গরিব দেশের উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে অনেক খরচে বিশাল দেওয়াল তোলা হয়েছে। অথচ দেশের মধ্যে সাধারণ মানুষের অবস্থা আগের থেকে খারাপ হয়েছে, অর্থবৈষম্য প্রকটভাবে বেড়েছে বর্ণবৈষম্যের বিষাক্ত প্রভাব দেশময় ছড়িয়েছে।

সর্বোপরি অতিমারীর প্রকোপে এক কোটি লোক সংক্রমিত ও আড়াই লক্ষ লোক মৃত। অথচ ট্রাম্প সরকার এখন পর্যন্ত কোনও বিজ্ঞানসম্মত নীতি গ্রহণ করে উঠতে পারেনি। বাইডেনের প্রতিবাদ এরই বিরুদ্ধে বাইডেনের অভিযান। গত কয়েক মাস ধরে চলেছে নির্বাচনের সজোর বাদ-প্রতিবাদ। বাইডেনের বাছাই করা উপরাষ্ট্রপতি প্রার্থী কমলা হ্যারিস, যাঁর বাবা ছিলেন জামাইকার অধ্যাপক ও মা ছিলেন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক।

বাইডেনের রাষ্ট্রনীতি এক ডাক্তারও বৈজ্ঞানিকদের পরামর্শ নিয়ে নতুন অতিমারীরোধক নীতি অবলম্বন করতে হবে, যাতে মৃত্যুহার কমে ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি কমানো যায়। সাধাণর মানুষের ভরতুকি প্রয়োজন।

দুই ধনবন্টনের বৈষম্য কমাতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী শুল্কহার বাড়াতে হবে। দিনমজুরদের ন্যূনতম মাইনের হার অনেক নিচে তুলতে হবে। তিন, পররাষ্ট্রনীতির খোলনলচে বদলানো দরকার। বন্ধুত্বের যাবতীয় সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন। যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নেই, তাদের সঙ্গে সমঝোতার চুক্তি করতে হবে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার সারা ভারত কিষান সংঘর্ষ সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে রাজধানীতে এক র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

২১-এ অসম বিধানসভা নির্বাচন, কাটিগড়া আসনে টিকিট প্রার্থীদের দৌড়ঝাঁপ তুঙ্গে, গেরুয়া শিবিরে ২০১১-র মতো অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা, বাড়ছে উত্তম-গৌতমের জনসমর্থন

কাটিগড়া (অসম), ২৭ নভেম্বর (হি.স.) : ২০২১-এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কাছাড়ের কাটিগড়া আসনে টিকিট প্রার্থীদের দৌঁড়ঝাপ তুঙ্গে উঠেছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কাটিগড়া আসনে বিজেপির টিকিট আদায়ের ক্ষেত্রে জনসমর্থনের শক্তি প্রদর্শনে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। এদিকে গুরুত্বপূর্ণ এই আসনে গেরুয়া শিবিরে ২০১১-এর মতো অন্তর্ঘাতের পুনরাবৃত্তি ঘটার আশঙ্কা তীব্রতর হচ্ছ বলে ধারণা করছেন এলাকার নির্বাচন সচেতনরা।

আগামী সালের বিধানসভা নির্বিচনের দিনক্ষণ ঘনিয়ে আসছে। সেই সঙ্গে নির্বাচনে লড়তে ইচ্ছুক প্রার্থীরা ভোটারদের অনুকূলে আনতে এবং জমি উর্বর করতে মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন। দলীয় কর্মীমহল ও সর্বস্তরের জনগণের সমর্থন আদায়ে এ মুহুর্তে কাটিগড়ায় টিকিট প্রত্যাশীদের দৌড়ঝাঁপ তুঙ্গে উঠেছে। বিগত মাস দুয়েক থেকে কাটিগড়ায় সদম্ভে বিরাজ করছেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বরাকের ডাক সাইটে কংগ্রেসত্যাগী সদ্য-বিজেপি নেতা গৌতম রায়। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, দলীয় হাইকমাণ্ডের নির্দেশেই নাকি গৌতম রায় কাটিগড়ায় প্রার্থিত্ব পাবেন, তাই তিনি নির্বাচনী এলাকার সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেছেন।

কালাইন ও কাটিগড়া দুই মণ্ডল সভাপতির সৌজন্যে তাঁদের বাড়িতে দলীয় সমর্থকদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গৌতম রায়ের অনুকূল ভৌটারদের প্রভাবিত করার লক্ষ্যে। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য ইচ্ছুক প্রার্থীর সমর্থকদেরও আজকাল গৌতম রায়ের হয়ে কাটিগড়ার প্রত্যেক অঞ্চলে সভা সমিতিতে ভিড় জমাতে দেখা যাচ্ছে। গৌতম হাওয়ায় তলিয়ে যাচ্ছে অনেক কাগুজে বাঘ গেরুয়া টিকিট প্রত্যাশীর স্বপ্ন। ইতিমধ্যে কালাইন কলেজ রোডে বাড়ি ভাড়া করেছেন গৌতম রায়। এছাড়া সিদ্ধেশ্বর প্রশান্তি লজে প্রতিদিন সহস্রাধিক জনগণের ভিড়ের মধ্যেই গৌতম রায়ের গেরুয়া প্রার্থিত্বের মজবুত ভিত প্রকট হচ্ছে। সমগ্র কাটিগড়া, বিশেষ করে পশ্চিম কাটিগড়ার অধিকাংশ দলীয় কর্মী নেতা গৌতম ভরসায় ঝুঁকছেন।

এদিকে দিগরখালের বাসিন্দা বিশিষ্ট সমাজসেবী উত্তম কুমার নাথ বিগত কয়েক বছর থেকে কাটিগড়ার সর্বত্র ব্যাপকভাবে জনহিতকর কাজে নিজের ব্যতিক্রমী তৎপরতা জারি রেখে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানকে মজবুত করে তুলছেন। উত্তম নাথ ফ্যানস ক্লাবের কর্মী সমর্থকদের নিরলস কার্যসূচি ভোটারমহলে আলাদা ভিত তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া বিগতদিনে চা বাগান অঞ্চলের গরিব জনগণের মধ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে শাড়ি কম্বল বণ্টনের পাশাপাশি অতিমারি করোনা কালে ঢালাও হাতে সমগ্র কাটিগড়ার গরিব জনগণের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বণ্টনে নজির সৃষ্টি করেছেন উত্তম নাথ। গরিব মানুষের শোকে-দুঃখে পাশে দাঁড়ানোর বিরল মানসিকতার দরুণ কাটিগড়ার জনমনে বিধায়ক পদপ্রার্থীর দিকে ঠেলে দিয়েছে উত্তমবাবুকেও। এছাড়া গেরুয়া দলের রাজ্যিক ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন শাখা কমিটির ঊর্ধতন কর্তাদের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক টিকিট প্রত্যাশীর ক্ষেত্রে বিশেষ মাইলেজ পাবার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আরএসএস-এর সঙ্গে রয়েছে উত্তম নাথের গভীর সম্পর্ক। এছাড়া দূরারোগ্য ব্যাধিতে অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করে অনেক রোগীকে সুস্থ করে তোলার দৃষ্টান্ত রয়েছে উত্তম নাথের। করোনার সময়ে মানুষের চরম অভাব অনটনে ত্রাতার মতো উত্তম নাথের নাম শোনা গেছে কাটিগড়ার সর্বত্র। বর্তমানে শতাধিক যুবক প্রতিদিন বিভিন্নপ্রান্তে উত্তম নাথের সমর্থনে বিভিন্ন কর্মসূচি জারি রেখেছেন। এমন-কি বিভিন্ন দলের ইচ্ছুক প্রার্থী পর্যন্ত গরিব অসহায় মানুষদের উত্তম নাথের কাছে ঠেলে দিয়েছেন। ফলে উত্তম নাথ এবং গৌতম রায়ের সমানতালে ব্যাপক প্রচারাভিযান পরিলক্ষিত হচ্ছে।

অন্যদিকে, সাংগঠনিক স্তরে নিরবচ্ছিন্ন অবস্থানে রয়েছেন কালাইনের বিশিষ্ট সমাজসেবী বিজেপির হয়ে আজীবন কাজ করে আসা প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি তথা জেলা কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য বিপ্লব কান্তি পাল। দলের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে বিপ্লববাবু অন্যতম শক্ত দাবিদার হিসেবে বিবেচিত ব্যক্তিত্ব। কাটিগড়া আরএসএস-এর কার্যসূচি তথা সংঘ কার্যালয়ের সূচনা হয় বিপ্লব কান্তি পালের হাত ধরেই। তখনকার সংঘ প্রচারক কাঞ্চন মণ্ডলের উদ্যোগে ও বিপ্লববাবুর প্রয়াসে নিজের ঘর থেকে সংঘের বিভিন্ন কর্মসূচি কাটিগড়ায় আনাচে কানাচে বিস্তার লাভ করে। এছাড়া বিশ্বহিন্দু পরিষদের ব্যাপক কার্যসূচির অংশীদার হিসেবে বিপ্লববাবুর ভূমিকা সর্বজনবিদিত। শ্রীগৌতম আজকের মাধ্যম ধাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে বিপ্লব পালের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে বলে দাবি তাঁর সমর্থকদের। সেদিক থেকে পর্যালোচনা করলে সংঘ পরিবারের সঙ্গে বিপ্লববাবুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয় তাঁর গেরুয়া টিকিট প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত করে তুলতে সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

যদিও বিপ্লব পাল ও গৌতম রায় উভয় গুরুভাইয়ের মধ্যে পরস্পর আস্তা ভরসার লক্ষ্যণীয় বিষয় কাটিগড়ার রাজনৈতিক মহলকে চিন্তিত করছে। এক্ষেত্রে অন্তিমলগ্নে বিপ্লব পাল গৌতম রায়কে, নতুবা গৌতম রায় বিপ্লব পালকে প্রার্থিত্ব প্রাপ্তিতে সমর্থন করে বসলে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না।

বর্তমানে কাটিগড়া আসন বিজেপির দখলে। শাসক দলের বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন বিগত পাঁচ বছরের কার্যকালে জনসমর্থন কতটুকু ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন এই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে সর্বত্র চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। ২০১১ সালের নির্বাচনে অমরবাবু বিজেপির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেই নির্দল প্রার্থী হয়ে কার্যত গেরুয়া প্রার্থী অনিলচন্দ্র দেকে সম্ভাব্য বিজয়ের পথ রুখে দিয়ে বীরত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তীতে দলে ফিরে এসে বিগত ২০১৬-এর নির্বাচনে প্রচণ্ড মোদী হাওয়ার ফলস্বরূপ শুধুমাত্র নিজের পারিবারিক মাড়োয়ারি ভোট ছাড়া বাঙালি অধ্যুষিত কাটিগড়ার ভোটার মহলের আস্থা সমেত বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছিলেন অমর জৈন। বাঙালি ও অবাঙালি চেতনা ও আবেগের ঊর্ধে ওঠে মোদী ভরসায় ভোট পেয়ে অমরবাবু বিজয়ী হলেও সেই আস্থা ধরে রাখতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন তিনি।

ইদানীংকালে একাধিক কাজের সূচনা করার পর এক রাতের মধ্যেই কাজের ফলক উপচে ফেলে দেওয়ার নজিরবিহীন ঘটনাই তাঁর প্রতি জনগণের অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ প্রকাশ্যে এসেছে। অরুণোদয় প্রকল্পের তালিকা তৈরিতে স্বজন-পোষণ নীতিতে আরও ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে অমর জৈনকে। এছাড়া ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজে জিপি ও এপি পর্যায়ের প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় অনধিকার হস্তক্ষেপের অভিযোগে অধিকাংশ পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি। একাংশ এলাকার কিছুসংখ্যক স্বদলীয় কর্মীনেতাদের মুখে চাউর হচ্ছে অমর জৈন সেন্ট পারসেন্ট ব্যর্থ বিধায়ক! তাঁর সময়কালে দৃষ্টান্তমলক জনকল্যাণমুখী তেমন কোনও কাজের নিদর্শন রাখতে পারেনি বলে জনগণের অভিযোগ রয়েছে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন বিভাগের আওতাধীন পশ্চিম কাটিগড়ার তিন জিপিতে রুরবান মিশনের দেড়শো কোটি টাকার প্রকল্প আজও হিমঘরে। মনোনীত তিন জিপিতে রুরবান মিশনের উন্নয়নমূলক কাজের বাস্তবে কোনও নিদর্শন পরিলক্ষিত না হলেও বিধায়ক অমর জৈনের সৌজন্যে রহস্যজনকভাবে মোট বরাদ্দের অধিকাংশ অর্থের ইউসি সংশ্লিষ্ট দফতরে দাখিল হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। রুরবান মিশনের দেউলিয়াপনা নিয়ে বিধায়কের উদাসীনতায় গণ-অসন্তোষ বিরাজ করছে পশ্চিম কাটিগড়া অঞ্চলে। বিধায়ক জৈনের ছায়াসঙ্গী অনেকেই তাঁর প্রতি অনীহা ব্যক্ত করছেন বিভিন্ন গ্রামে। তাঁরা এবার নতুন মুখের সন্ধানে তৎপরতা শুরু করছেন। সবকিছু মিলিয়ে কাটিগড়ায় অমরবাবুর দলে যে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়া বইছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়া সুহৃদ প্রকল্প বণ্টনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে শোনা যাচ্ছে গেরুয়া দলের কর্মী মহলে। ইদানীং চার হাজার ফেরত দেওয়ার অলিখিত শর্তে একাংশ বুথ কমিটির সভাপতিদের সাত হাজার করে সুহৃদ প্রকল্পের চেক বণ্টনের হিড়িক পড়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সভাপতি মহলের মধ্যে উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। যারফলস্বরূপ প্রকৃত গরিব অসুস্থ মানুষ সরকারের সুহৃদ প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রবল অমর জৈন বিরোধী হাওয়া তীব্র করছেন। এদিকে কাটিগড়ায় গেরুয়া শিবিরে অবশেষে ২০১১-এর পুনরাবত্তি ঘটতে পারে বলে স্থানীয় রাজনৈতিক তথ্যবিভিজ্ঞ মহলের ধারণা। প্রার্থিত্বের ক্ষেত্রে কাটিগড়ায় গেরুয়া শিবিরে উত্তম এবং গৌতমের উত্থানে এমন আশঙ্কা তীব্রতর হচ্ছে। ২০১১-এর নির্বাচনে দলীয় টিকিট বঞ্চিত একাংশ ইচ্ছুক প্রার্থীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্ররোচনার মাধ্যমে বিজেপির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অমরবাবু নির্দল প্রার্থী হিসেবে ভোটে দাঁড়িয়ে বিজেপি প্রার্থী অনিল চন্দ্র দের সুনিশ্চিত বিজয়ের পথ আটকে দিয়েছিলেন। তাই পুরনো অভ্যাস ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অমর জৈন এবারও একই পথ অনুসরণ করলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। যদিও বিজেপি প্রার্থীকে হারানোর এই ফর্মুলা এবার কাটিগড়ার ক্ষেত্রে কতটুকু প্রযোজ্য হবে তা সময়ই স্পষ্ট করবে। কারণ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাটিগড়ার ভোটারদের চিন্তা ভাবনারও অনেকটা উন্নতি ঘটেছে। সবকিছু পর্যালোচনা করলে টিকিট আদায়ের প্রাথমিক পর্যায়ের লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসতে পারেন উত্তম কুমার নাথ নতুবা গৌতম রায়, এমন অভিমত ব্যক্ত করছে কাটিগড়ার রাজনৈতিক তথ্যাবিজ্ঞ মহল।

শালচাপড়া মণ্ডলের প্রভারি মনোনীত কাছাড় বিজেপির কার্যনির্বাহী সদস্য বাবলু দাস

কাটিগড়া (অসম), ২৭ নভেম্বর (হি.স.) : দলের সামগ্রিক অবস্থানের আরও অগ্রগতির লক্ষ্যে শালচাপড়া মণ্ডলের প্রভারি পদে নিযুক্তি পেয়েছেন পশ্চিম কাটিগড়ার বিশিষ্ট বিজেপি নেতা তথা কুশিয়ারকুল গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর প্রাক্তন সভাপতি বাবলু দাস। বাবলু দাসের দীর্ঘবছরের সাংগঠনিক কর্মদক্ষতা ও বিজেপির নীতি আদর্শ নিয়ে লিরলস কাজ করে আসার জন্য সন্তুষ্ট দলীয় ঊর্ধতন কর্মকর্তারা।

ত্রিপুরায় ২০১৮-এর বিধানসভা নির্বাচনে কাছাড়ের কালাইন মণ্ডল থেকে একমাত্র বাবলু দাসকে সেখানে প্রচারে পাঠানো হয়েছিল। তখন তিনি কালাইন মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ত্রিপুরায় নির্বাচনের প্রাক্কালে ঘাঁটি গেড়ে সেখানে কাজ করেছিলেন তিনি। দলের প্রতি আনুগত্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে বাবলু দাস সব সময় এগিয়ে থাকেন। বিগতদিনে কালাইন মণ্ডল বিজেপি কমিটিতে দু-বার সাধারণ সম্পাদক পদে থাকাকালীন পশ্চিম কাটিগড়া এলাকায় দলীয় ভিত মজবুত হয়েছিল। দলের যে-কোনও কার্যসূচিতে বাবলু দাসের সক্রিয় ভূমিকা পালনের বিষয় সর্বজনবিদিত।

বর্তমানে বিজেপির বরিষ্ঠ নেতা বাবলু দাস কাছাড় জেলা বিজেপি কমিটিতে কার্যনির্বাহী সদস্য পদে আসীন। বিজেপির সাংগঠনিক কাজের পাশাপাশি কাটিগড়ার ক্রীড়া জগতে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে একাধিক ফুটবল খেলায় ইচ্ছুক যুবক যুবতী জেলা ও আন্তঃজেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণ করতে পেরেছেন। এছাড়া ফুটবল ও ক্রিকেট খেলোয়াড়দের বিভিন্নভাবে উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়ে আসছেন তিনি। এছাড়া আরএসএস-এর স্বয়ংসেবক হিসেবে কাজ করছেন বাবলু দাস। উল্লেখ্য, ২০১১ সালে পশ্চিম কাটিগড়া এলাকায় বিজেপির চরম সংকটজনক পরিস্থিতিতে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গোটা ছয় জিপি-তে দলের মজবুত ভিত তৈরি করে দল ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। এছাড়া, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের সময় বাবলু দাসের তৎপরতায় সাংসদ রাজদীপ রায় পশ্চিম কাটিগড়া থেকে সর্বাধিক ভোট পেয়েছিলেন। সাংগঠনিক অগ্রগতিতে বাবলু দাসের কৌশলি কার্যবিবরণীতে জেলা নেতৃত্ব আপ্লুত হয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বড়খলা বিধানসভা কেন্দ্রের শালচাপড়া মণ্ডল এলাকায় দলীয় কার্যসূচি আরও মজবুত করে তোলার লক্ষ্যে তাঁকে প্রভারি মনোনীত করেছেন জেলা নেতৃত্ব। সাধারণ জনগণের মধ্যে জনমুখি নীতি ও আদর্শের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি দলের সামগ্রিক অবস্থার পর্যালোচনা করে দলীয় কর্মকর্তাদের উৎসাহ বৃদ্ধিতে বাবলু দাস সর্বস্তরের মানুষের সাথে কাজ করবেন।

এদিকে বাবলুবাবুর প্রভারি পদে মনোনীত হওয়ায় দারুণ খুশি ব্যক্ত করেছেন কালাইন মণ্ডলের প্রাক্তন সভাপতি তথা কাছাড় জেলা বিজেপির কার্যনির্বাহী সদস্য বিপ্লবকান্তি পাল। তিনি বলেন, বিজেপিতে লাগাতার নিরন্তর কাজ করার সঠিক মূল্যায়ন করেছে জেলা নেতৃত্ব। কাজের সঠিক মূল্যায়ন করে বাবলু দাসকে উপযুক্ত সম্মান দিয়েছে দল। বাবলু দাসকে শালচাপড়ার প্রভারি নিয়োজিত করার জন্য জেলা সভাপতি কৌশিক রাইকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিপ্লবকান্তি পাল।

অন্যদিকে, প্রভারি পদে তাঁকে মনোনীত করার জন্য কাছাড় বিজেপি জেলা সভাপতি কৌশিক রাই, সাংসদ তথা প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক রাজদীপ রায় ও জেলা কমিটিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন শালচাপড়া মণ্ডলের নবনিযুক্ত প্রভারি বাবলু দাস।

জামিন আর্জি পিছোল লালুর, পরবর্তী শুনানি ১১ ডিসেম্বর

রাঁচি, ২৭ নভেম্বর (হি.স.): আপাতত স্বস্তি পাচ্ছেন না বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব। এর আগে ৯ নভেম্বর লালু প্রসাদ যাদবের জামিন নিয়ে শুনানি হওয়ার কথা ছিল ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে। সিবিআইয়ের আর্জি মেনে সেই শুনানি পিছিয়ে যায় ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু, শুক্রবার অর্থাৎ ২৭ নভেম্বর ফের পিছিয়ে গেল লালুর জামিনের আবেদনের শুনানি। পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ১১ ডিসেম্বর। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির একাধিক মামলায় দোষী সাব্যস্ত লালু ২০১৭-র ডিসেম্বর থেকে জেলে রয়েছেন।

শুক্রবার ঝাড়খন্ড হাইকোর্টে পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির দুমকা ট্রেজারি মামলায় লালুর জামিনের আবেদনের শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, এদিনও লালুর জামিন আর্জি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ১১ ডিসেম্বর। লালুর আইনজীবী প্রভাত কুমার জানিয়েছেন, ”জামিন আর্জি নিয়ে পরবর্তী শুনানি ১১ ডিসেম্বর। নিম্ন আদালত থেকে লালু প্রসাদ যাদবের অর্ধেক-সাজা সম্পর্কিত রেকর্ড আনতে বলা হয়েছে আমাদের।”

লালুর জামিন আর্জি পুনরায় পিছিয়ে যাওয়ায় মন খারাপ রাষ্ট্রীয় জনতা (দল আরজেডি)-এর। আরজেডি মুখপাত্র স্মিতা লাকরা জানিয়েছেন, ”লালুজির জামিন আর্জি যখনই পিছিয়ে যায়, তখনই গোটা দলের মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু আমরা আশাবাদী পরবর্তী শুনানিতে তিনি জামিন পেয়ে যাবেন। লালু জি জেলের সমস্ত বিধিবিধান মেনে চলছেন।”

শিশু দত্তক গ্রহণ সংক্রান্ত কর্মশালা শিলচর সিভিল হাসপাতালে

শিলচর (অসম), ২৭ নভেম্বর (হি.স.) : শিশু দত্তক গ্রহণের প্রক্রিয়া নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট কার্যালয়ে। গুরুত্বপূর্ণ দত্তক বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন আইনজীবী বীথিকা আচার্য।

তিনি বলেন, জুবেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন) ২০১৫ এবং অ্যাডাপশন রেগুলেশন অ্যাক্ট ২০১৭ অনুসারে অ্যাডপশন অর্থাৎ দত্তক গ্রহণের কিছু প্রক্রিয়া রয়েছে। এক্ষেত্রে একটি শিশু নিজের আসল জন্মদাতা মা বাবা ও বংশানুগত পারিবারিক সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা ঘটে এবং নতুনভাবে আইন মোতাবেক দত্তক নেওয়া অভিভাবকদের শিশুটির সামগ্রিক বিকাশ ও কল্যাণে যাবতীয় সুবিধাসমূহ প্রদানের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে দত্তক গ্রহণে অগ্রসর হতে হয় ইচ্ছুক ব্যক্তিদের। যদি কোনও জায়গায় অনাথ শিশু বা আত্মসমর্পিত অসহায় শিশু নজরে পড়ে তা-হলে শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে অথবা ১০৯৮ টোল ফ্রি ফোন নম্বরে যোগাযোগ করে খবর জানাতে পারবেন। এ ধরনের শিশু জবরদস্তি বা অন্যায়ভাবে কেউ নিয়ে লালন পালন করতে পারবে না।

আইনজীবী বীথিকা আচার্য আরও বলেন, যদি প্রশাসন তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় নিয়ম-নীতিকে উপেক্ষা করে কোনও ব্যক্তি শিশু লালন পালন করে থাকেন আইনের দৃষ্টিতে তা অপরাধজনিত ঘটনা। এমন-কি যদি কোনও মা-বাবা তাঁদের সন্তানকে আত্মসমর্পণ করতে চান তা-হলে জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতির সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। কোনও অভিভাবক বা মা-বাবা শিশু গ্রহণ করতে চান তা-হলে জুবেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন) অনুসরণ করে শিশুকে দত্তক গ্রহণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় দত্তক সম্পদ কর্তৃপক্ষের অধীনে নিবন্ধ করে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেই দত্তক গ্রহণ করতে হবে। যদি কোনও ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে হাসপাতাল,নার্সিং হোম, পাড়া-প্রতিবেশী কিংবা আত্মীয়দের কাছ থেকে আইনকে উপেক্ষা করে শিশু গ্রহণ করেন তা-হলে আইনের দৃষ্টিতে তা অবৈধ প্রক্রিয়া হিসেব বিবেচিত হবে। অন্যায়ভাবে কোনও অভিভাবক শিশু গ্রহণ করলে আইনের যথার্থ ধারা অনুসারে শাস্তি ও জরিমানার সম্মুখীন হতে হবে। বিশদভাবে জানার জন্য জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতি কাছাড় কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে আহ্বান জানিয়েছেন আইনজীবী বীথিকা আচার্য।

সভায় প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেছেন জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক শাশ্বতী সোম, সুমনা নাইডিং, স্বাস্থ্য বিভাগের ডিপিএম রাহুল ঘোষ, জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক মৃণাল কুমার শইকিয়া, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্য সুমিতা বিশ্বাস, নিবেদিতা নারী সংস্থার কর্ণধার দিবা রায়, ডা. অজিত কুমার দে, সুকন্যা নন্দি পুরকায়স্থ প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন টুইঙ্কল দাস , বিদ্যুৎ নাথ, মকসুদুল আমিন বড়ভুইয়াঁ সহ অন্যরা।

তথ্য ও জনসংযোগের ডেপুটি ডিরেক্টর কার্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত দুইকর্মীকে বিদায় সংবর্ধনা শিলচরে

শিলচর (অসম), ২৭ নভেম্বর (হি.স.) : তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টরের শিলচর কার্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত দুই কর্মচারীকে বিদায় সংবর্দনা প্রদান করা হয়েছে শুক্রবার। তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর ইন্দ্রাণী গোস্বামীর পৌরোহিত্যে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের সাংস্কৃতিক শাখার ম্যানেজার তথা প্রডিউসার নিপু শর্মা ও স্টাফ আর্টিস্ট দিলীপ সিনহাকে বিদায়ী সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

উল্লেখ্য, নিপু শর্মা গত ৩১ আগস্ট এবং দিলীপ সিনহা ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

ডেপুটি ডিরেক্টর ইন্দ্রাণী গোস্বামী বলেন, ২০১৮ সালের জুলাই মাসে শিলচরে বরাক উপত্যকার উপ-সঞ্চালক পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর জনসংযোগ বিভাগের সাংস্কৃতিক শাখার ম্যানেজার কাম প্রডিউসার নিপু শর্মা এবং দিলীপ সিনহাকে কর্মরত পেয়েছেন। তাঁরা দুজনেই দারুণ নিষ্ঠার সঙ্গে কাজে সহযোগিতা করেছেন। সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে দুজনকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের ভবিষ্যত অবসর জীবনে সুস্বাস্থ্য, সুন্দর ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছেন।

এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে দিলীপ সিনহা বলেন, শিলচরের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগে ১৯৮৭ সালে গুয়াহাটি কার্যালয় থেকে এসে যোগদান করেছিলেন। তখন থেকেই জেলা প্রশাসন আয়োজিত বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে তিনি জনসংযোগ বিভাগের সাংস্কৃতিক শাখার পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি তাঁর চাকরিজীবনের স্মৃতিচারণ করেছেন।ম্যানেজার তথা প্রডিউসার নিপু শর্মাও তাঁর বক্তব্যে জনসংযোগ বিভাগের সাংস্কৃতিক শাখার শিল্পী হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বলেন, জনসংযোগ বিভাগের সাংস্কৃতিক শাখার শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কার্যালয়ের অন্যান্য কাজও সমানভাবে করেছেন এবং তা করতে গিয়ে কখনও পিছু হটেননি। তিনি জনসংযোগ বিভাগের কাজকর্মে বিভাগীয় কর্মীদের একজোট হয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন।সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের আঞ্চলিক কার্যালয়ের বড়বাবু প্রদীপ্ত দেব, প্রবাল দেব প্রমুখ বক্তব্য পেশ করেছেন।

উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সব পারিষদ এখন থেকে পাবেন পেনশন, সর্বসম্মতিক্রমে পাশ বিল

হাফলং (অসম) ২৭ নভেম্বর (হি.স.) : উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম, ইএম এবং সদস্যদের এখন থেকে মিলবে পেনশন। শুক্রবার উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধিবেশনে পেনশন সংক্রান্ত বিল সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে গেছে। উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কাছে আজ ঐতিহাসিক দিন। বর্তমানে দেবোলাল গারলোসার নেতৃত্বাধীন বিজেপি শাসিত পার্বত্য পরিষদ এই পেনশন ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ১৯৫২ সালে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ গঠন হওয়ার পর এতদিন পর্যন্ত পার্বত্য পরিষদের সিইএম, ইএম এবং সদস্যদের কোনও পেনশনের ব্যবস্থা ছিল না। তবে শুক্রবার উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের অধিবেশনে এই ঐতিহাসিক পেনশন সংক্রান্ত বিলটি পাশ হয়ে যায়। কোভিড-১৯ অতিমারির জন্য পার্বত্য পরিষদের শুক্রবারের অধিবেশন পরিষদ সচিবালয়ের অধিবেশন কক্ষে না হয়ে কোভিড প্রটোকল মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে হাফলং জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজকের অধিবেশনে পরিষদের বিজেপির ২৮ জন সহ বিরোধী কংগ্রেস দলের দুই সদস্য উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনের শুরুতে পার্বত্য পরিষদের প্রাক্তন সিইএম, ইএম এবং সদস্যদের পেনশন বিল নিয়ে আলোচনার পরই বহু প্রতীক্ষিত এই পেনশন বিলটি সদনে গৃহীত হয়।

উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসা অধিবেশনে বলেন, ১৯৫২ সাল থেকে পার্বত্য পরিষদে যে সকল সদস্য ছিলেন তাঁদের পেনশন বাবদ ৩১ মার্চ ২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ও সিইএম, ইএমদের জন্য ৫ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এদিন পরিষদের অধিবেশনে কংগ্রেস সদস্য ড্যানিয়েল লাংথাসা গুঞ্জুং ও মাইবাঙের সড়ক নির্মাণ কার্যের অগ্রগতি নিয়ে প্রশ্ন করলে এর উত্তরে দেবোলাল গারলোসা বলেন, এই দুই সড়ক নির্মাণের জন্য ওয়ার্ক ওর্ডারের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

এবার অতিরিক্ত বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল দিয়ে সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হবে।

এছাড়া পরিষদের গরমপানি আসনের কংগ্রেস সদস্য জয়সিং দুরুংয়ের ভূমি রাস্তা পানীয় জল নিয়ে উত্থাপন করা বিভিন্ন প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দেন সিইএম দেবোলাল গারলোসা এবং বিভাগীয় ইএম-রা। তার পর এদিনের অধিবেশন স্থগিত করে দেন পরিষদের অধ্যক্ষা রাণু লাংথাসা।

মেহবুবা মুফতি গৃহবন্দী নন পুলওয়ামা যেতে বারণ করা হয়েছে : কাশ্মীর পুলিশ

শ্রীনগর, ২৭ নভেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতিকে মোটেও গৃহবন্দী করে রাখা হয়নি। জানিয়ে দিল কাশ্মীর জোন পুলিশ। শুক্রবার কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ”পিডিপি নেত্রী গৃহবন্দী নন, নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে তাঁকে পুলওয়ামা যেতে বারণ করা হয়েছে।” শুক্রবার সকালেই মেহবুবা মুফতি টুইট করে জানান, ”ফের অবৈধভাবে আমাকে আটক করা হয়েছে। বিগত দু”দিন ধরে, পুলওয়ামায় দলীয় নেতা ওয়াহিদ উর রহমানের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিচ্ছে না জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন। ভিত্তিহীন অভিযোগে তাঁকে (ওয়াহিদ) গ্রেফতার করা হয়েছে। এমনকি আমার মেয়েকেও গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে।”

মেহবুবা টুইটারে আরও লেখেন, ’বিজেপির মন্ত্রী এবং তাঁদের পুতুলদের কাশ্মীরের সর্বত্র যাওয়ার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু আমরাই ক্ষেত্রেই নিরাপত্তা ইস্যু দেখানো হচ্ছে।”” মেহবুবা টুইটারে জানান, ”আমার মেয়ে ইলতিজা চেয়েছিল ওয়াহিদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে, এই কারণে ইলতিজাকেও গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে।” মেহবুবার এই টুইটের প্রেক্ষিতে কাশ্মীর জোন পুলিশ জানিয়েছে, ”পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি গৃহবন্দী নন, নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে তাঁকে পুলওয়ামা যেতে বারণ করা হয়েছে।”

গুয়াহাটিতে ডাম্পারের ধাক্কায় হত কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ

গুয়াহাটি, ২৭ নভেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটিতে ফের দুরন্ত ডাম্পারের দৌরাত্ম্য। এবার ঘাতক ডাম্পারের ধাক্কায় প্রাণ গেছে কর্তব্যরত জনৈক ট্রাফিক পুলিশ কর্মীর। মহানগরের বশিষ্ঠ চারিআলি এলাকায় ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পার্শবর্তী ওঝা হুডাইয়ের সন্মুখবর্তী স্থানে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে এই ভয়ংকর দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারিয়েছেন বশিষ্ঠ থানার ট্রাফিক পুলিশের কর্মী। নিহতকে জনৈক মিণ্টু দাস বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। জানা গেছে, কর্তব্য শেষে রাত প্রায় দশটা নাগাদ তিনি সাতগাঁওয়ের তাঁর এএস ০১ ইবি ১২৩৭ নম্বরের কেটিএম মটর বাইকে চড়ে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। সে সময় এএস ০১ বিসি ৬৯৭৩ নম্বরের একটি ডাম্পার দুরন্ত গতিতে এসে তাঁকে পিষে দেয়। এদিকে দুর্ঘটনা সংঘটিত করে ঘাতক ডাম্পারটি পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বশিষ্ঠ পুলিশের দল ছুটে গিয়ে ডাম্পারকে আটক করলেও তার চালক বা খালাসিকে ধরতে পারেনি। তবে ডাম্পারের মালিকের সন্ধানে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে বলে বশিষ্ঠ থানা সূত্রের খবরে প্রকাশ।

হরেকরকম

যেন প্রিন্সেস ডায়ানার ভূত!

'দ্য ক্রাউন'জুরে আক্রান্ত হয়েছে বিশ্ব। ধারাবাহিকটির চতুর্থ সিজন এসেছে। ২০১৬ সালের ৪ নভেম্বর প্রথম সিজন মুক্তির পরেই আলোচনায় উঠে আসে সিরিজটি। এরপরের দুটো সিজন মুক্তিতে সেই আগ্রহ আর উদ্দীপনার পারদ কেবল উঁচু থেকে উঁচুতে উঠেছে। ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের গোপন কাহিনি, রাজনীতি আর পারিবারিক দ্বন্দ্ব নিয়ে নির্মিত এই সিরিজের চতুর্থ সিজনের ওপর চোখ ছিল প্রায় সব বয়সীদের। কেননা এই সিজনেই উঠে এসেছে রাজপরিবারের বহুল উচ্চারিত নাম প্রিন্সেস ডায়ানার অজানা অধ্যায়। ১৫ নভেম্বর নেটফ্লিক্সে মুক্তির পর থেকেই বিশ্বজুড়ে আলোচনা চলছে সিরিজটি নিয়ে। ২৪ বছর বয়সী ব্রিটিশ অভিনেত্রী এমা করিন এই সিজনে যেন এমা নন, আসল ডায়ানা। এমাকে কেউ সেভাবে চিনত না। কিন্তু 'দ্য ক্রাউন'—এর চতুর্থ সিজনের ট্রেলার মুক্তির পর থেকেই বলাবলি শুরু হলো, ফিরে এসেছেন প্রিন্সেস ডায়ানা। অথচ এই প্রিন্সেস যখন মারা যান, এমার বয়স তখন মাত্র ২ বছর। তবে এমার শৈশব কেটেছে প্রিন্সেস ডায়ানার গল্প শুনে শুনে। আর এ মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত অভিনেত্রী এমা। 'পিপল' ম্যাগাজিন সেই আলাপকে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা। সিরিজে এমার আটটি ছবি আর বাস্তবের ডায়ানার আটটি ছবি পাশাপাশি প্রকাশ করে ছুড়ে দিয়েছে কুইজ। কে আসল ডায়ানা আর কে পর্দার? সেই সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পাঠক আর দর্শক পড়েছেন দ্বন্দ্বে। পোশাক, চুলের স্টাইল, হাসি, তাকানো সবই যে এক! সেই আটটি বিখ্যাত ছবির সিরিজ শুরু হয়েছে প্রিন্স চার্লস আর ডায়ানার আংটিবদল থেকে। তারপরেই রয়েছে বিয়ের সাদা গাউনের ছবি, ১৯৮৩ সালে প্রিন্স ও প্রিন্সেসের অস্ট্রেলিয়া ট্যুরের ছবি, সাদা ছোট ছোট বৃত্ত আঁকা গোলাপি পোশাকের ডায়ানা, স্লিভলেস লাল গাউনের ডায়ানাসহ আরও তিন ছবি।১০ জনের সহায়তায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে বিয়ের গাউন পরে এমা যখন দ্য ক্রাউনের সেটে এসেছিলেন, তাঁকে দেখে উপস্থিত সবার জবান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একে অন্যের মুখ চাওয়া—চাওয়ি করছিলেন। অনেকে মজা করে বলছিলেন, এমার ওপর নিশ্চিত ডায়ানার ভূত ভর করেছে!যে এমা করিনকে নিয়ে বিশ্বজুড়ে চলছে আলোচনা, তিনি নাকি এই চরিত্রের জন্য অডিশন দেওয়ারই সাহস পাচ্ছিলেন না। অথচ এমার অডিশন দেখার পর কাস্টিং ডিরেক্টররা আর কারও অডিশন নেননি। কিছুক্ষণের জন্য তাঁদের মনে হয়েছিল, এমা নন, তাঁরা যেন ডায়ানাকেই দেখছেন।

অ্যামিকে অস্কার দেবেন না প্লিজ: ক্রিস মর্ফি

অ্যামি অ্যাডামসকে যেন অস্কার দেওয়া না হয়, এ দাবি তুলে একটা বিশেষ আর্টিকেল প্রকাশ করেছে মার্কিন সাময়িকী 'ভালচার'। এই ফিচারের লেখক ক্রিস মর্ফির বক্তব্য, সদ্য মুক্তি পাওয়া 'হিলবিলি এলিজি' ছবির জন্য যদি অ্যামিকে এ বছরের অস্কার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়, সেটি হবে তাঁর অভিনয়প্রতিভার প্রতি চূড়ান্ত অবমাননা।

বিনোদন সাংবাদিক ক্রিস জানান, তাঁর জীবনের দেখা অন্যতম সেরা সিনেমা 'জুনবাগ'। ২০০৫ সালে যখন তাঁর বয়স মাত্র ১২, তখন তিনি তাঁর দাদির ঘরে ডিভিডিতে লুকিয়ে লুকিয়ে 'আর রেটেড' (কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য) এই সিনেমা দেখেছিলেন। ১৫ বছর পর ২০২০ সালে দাঁড়িয়েও এই সাংবাদিকের কাছে মনে হয়, 'জুনবাগ' তাঁর জীবনের দেখা সেরা পাঁচ সিনেমার একটি। যদিও এর মধ্যে তিনি কয়েক হাজার সিনেমা দেখে ফেলেছেন। আর অ্যামি অ্যাডামসের অভিনয় ছিল সেরা পারফরম্যান্সগুলোর একটি।

'জুনবাগ' ছাড়াও 'এনচ্যানটেড', 'ক্যাচ মি ইফ ইউ ক্যান', 'দ্য ফাইটার', 'ডাউট' ও 'মাস্টার' ছবিতে অ্যামির অভিনয় চোখে লেগে আছে এই লেখকের। এসব সিনেমার জন্য ছয়টি অস্কার মনোনয়নও পেয়েছেন এই হলিউড অভিনেত্রী। তবে জেতেননি একটিও। ১১ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সিনেমা হলে মুক্তি পেয়েছে অ্যামি অভিনীত 'হিলবিলি এলিজি'। ২৪ নভেম্বর ছবিটি মুক্তি পাবে নেটফ্লিক্সে। ছবিতে তাঁকে দেখা গেছে মাদকাসক্ত এক মায়ের ভূমিকায়। সন্তান আর নিজের এলোমেলো জীবন নিয়ে যার হিমশিম অবস্থা। সিনেমাটি সমালোচকদের কাছ থেকে পেয়েছে রসগোল্লা। রোটেন টমাটোস এই ছবিকে দিয়েছে ২৯ শতাংশ রেটিং। অথচ এই ছবিতে অ্যামির অভিনয়ের জন্য অস্কার জয় নিয়ে শুরু হয়ে গেছে আলোচনা।

ক্রিসের মতে, এটি অ্যামির ক্যারিয়ারের সবচেয়ে খারাপ অভিনয়। এত বড় মাপের একজন অভিনয়শিল্পীর পক্ষে এর চেয়ে খারাপ অভিনয় করা সম্ভব নয়। তা সমালোচকদের চোখে যত ভালোই লাগুক না কেন।

কেননা অ্যামি তাঁর অন্য সব ছবিতে এর চেয়ে ভালো অভিনয় করেছেন। তাই ক্রিসের মতে, এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য অস্কার দিলে অ্যামির অভিনয়ের প্রতিই অসম্মান জানানো হবে।

ক্রিস লিখেছেন, 'সিনেমার জন্য আজগুবি একটা বছর ২০২০। আর এই বছরে অ্যামির অভিনয় বিশ্ব চলচ্চিত্রের বড় পর্দায় গভীর ছাপ ফেলেছে। এই সব হাবিজাবি কথাবার্তা বলে যদি অ্যামিকে সেরা অভিনেত্রীর অস্কার ধরিয়ে দেওয়া হয়, সেটা হবে অন্যায়। অ্যামি খালি মাঠে গোল দেওয়ার প্লেয়ার নন। অ্যামি অনেক আগেই অস্কারের যোগ্য ছিলেন।

একটি নয়, একাধিক অস্কারের যোগ্য তিনি। তবে এই ছবির জন্য নয়। যে বছরে হাতেগোনা কয়েকটি ছবি মুক্তি পেয়েছে, বড় অভিনেতাদের ভালো ছবি মুক্তি পায়নি, সে বছরে অ্যামি নয়। ভেড়ার গোয়ালে বাছুর মোড়লঅ্যামির অস্কারের ক্ষেত্রে যেন এই প্রবাদের প্রয়োগ না হয়। অ্যামি বাছুর নন, তিনি সিংহ।'

এই প্রতিবেদনে অস্কারের জন্য অ্যামিকে ভোট না করার অনুরোধ জানিয়ে বলা হয়েছে, অ্যামির হাতে যদি ২০২১ সালে অস্কার ওঠে, তাহলে সেটা লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর 'রেভেন্যান্ট' মোমেন্ট হবে না।

জুলিয়ান মুর যেমন 'স্টিল এলাইস', শার্লিজ থেরন যেমন 'মনস্টার' ছবিতে অস্কার পেলেন; অ্যামির ক্ষেত্রেও যেন এমন কোনো গভীর ছাপ ফেলা ছবিতে দুর্দান্ত অভিনয়ের জন্য অস্কার দেওয়া হয়। মেরিল স্ট্রিপকে যেমন শুধু শুধু 'দ্য আয়রন লেডি'-তে অভিনয়ের জন্য অস্কার দেওয়া হলো, এমনটা যেন অ্যামির জন্য না হয়।

মৌসুমি ফলের দারুণ গুণ

গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে প্রচুর ফল পাওয়া যায়। বৈচিত্র্যপূর্ণ আর রসাল সব মৌসুমি ফলের সমারোহ ঘটে এ সময়। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি রসাল ফল শুধু সুস্বাদুই নয়, পুষ্টিগুণেও ভরপুর। এগুলো পানি, খাদ্য-আঁশ ও প্রাকৃতিক চিনিরও (সুক্রোজ, গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ) উৎস। সব মিলিয়ে এই ফলগুলো শরীরের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও বেশ সহায়ক। কাজেই করোনাভাইরাসের এই সংক্রমণের সময় রোজকার খাদ্যতালিকায় কিছু মৌসুমি ফল অবশ্যই রাখুন। এবার জেনে নেওয়া যাক এ সময়ের কোন ফলের উপকারিতা কতটুকু।

আম:আমে বিদ্যমান ক্যারোটিনয়েডগুলো কোলন ও ত্বকের ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং বয়সজনিত চোখের সমস্যা প্রতিরোধ করে। আমের পটাশিয়াম, খাদ্য-আঁশ ও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট গুলো উচ্চরক্তচাপ ও হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমায়। পেকটিন খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে সহায়তা করে। খাদ্য-আঁশ ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের কারণে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরাও এক দিন পরপর দৈনিক শর্করার চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আম খেতে পারেন।

জাম: কালো জামের অ্যান্থোসায়ানিন হৃদ্‌রোগ ও ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। পটাশিয়াম উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে,অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলো ফ্রি-রেডিক্যাল কমিয়ে ত্বকের টিস্যুকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। জামের খনিজ লবণ হাড়কে শক্তিশালী ও মজবুত করতে সাহায্য করে। শর্করা কম থাকায় এবং খাদ্য—আঁশের উপস্থিতির কারণে কালো জাম খাওয়ার পর রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। এ কারণে ডায়াবেটিস রোগীরা প্রতিদিনই কালো জাম খেতে পারেন।

কাঁঠাল: রসাল ও সুমিষ্ট স্বাদের ক্যারোটিন সমৃদ্ধ এই ফলে শর্করা, প্রোটিন, ভিটামিন সি ও পটাশিয়াম আছে। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও বি ভিটামিনেরও ভালো উৎস এটি।

কাঁঠালের বীজ ও কাঁচা কাঁঠালে রয়েছে যথেষ্ট প্রোটিন, ক্যালরি, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন সি ও খাদ্য---আঁশ। কাঁঠালের ফাইটোকেমিক্স ক্যালসগুলো ফ্রি-রেডিক্যাল দূর করে কোষকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। ফলে ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এ ছাড়া এর ভিটামিন সি সর্দি-কাশি প্রতিহত করে, খাদ্য-আঁশ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

লিচু: মিষ্টি গন্ধ ও স্বাদের রসাল ফল লিচুতে রয়েছে শর্করা, প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন সি।

এ ছাড়া এই ফলে বিদ্যমান কপার, আয়রন, ফোলেট লোহিত কণিকা তৈরিতে; বি ভিটামিনগুলো বিপাক ক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে; পটাশিয়াম ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। লিচুর খাদ্য-আঁশ ও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট গুলো রোগপ্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

লকডাউনে তারকারা ওয়েবমুখী

লকডাউনের কারণে গৃহবন্দী বলিউড তারকারা এখন আরও বেশি ওয়েবমুখী। জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ, লারা দত্ত, আনুশকা শর্মা, মনীষা কৈরালাসহ বেশ কয়েকজন তারকার ওয়েব সিরিজ সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে এবং শিগগিরই পেতে চলেছে। লিখেছেন দেবারতি ভট্টাচার্য। গত ২৭ মার্চ মুক্তি পেয়েছে মনীষা কৈরালা অভিনীত ওয়েব সিরিজ মাস্কা। ভারতে লকডাউনের শুরুর দিকেই নেটফ্লিক্স এই সিরিজটি নিয়ে আসে। যদিও মনীষা ডিজিটাল দুনিয়ায় লাস্ট স্টোরিজ দিয়ে আগেই পা রেখেছিলেন। তবে সেটা ছিল সিনেমা। আর এটা মা-ছেলের সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে একটা আস্ত সিরিজ। মনীষা কৈরালা অভিনীত সিরিজটি ঘিরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। নীরজ উধওয়ানি পরিচালিত এই সিরিজে আরও অভিনয় করেছেন জাভেদ জাফরি, প্রীত কামানি, নিকিতা দত্ত ও শার্লে শেটিয়া। ১ মে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে এক রুদ্ধশ্বাস সিরিজ মিসেস সিরিয়াল কিলার। এতে বাড়তি আকর্ষণ বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ। তাঁকে এই ছবিতে এক ভিন্ন চরিত্রে দেখা যাবে। এর আগে ড্রাইভ ছবির মধ্য দিয়ে ডিজিটাল দুনিয়ায় অভিষেক হয় জ্যাকুলিনের। এবার সিরিজে অভিষেক হলো মিসেস সিরিয়াল কিলার দিয়ে। শিরিশ কুন্দ্র পরিচালিত এই সিরিজের পরতে পরতে রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা। এতে জ্যাকুলিনের স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন মনোজ বাজপেয়ি। এই সিরিজের মাধ্যমে আমির খানের ভাগনে জায়নের অভিনয়জগতে অভিষেক হয়েছে। আমাজন প্রাইম ভিডিও সম্প্রতি বেশ প্রতীক্ষিত ওয়েব সিরিজ পাতাল লোক-এর টিজার প্রকাশ করেছে। এর প্রযোজক অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা। সিনেমার পর এটাই আনুশকা প্রযোজিত প্রথম সিরিজ। টিজারেই সবার প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছে পাতাল লোক।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে পরামর্শ

কেউই করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকিমুক্ত নয়। তবে বয়স্ক, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস, হাঁপানি, কিডনি রোগীদের এ ঝুঁকি তুলনামূলক বেশি। এ ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে করোনার তীব্রতা ও জটিলতার আশঙ্কাও বেশি থাকে।

করোনাভাইরাস বিশেষ একধরনের প্রোটিনের সাহায্যে ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়। ওই বিশেষ প্রোটিন হৃদ্‌যন্ত্রের কোষে, রক্তনালির ভেতরের দেয়ালে এবং কিডনির ক্ষুদ্র রক্তনালিতেও থাকে। তাই ফুসফুসে সংক্রমণের পাশাপাশি ভাইরাসটি হৃদ্‌যন্ত্রকেও আক্রমণ করতে পারে। তাই যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে, তাদের এই সময় খুব সতর্ক থাকতে হবে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে, তাদের জন্য কিছু জরুরি পরামর্শ:

১. নিয়মিত বাড়িতে রক্তচাপ মাপুন।

২. উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের অভ্যাসগুলো সঠিকভাবে মেনে চলুন। যেমন খাবারে বাড়তি লবণ পরিহার করুন। আনুষঙ্গিক লবণ ও লবণাক্ত খাবার যেমন সালাদে ও কাঁচা ফলের সঙ্গে লবণ, বিট লবণ, আচার, চানাচুর, সয়াসস, টেস্টিং সল্ট, শুঁটকি, প্রক্রিয়াজাত খাবার ইত্যাদি বাদ দিতে হবে। এড়িয়ে চলুন অতিরিক্ত তেলে ভাজা খাবার। প্রচুর পরিমাণে টাটকা শাকসবজি ও ফলমূল প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় রাখুন। বাড়িতে থাকলেও প্রতিদিন কমপক্ষে আধঘণ্টা হালকা ব্যায়াম করুন।

দিনে ৩-৪ কাপের বেশি কফি নয়।

পর্যাপ্ত ঘুম দরকার। রাত জেগে টিভি, মুঠোফোন, কম্পিউটারে সময় না কাটানোই ভালো। তাতে ঘুমের ব্যাঘাত হতে পারে।

ধূমপান চিরতরে বর্জন করুন।

৩. উচ্চ রক্তচাপের জন্য কোনো ওষুধ সেবন করলে তা নিয়মিত চালিয়ে যান (রক্তচাপ ৯০/৬০ মিমির কম মাত্রায় নেমে যাওয়া ছাড়া)।

৪. কোনো সমস্যা হলে প্রয়োজনে টেলিফোনে আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

৫. অন্তঃসত্ত্বা নারীদের বাড়িতে নিয়মিত রক্তচাপ মাপতে হবে।

আগামীকাল পড়ুন: ধূমপান ছাড়তে হবে এখনই

শুক্রবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি- নিজস্ব।

বরাকে ছাত্র সংগঠন আকসা-র নেতৃত্বে বিকল্প রাজনৈতিক দলের নাম ঘোষণা ২৮ নভেম্বর

শিলচর (অসম), ২৭ নভেম্বর (হি.স.) : বরাকের আর্থ-সামাজিক ও সামগ্রিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ছাত্র সংগঠন আকসা-র নেতৃত্বে বিকল্প রাজনৈতিক দলের নাম ঘোষণা করা হবে আগামীকাল ২৮ নভেম্বর। অসম সরকার বিভিন্ন বিভাগে চাকরির ক্ষেত্রে বরাকের যুবক যুবতীদের বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা করছে। বরাক উপত্যকার তিন জেলার উন্নয়ন ও জনকল্যাণমুখী প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করছে সরকার। মূলত বরাকবাসীর সঙ্গে সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে সরকার। তাই সর্বক্ষেত্রে চরম বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার জনগণ পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেই বিকল্প রাজনৈতিক দল গঠনে বাধ্য হচ্ছেন বলে জানান ''সারা কাছাড় হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ ছাত্র সংস্থা (আকসা)-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়। প্রদীপ জানান, আগামীকাল ২৮ নভেম্বর শিলচর মধ্যশহর সাংস্কৃতিক সংস্থার কার্যালয়ে বেলা ১১টায় এক সভার মাধ্যমে নতুন দলের নাম আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হবে। তাই গুরুত্বপূর্ণ এই সভায় আকসা-র প্রাক্তন সদস্য ও পদাধিকারী তথা বরাকের সার্বিক স্বার্থের তাগিদে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগকারী সমাজহিতৈষী ব্যক্তিদের সভায় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানিয়েছেন প্রদীপ দত্তরায়। প্রস্তাবিত সভায় নতুন রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিশেষ আলোচনা করার পর সর্বসম্মতিক্রমে যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। রাজনৈতিক দল গঠন করার পক্ষে সহমত হওয়ার পরই দল গঠন ও তার নাম ঘোষণা করা হবে বলে জানান প্রদীপ দত্তরায়। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে প্রত্যেক শ্রেণির মানুষের গঠনমূলক সুপরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাই সকলের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সভায় সকলের মতামত পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

কারবি আংলঙের জঙ্গল থেকে গ্রেফতার জঙ্গি নেতা, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

ডিফু (অসম), ২৭ নভেম্বর (হি.স.) : কারবি আংলং জেলার প্রত্যন্ত থেকেরাজান থেকে অস্ত্রশস্ত্র সহ গ্রেফতার করা হয়েছে জঙ্গি সংগঠন পিপলস ডেমোক্র্যাটিক কাউন্সিল ফর কারবি-লংরি (পিসিডিকে)-র সাধারণ সম্পাদক নংমে তুংজাং ওরফে সঞ্জীব ফাংচুকে।

শুক্রবার কারবি আংলং পুলিশের জনৈক আধিকারিকের কাছে জানা গেছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার বিকেলে কারবি আংলং জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাহিদ করিশ্মা, ডিফু সদর থানার সাব-ইনস্পেক্টর অকন তেরন ও বকলিয়াঘাট থানার ওসি মনজিৎ তেরাঙের নেতৃত্বে বকলিয়াঘাট থানার অন্তর্গত থেকেরাজান নামের প্রত্যন্ত এলাকার পাহাড়ে ঘন জঙ্গলে আত্মগোপনকারী পিসিডিকে নামের জঙ্গি সংগঠনের শীর্ষ নেতাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা।ধৃত জঙ্গি নেতার হেফাজত থেকে একটি ৭ . (পয়েন্ট) ৬৫ পিস্তল, চার রাউন্ড সক্রিয় গুলি, দুটি দামি মোবাইল হ্যান্ড সেট এবং বেশ কিছু অর্থ দাবি পত্রের সঙ্গে আপত্তিজনক নথিপত্র উদ্ধার করেছে পুলিশের অভিযানকারী দল।

পিপলস ডেমোক্র্যাটিক কাউন্সিল ফর কারবি-লংরি-র শীর্ষ এই নেতাকে গ্রেফতার করায় জঙ্গি সংগঠনটি জোরদার ধাক্কা খেয়েছে বলে দাবি করছে পুলিশ প্রশান।

অসমের সাথে মেঘালয়ের বিতর্কিত জমি, কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চাইল খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন

গুয়াহাটি, ২৭ নভেম্বর (হি.স.) : অসমের সাথে মেঘালয়ের বিতর্কিত জমি জনজাতি-প্রধানের। এই দাবি করে খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন কেন্দ্রের কাছে ওই জমি রাজ্যের হাতে হস্তান্তরের আর্জি জানিয়েছে। মেঘালয়ের সাথে অসমের ৯০০ কিমি সীমান্ত রয়েছে। ছাত্র ইউনিয়নের বক্তব্য, ১৯৭২ সালে অসম থেকে আলাদা হওয়ার পর থেকেই সীমান্ত বিবাদ চলছে। সীমান্ত সমস্যা দুই রাজ্যের নাগরিকদের মধ্যে বিদ্বেষ তৈরি করেছে। শুধু তা-ই নয়, বহু নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

ইউনিয়নের কথায়, অসমের সাথে লাংপিহ, ব্লক-১, ব্লক-২, খানডুলি, পসিয়ার, মোলবের, মোজেম, খানাপাড়া, পিলিংকাটা, সাবুদা, নোংওয়াহ-মওতুমুর এলাকা খাসি প্রধানের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশে পড়েছে। ইউনিয়নের দাবি, খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড় এবং গারোপাহাড়ের উন্নয়নের লক্ষ্যেই মেঘালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন জোর গলায় দাবি জানিয়েছে, বিতর্কিত এলাকা মেঘালয়ের হাতে হস্তান্তর করা হোক। কেন্দ্রীয় সরকার এ-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুক। শুধু তা-ই নয়, অসম-মেঘালয়ের মধ্যে দূরত্ব দূর করা হোক। সাথে ইউনিয়ন যোগ করেছে, ওই সমস্যা সমাধানে স্বতন্ত্র কমিটি গঠন করুক কেন্দ্রীয় সরকার। তাতে, বিতর্কিত জমিকে ঘিরে নিরীহ মানুষের ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হবে।

দিনভর আন্দোলনের পর জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের আশ্বাস প্রেসিডেন্সির আন্দোলনকারীদের

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর (হি স)। দিনভর আন্দোলনের পর জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের আশ্বাস পেলেন প্রেসিডেন্সির আন্দোলনকারীরা।

এ বছর প্রেসিডেন্সির স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের দুটি প্রবেশিকা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল যথাক্রমে এপ্রিলের ১১-১২ তারিখ এবং জুনের ২১ তারিখ। অতিমারীর কারণে সেই পরীক্ষা বাতিল হয়েছে, ছয় মাস কেটে গেল। কিন্তু যে বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী ৫০০ টাকা দিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করেছিলেন, তাঁদের কেউ আজও সেই

ফেরত পান নি। কোভিড পরিস্থিতি, দেশজোড়া আর্থিক সংকট এবং নির্দিষ্ট ভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে উঠে আসা পরীক্ষার্থীদের সাপেক্ষে দেখলে এই ৫০০ টাকার মূল্য যে কী, তা আমরা সকলেই জানি। ইতিমধ্যে টাকা ফেরত পাওয়া আশার বারবার পরীক্ষার্থীরা নিজেদের মত করে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রতিবারই তাঁরা বিভ্রান্ত হয়েছেন একদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, অন্যদিকে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের একে অপরের কোর্টে বল ঠেলে দেওয়ার খেলায়।

বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করে ইনডিপেন্ডেন্টস কনসোলিডেশন (আইসি)-র তরফে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো হয় বিষয়টির সুরাহার জন্য। আইসি-র অভিযোগ, "কর্তৃপক্ষ দাবী করেন: বিষয়টিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও দায় নেই। টাকা মেটানোর দায় কেবল জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের। বলা বাহুল্য, স্পষ্টতই কর্তৃপক্ষের তরফে এই দাবী বিলকুল দায় ঝেড়ে ফেলার অবান্তর প্রচেষ্টা। মনে রাখতে হবে এই প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনার দায়ভার নিজেদের হাত থেকে ছেড়ে জয়েন্ট বোর্ডের ওপর ন্যস্ত করার জন্য দায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই। এখন জয়েন্ট বোর্ড যদি নিজেদের দায়িতযথাযথ পালন করছে কি না, তা দেখার দায় কর্তৃপক্ষের ওপর বর্তায় বৈকি।

প্রসঙ্গত, ঐতিহাসিকভাবে প্রেসিডেন্সির প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রেসিডেন্সির শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানেই হয়ে এসেছে। বলা হয়, এই প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রেসিডেন্সির ঐতিহ্যের অন্যতম অংশ। কিন্তু ২০১৫ সালে জয়েন্ট বোর্ডের হাতে এই পরীক্ষা তুলে দেবার পর থেকেই এই প্রক্রিয়াকে ঘিরে একের পর এক অস্বচ্ছতার অভিযোগ উঠেছে। অ্যাপ্লিকেশন ও কাউন্সেলিং ফি বাড়িয়ে পাঁচশো-পাঁচশো মোট হাজার টাকাও করে দেওয়া হয়েছে!

এমতাবস্থায়, স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষা বাতিলের ৬ মাস পরও পড়ুয়ারা টাকা ফেরত না পাওয়ার ফলে প্রক্রিয়াকে ঘিরে ব্যাপক অস্বচ্ছতার প্রশ্ন উঠছিল। কর্তৃপক্ষ তথা জয়েন্ট বোর্ড - দুয়ের ঔদাসিন্যের কারণে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভেরও জন্ম হচ্ছিল। ইতিমধ্যে আইসির তরফে ডেপুটেশন জমা পড়েছে, বারবার ফোন কল ও ইমেল মারফত টাকা ফেরতের দাবী পেশ করা হয়েছে। পাশাপাশি আজ প্রেসিডেন্সির মেন গেটের সামনে আমরা ব্যাপক বিক্ষোভ সংগঠিত করি এবং কর্তৃপক্ষকে দাবিসনদ জমা দিতে যাই। ডিন অব স্টুডেন্টস আমাদের দাবিসনদ গ্রহণ করতে সরাসরি অস্বীকার করেন। আমাদের দাবিসনদের কপি বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে আটকে ওখানেই আন্দোলন চালিয়ে যাই। কথাবার্তার পর কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয় তাঁরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। আইসির তরফেও যোগাযোগ করা হয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের সঙ্গে। দাবী আদায়ে আইসির লাগাতার নাছোড় চেষ্টার মুখে অবশেষে জয়েন্ট বোর্ড আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন:

১। যত দ্রুত সম্ভব ওয়েবসাইটে পোর্টাল চালু করে অ্যাপ্লিকেশন ফি ফেরতের ব্যবস্থা করা হবে। পোর্টালের মাধ্যমে আবেদনকারী পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং আইএফএসসি কোড সংগ্রহ করে তাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা ফেরত দেওয়া হবে।

২। এসএমএস পাঠিয়ে সকল আবেদনকারীকে পোর্টাল খোলা ও টাকা ফেরতের পদ্ধতি সম্বন্ধে সূচিত করা হবে।

তবে, স্বাভাবিকভাবেই শুধুমাত্র এই মৌখিক প্রতিশ্রুতিতেই আমরা সন্তুষ্ট নই। প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা এই স্বচ্ছতা রক্ষার লড়াইতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকব। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যাতে বিষয়টি নিজেদের দায় ঝেড়ে ফেলে হাত গুটিয়ে না থেকে বিষয়টি মানবিক দিক থেকে বিচার করে দায়িত্ব নিয়ে প্রক্রিয়াটি সুসম্পন্ন করার কাজটি তদারকি করেন তা সুনিশ্চিত করার লড়াইতে একজোট থাকব।"

পশ্চিমবঙ্গে একদিনে করোনায় আক্রান্ত ৩৪৮৯জন

কলকাতা, ২৭নভেম্বর (হি. স.): গত একদিনে রাজ্যে দৈনিক সংক্রমণ এবং মৃত্যু উভয় নিম্নমুখী হয়েছে। রাজ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৪৮৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠছেন ৩৪৯৬ জন। তবে সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯৩.০৬শতাংশ। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪৬জনের। এদিকে কমেছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৮.২৫শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। শুক্রবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৪হাজার ৬১৭জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪লাখ ৭৩হাজার ৯৮৭জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৪লাখ ৪১হাজার ১০০জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৮২৭০জনের।এদিকে গত একদিনে কলকাতায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৯৩জন। সুস্থ হয়েছেন গত ২৪ ঘন্টায় ৯৫৬ জন। শহরে গত একদিনে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ১৬ জনের। বর্তমানে এখন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৬৭৪৯জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৫৮জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৯৭০জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪৫হাজার ১২৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৫৭লাখ ৪৪হাজার ৩৬৪টি। এখন রাজ্যে ৯৫টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

শনিবার তিন-রাজ্যে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, দেখবেন টিকার অগ্রগতি

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে প্রতিদিন করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তাতে চিন্তিত ১৩৩ কোটি দেশবাসী। গোটা দেশ চাতক পাখির মতো করোনা টিকার অপেক্ষায়। এমতাবস্থায় শনিবার ভারতের তিন-রাজ্যে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার গুজরাটের আহমেদাবাদ, মহারাষ্ট্রের পুণে এবং তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদ শহরে যাওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। তিন-রাজ্যে গিয়ে দেখবেন করোনা-টিকার অগ্রগতি।

আহমেদাবাদে জাইলাস-ক্যাডিলার জাইকোভ-ডি টিকার কাজ চলছে। মোদী সেখানে যাবেন। তিনি যাবেন পুণের সিরাম ইনস্টিটিউটে, যেখানে অক্সফোর্ড এবং অ্যাস্ট্রাজেনেকার প্রতিষেধক তৈরি হচ্ছে। এর সঙ্গেই তিনি যাবেন হায়দরাবাদে ভারত বায়োটেকে, কোভ্যাক্সিন টিকার অগ্রগতি দেখতে। সর্বপ্রথম আহমেদাবাদ যাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীর, সেখান থেকে পুণে এবং বিকেলে হায়দরাবাদ। হায়দরাবাদ থেকেই রাতের মধ্যেই দিল্লিতে পৌঁছে যাবেন প্রধানমন্ত্রী।

সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে শহরের একাধিক ব্যাঙ্ক জীবাণুমুক্তকরণ কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর (হি স):যত সময় বাড়ছে ততই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা আতঙ্কে নাস্তানাবুদ শহরবাসী। তবে, এরই মাঝে ক্রমাগত জনগণের সেবায়রত কলকাতা পুলিশ। ইতিমধ্যেই শহরজুড়ে খুলে গিয়েছে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক। সেখানে রোজই যাতায়াত হচ্ছে বহু মানুষের। আর তাই শুক্রবার সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্ত করা হলো শহরে একাধিক ব্যাঙ্ক কলকাতা পুলিশের তরফে।

চলতি বছর মার্চ মাস থেকেই শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। চোখে দেখা না গেলেও এই ভাইরাস কতটা ভয়ঙ্কর তার আর বুঝতে বাকি নেই শহরবাসীর। আর তাই শহরবাসীকে সচেতন করতে ক্রমাগত মাইকিং থেকে মাস্ক বিলি করে চলেছে কলকাতা পুলিশ। কিন্তু এরই মাঝে শহর জুড়ে চলছে সাধারণ মানুষের আনাগোনা। শহরের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক- এ ভিড় জমাচ্ছে গ্রাহকরা। আর কোনওভাবেই যাতে করোনা গ্রাস করতে না পারে শহরবাসীকে তাই এদিন সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক , ইউকো ব্যাঙ্ক বিভিন্ন ব্যাঙ্ক- এ জীবাণুমুক্ত করা হয় কলকাতা পুলিশের তরফে।

আপনারা না চাইলে কেন্দ্রীয় সরকার এই কয়লা খাদানের জন্য এক পাও এগোবে না : স্বপন দাশগুপ্ত

সিউড়ি, ২৭ নভেম্বর (হি. স.) : গ্রামবাসীদের ইচ্ছাটাই শেষ কথা। আপনারা না চাইলে কেন্দ্রীয় সরকার এই কয়লা খাদানের জন্য এক পাও এগোবে না। কয়লা খাদান উদ্বোধনে কোন প্রধানমন্ত্রী আসবে না।' শুক্রবার বীরভূমের পাঁচামি তে কয়লা খনি প্রকল্প এলাকায় আদিবাসীদের সঙ্গে কথা বলে এমনই মন্তব্য করেন সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত।

পাঁচামিতে কয়লা খাদানের জন্য রাজ্য সরকার কাজ শুরু করলেও ওই এলাকার বাসিন্দা আদিবাসী দের একাংশ অবশ্য ভিটে মাটি হারানোর আশঙ্কায় আতঙ্কিত। এই মর্মে ইতিমধ্যেই প্রধান মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত।এদিন পাঁচমির একাধিক গ্রামে গিয়ে আদিবাসী দের সঙ্গে কথা বলেন স্বপন বাবু। পরে আদিবাসীদের বাড়িতে দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজ সারেন।

দেশের বৃহত্তম কয়লা প্রকল্প ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও ঘটা করে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। কিন্তু এলাকার আদিবাসী দের একটা বড় অংশ অবশ্য এই প্রকল্প ভিটে মাটি হারানোর আশঙ্কায় আতঙ্কিত।এদিন দুপুরে পাঁচামির গাবারবাথান, বারোমেশিয়া, মথুরাপাহাড়ী দেওনাগঞ্জ এলাকার বাসিন্দারাদের সঙ্গে মিটিং করেন স্বপন দাসগুপ্ত।মিটিং এর আয়োজন করে আদিবাসী গাঁওতা নেতা সুনীল সোরেন। এদিন বারোমেশিয়া গ্রামের মনি হেমব্রম বলেন, 'আমাদের পূর্ব পুরুষদের ভিটে ছেড়ে আমরা কোথায় যাব। আমাদের সঙ্গে কোন কথা নেই কিন্তু কয়লা খাদানের উদ্বোধন হয়ে গেল।'

বারোমেশিয়া গ্রামের বাসিন্দা খেলা টুডু বলেন, 'আমরা শুধু উচ্ছেদ এর স্বীকার হচ্ছি বার বার। পাথর খাদান হয়ে আমাদের অভাব ঘোচেনি। আমরা আজও বঞ্চিত। অন্য লোকের পকেট ভরে। আবার পাথর খাদান হলে আমাদের সব যাবে।

স্বপন বাবুর প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী দের সঙ্গে কথা বলে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। উল্টে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, আপনারা না চাইলে কোন মতেই এখানে কয়লা খাদান হবে না।স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, 'এখানে কয়লা খনি হতে পারে না। যত ক্ষন না আপনাদের সঙ্গে পুরোপুরি ভাবে সবাই কথা বলেন। আর আপনারা যদি না বলেন তা হলে ওটা না ই হবে।এই বিষয়ে আপনারাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। '

মিটিংয়ে গাঁওতা নেতা সুনীল সোরেন অভিযোগ তোলেন, 'প্রশাসন পুলিশ ও শাসক দল একতরফা ভাবে গ্রামের বাসিন্দা দের উপেক্ষা করে কয়লা খাদান করার জন্য জমি জরিফ করছে। জোর করে জমি দখলের চেষ্টা করছে আদিবাসী মানুষ তা রুখে দেবে। ' এই বিষয়ে সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত এলাকাবাসী দের আশ্বস্ত করে বলেন, 'যেখান কার যে আধিকারিক আসুক, যে দলের যে ক্যাডারই আসুক তারা জমি নিতে পারবে না। গ্রামবাসীদের ইচ্ছাই শেষ কথা। '

তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, আমার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যে যোগাযোগ আছে তাতে কেন্দ্র সরকার এক পাও এগোবে না। কোন প্রধানমন্ত্রী কয়লা খনি উদ্বোধন করতে আসবে না। আপনার কথা দিচ্ছি আপনাদের কথা সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেব।

ডিসেম্বরের প্রথম থেকেই শুরু করতে হবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি প্রক্রিয়া

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর(হি. স.): করোনা আবহে ডিসেম্বরের শুরুতেই প্রাক প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণীর ভর্তি প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। শুক্রবার স্কুলশিক্ষা দফতরের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্দেশ দেওয়া হয় এমনটাই।

নির্দেশিকা অনুযায়ী জানানো হয়েছে, ২ থেকে ৯ ডিসেম্বর ভরতির ফর্ম দেওয়া হবে। ১১ থেকে ১৬ তারিখের মধ্যে হবে লটারি। ওই মাসের ১৮ থেকে ২৩ তারিখের মধ্যে ভরতি প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পড়ুয়া বা অভিভাবকদের ইন্টারভিউ নিতে পারবে না কোনও স্কুল। স্কুল শিক্ষা দফতর স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ভর্তি হবে পুরোপুরি লটারির মাধ্যমে।

উল্লেখ্য, করোনা আবহে স্কুল দীর্ঘ আট মাস বন্ধ থাকায় অভিভাবকরা ভরতি নিয়ে প্রবল দুশ্চিন্তায় ছিলেন। এ বিষয়ে সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি-সহ বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন দ্রুত ভরতির নির্দেশিকা প্রকাশের দাবি জানিয়েছিল। রাজ্য শিক্ষা দফতরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে সব ধরনের শিক্ষক সমিতি। করোনা সতর্কতায় চলতি বছরের মার্চ মাস থেকেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল স্কুল গুলি। উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা ও মাঝপথে থামিয়ে দিতে বাধ্য হয় রাজ্য সরকার। তবে আগামী বছরের মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক নিয়েও যথেষ্ট অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল তাও সিলেবাস কমিয়ে সামাল দেয় রাজ্য শিক্ষা দফতর।

প্রাক-প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি ও মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক দুটি উদ্বেগেরই নিরসন করল রাজ্য সরকার। আগামী বছর এ রাজ্যে মার্চ-এপ্রিল নাগাদ বিধানসভা নির্বাচন হতে পারে। তাই ভোট পর্ব মিটে গেলে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়া হবে এমনটাই সূত্রের খবর।

দিল্লিতে উদ্বোধন হল হিন্দুস্থান সমাচারের নতুন অফিসের

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর (হি. স.) : দিল্লিতে হিন্দুস্থান সমাচারের নতুন অফিসের উদ্বোধন। শুক্রবার শুভ মুহূর্তে বহুভাষিক সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারের অফিস নয়ডা থেকে ঝান্ডেওয়ালার (নয়াদিল্লি) নতুন ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর ক্ষেত্রীয় প্রচার প্রমুখ অনিল কুমার বিধিপূর্বক পুজো করে কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন।

দিল্লির করোনা পরিস্থিতি দেখে সমাচারের পথপ্রদর্শক এবং উর্ধতন কর্মকর্তারা তাদের নিজ নিজ স্থান থেকে নতুন অফিসে প্রবেশের জন্য শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন। মাননীয় চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন সংসদ সদস্য আর কে সিনহা, গ্রুপ সম্পাদক রাম বাহাদুর রাই, নির্বাহী চেয়ারম্যান অরবিন্দ মার্ডিকার এবং ট্রাস্টের সিনিয়র সর্বাধিক সদস্য মা অচুতানন্দ মিশ্র আশীর্বাদ পাঠিয়েছেন। সারাদেশের ব্যুরো প্রমুখ অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ করেছেন।

দিল্লিতে করোনার সংক্রমণের প্রাদুর্ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে, সীমিত সংখ্যক উপস্থিতি আশা করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী সমাচারের মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) রত্না সিনহা এবং মহাব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ) অশোক প্রসাদের উপস্থিতিতে নির্বাহী সম্পাদক জিতেন্দ্র তিওয়ারি প্রদীপ প্রজ্বলন করে নতুন অফিসে কাজের উদ্বোধন করেন।

সোমবার থেকে শুরু কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরের রাস উৎসব

কোচবিহার, ২৭ নভেম্বর (হি. স.) : কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরে রাস উৎসব শুরু হচ্ছে সোমবার থেকে। করোনা আবহে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, মন্দির চত্বরে রাস উৎসব হলেও পুরসভা পরিচালিত মেলা বন্ধ রাখা হবে। কিন্তু উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, সে ভাবে মেলা না হলেও ছোট করে এবং সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে মেলার আয়োজন করা হবে।

সূত্রের খবর, মেলার দায়িত্বে থাকবে কোচবিহার পুরসভা। রাসমেলা ময়দানের বদলে মেলা হবে কোচবিহার টাউন হাই স্কুলের মাঠে এবং কোচবিহার ক্লাব সংলগ্ন এলাকায়। শহরের দু'প্রান্তে ছোট করে এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। মেলায় মোট ১৫০টি স্টল বসবে। সরকারি প্রকল্প স্টল, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং কচিকাঁচাদের জন্য থাকবে বিনোদনের আয়োজন। সোমবার থেকে ১৫ দিন এই মেলা চলবে। দুপুর ১২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলায় প্রবেশ করা যাবে।পুরসভার প্রশাসক ভূষণ সিংহ বলেন, "২০৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী কোচবিহারের রাসমেলা সাময়িক ভাবে না হলেও আমরা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর চেষ্টা করছি। কোচবিহার ও উত্তরবঙ্গবাসী এই মেলার অপেক্ষায় থাকেন। আমরা সে ভাবে বড় করে মেলার আয়োজন না করে শহরের দু'প্রান্তে দুটো ছোট ছোট মেলার আয়োজন করছি।'

রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ

নলহাটি, ২৭ নভেম্বর (হি. স.) : খানাখন্দে ভরা বীরভূমের নলহাটি থেকে মোরগ্রাম পর্যন্ত ১৪ নং জাতীয় সড়ক সংস্কারের দাবিতে প্রায় দুই ঘণ্টা পথ অবরোধে সামিল হলেন নলহাটি ১ ও ২ ব্লকের বাসিন্দারা। শুক্রবার গোপালপুর বাসস্ট্যাণ্ড, কলিঠা, মাঠ কলিঠা, ভেলিয়ান বাসস্ট্যান্ড, শ্রীপুর বাসস্ট্যান্ড, ফতেপুর বাসস্ট্যান্ড, কয়থা বাসস্ট্যান্ড, কাঁটা গড়িয়া, চেকপোস্ট সহ মোট নয় জায়গায় পথ অবরোধ করেন এলাকার মানুষ। এর ফলে জাতীয় সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। অবশেষে রামপুরহাট প্রশাসনিক আধিকারিকদের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে।

নলহাটি থেকে মোরগ্রাম মোর পর্যন্ত ১৪ নং জাতীয় সড়কের অবস্থা করুণ। খানাখন্দে ভরা রাস্তায় চলে ওভার লোডেড গাড়ি। অনেক সময় গাড়ি পাল্টি খেয়ে বিপদ ডেকে আনে সাধারণ মানুষের জীবনে। নিত্য যাত্রী থেকে পড়ুয়াদেরও ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পারাপার করতে হয়। আশেপাশের জেলা থেকে বহু মানুষ চাকরি থেকে চিকিৎসার জন্য বীরভূমে আসেন। রাস্তা অকেজো হওয়ার ফলে ধুলোর দাপটে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ট। শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের। ক্ষতি হচ্ছে মাঠ ফসলের। এদিন এলাকাবাসীদের সাথে শিশুরাও হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে পথ অবরোধে সামিল হয়। পথ অবরোধকারী মুজিবুর রহমান বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আমরা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করছি রাস্তা সংস্কারের দাবিতে। কিন্তু আমাদের কথায় তাঁরা কোন কর্ণপাত করছেন না। তাই এদিন এই পথ অবরোধে সামিল হই

১ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজ শুরু হতে চলেছে পঠন-পাঠন

কলকাতা,২৭ নভেম্বর (হি স): করোনা কাঁটায় প্রথম থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল রাজ্যের সমস্ত স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়। পাশাপাশি বন্ধ ছিল রাজ্যের সব মেডিকেল কলেজে পঠন পাঠন। দীর্ঘ আট মাসের বেশি সময় ধরে বন্ধ রাজ্যের সমস্ত মেডিকেল কলজে পঠন-পাঠন। অবশেষে স্বস্তি আগামী ১ ডিসেম্বর রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজে শুরু হতে চলেছে পঠন-পাঠন শুক্রবার রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার উদ্দেশ্যে অর্ডার জারি করে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বিশেষ সচিব জানান এই কথা। দীর্ঘ আট মাস ধরে বন্ধ থাকায় মেডিকেল কলেজে পঠন পাঠন বন্ধ থাকায় চরম সমস্যায় পড়েছিল হবু চিকিৎসকরা। অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন চিকিৎসকরা। কারণ আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজে শুরু হতে চলেছে পঠন-পাঠন। এই সিদ্ধান্তে অত্যন্ত খুশি এস এস কে এম হাসপাতাল, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ সহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা।

এদিন রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলোতে পঠন-পাঠন প্রসঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার উদ্দেশ্যে অর্ডার জারি করে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বিশেষ সচিব জানান, "আগামী পয়লা ডিসেম্বর থেকে রাজ্যের সমস্ত মেডিকেল কলেজ খুলছে। নির্দিষ্ট কোভিড নিয়ম-নীতি মেনে, সব ক্লাস রুম স্যানিটাইজ বা জীবাণুমুক্ত করে ক্লাস শুরু হবে"।

করোনা আবহে ক্লাস হওয়ার ক্ষেত্রে মাস্ক না পড়ে কোনও শিক্ষার্থীদের ক্লাস করতে দেওয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তিনশোজনকে দলে যোগদান করানোয় বিজেপি নেতাকে গুলি, অভিযুক্ত তৃণমূল

সিউড়ি, ২৭ নভেম্বর (হি. স.) : বিভিন্ন দল ছেড়ে বিজেপিতে প্রায় তিনশোজনকে যোগদান করানোয় এক বিজেপি নেতাকে গুলি করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। গুলি লক্ষভ্রষ্ট হলে পিস্তলের বাঁট দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মাড়গ্রামে।

শুক্রবার বেলা দশটা নাগাদ মাড়গ্রামের বাসিন্দা বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের নেতা শিলন সেখ বাজারে গেলে তাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। মারধরে আহত হয়েছেন শিলন সেখ । তাকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিষয়টি মাড়গ্রাম থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। তার অভিযোগ,গত ২০ নভেম্বর মাড়গ্রামে বিজেপির একটি যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই যোগদান সভায় সিলন সেখের নেতৃত্বে প্রায় তিনশোর বেশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বিজেপি দলে যোগদান করেন। সেই কারনে তার উপর চড়াও হয়ে তাকে মারধর করা হয়েছে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব। তৃণমূল কংগ্রেসের পাল্টা অভিযোগ সিলন সেখ পিস্তল ও লোহার রড নিয়ে এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। পাবলিক তাকে ধরে মারধর করে। সেই ঘটনা চাপা দেওয়ার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিথ্য অভিযোগ করা হচ্ছে।

আলু পেঁয়াজের ঊর্ধ্বমুখী দামে কপালে ভাঁজ মধ্যবিত্তের

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর (হি স):করোনা কাঁটায় একদিকে ভুগছে শহর এরই মাঝে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে আলু পেঁয়াজ থেকে সবজির দাম। বর্তমানে হেঁসেলে ঢোকাই একপ্রকার বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড় শহরবাসীর। সবজির চড়া দামে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড় মধ্যবিত্তের। চলতি বছর দূর্গা পুজোর কয়েকদিন আগে থেকেই অত্যধিক হারে বেড়ে গিয়েছিল আলুর দাম। সব পুজো শেষ হয়ে শীত এসে গেল সেই চড়া আলুর দাম এখনও পর্যন্ত কমেনি। আলুর দামে এখনও ছ্যাকা খাচ্ছে শহরবাসী। শুক্রবার শহর থেকে জেলার বাজারে জ্যোতি থেকে চন্দ্রমুখি পেঁয়াজ থেকে টমেটো সবজির দামে চক্ষু ছানাবড়া শহরবাসীর। বাজারে যেখানে জ্যোতি আলু আগে ছিল প্রতি কেজি ৩৫ টাকা তা এখন বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৪০ টাকায় চন্দ্রমুখী আলু ৪৫ টাকা প্রতি কেজি। মরসুম এখনও শেষ হয়নি। এর মধ্যেই হু হু করে বাড়ছে আলু আর পেঁয়াজের দাম। জ্যোতি আলু ৪৫ কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আর চন্দ্রমুখী ৪৮-৫০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে পেঁয়াজের দাম ৮০ টাকা প্রতি কেজি। আলু পেঁয়াজের দামে কপালে ভাঁজ পড়েছে অনেকের। রাজ্যে আলুর ঘাটতি না থাকলেও এত দাম কেন বেশি তা নিয়ে চিন্তায় ক্রেতারা।

শীত পড়তে ভিক্টোরিয়া চিড়িয়াখানায় ভিড় জমাচ্ছে শহরবাসী

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর(হি স): শুক্রবার সকালের মিঠে রোদ জানান দিচ্ছে শীত আগত। আর শীত পড়তেই শহরবাসী বেরিয়ে পরেছে ঘুরতে। দীর্ঘ কয়েক দিন করোনা কাঁটায় চিড়িয়াখানা ভিক্টোরিয়া বন্ধ থাকার পর অবশেষে খুলে গিয়েছে ভিক্টোরিয়া থেকে চিড়িয়াখানা। চিড়িয়াখানা ভিক্টোরিয়া খুলতেই ভ্রমন প্রিয় বাঙালি ঢু মারছে তাদের প্রিয় জায়গায়। যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা ।করোনা আবহের শুরু থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, জাদুঘর, সাইন্সসিটি, চিড়িয়াখানা। করোনা আবহে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে দ্বার খুলেছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে চিড়িয়াখানার। শীত আসতে না আসতেই অবশেষে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে ভিক্টোরিয়া। পর্যটনকেন্দ্র খোলার খবরে বেশ খুশি হয়েছিল দর্শকরা। খুশি যে হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে ভিক্টোরিয়া চিড়িয়াখানায় দর্শনার্থীদের ভিড়ে। যদিও করোনা আবহে বেঁধে দেওয়া হয়েছে একাধিক নিয়ম। চিড়িয়াখানা হোক বা ভিক্টোরিয়া যে কোনও ক্ষেত্রেই তাপমাত্রা না মেপে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না কাউকে। তাপমাত্রা মাপার পর জীবাণুমুক্ত করে তবেই চিড়িয়াখানার ভিতরে প্রবেশ করতে পারছে দর্শনার্থীরা। ভিক্টোরিয়ার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম বহাল রয়েছে। মাস্ক ছাড়া কাউকেই ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ ফুলবাড়িতে

রাজগঞ্জ, ২৭ নভেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ঘোষপুকুর ফুলবাড়ি জাতীয় সড়ক সংস্কার দাবিতে পথ অবরোধ করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শুক্রবার স্থানীয় গঠমাবাড়ির বাসিন্দারা তৃণমূলের পতাকা নিয়ে ফুলবাড়িতে পথ আটকে বিক্ষোভ দেখান।

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই রাস্তার অবস্থা বেহাল থাকলেও কোনওরকম সংস্কার হচ্ছে না। ফলে রাস্তায় ধুলোবালিতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা বেহাল হয়ে থাকায় এলাকা ধুলোয় ভরে গিয়েছে। ধুলোর ফলে সর্দি কাশি লেগেই রয়েছে। বারবার বিভিন্ন মহলে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তাই পথ অবরোধে করতে বাধ্য হয়েছেন স্থানীয়রা। এদিন প্রায় দেড় ঘণ্টা পথ অবরোধের পর নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শুভেন্দুকে আটকাতে ফের বৈঠকে বসতে চায় দল

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর (হি. স.) : মন্ত্রিত্ব ছেড়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। এবার ছাড়তে পারেন দলও। এমন গুঞ্জন উঠতেই তাঁর সঙ্গে বৈঠকে বসতে চায় দল। সূত্রের খবর এমনটাই।

জোর জল্পনা উঠেছে দিল্লি গিয়ে বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন সদ্য প্রাক্তন এই মন্ত্রী। তবে সূত্রের খবর, শুভেন্দুকে আটকাতে এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দলে যে সব সদস্যদের সাথে তাঁর সমস্যা রয়েছে, তাঁদেরকে নিয়ে বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।যদিও এই বিষয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ উভয় পক্ষই।

অন্যদিকে, তৃণমূল সূত্রে খবর, দলের তিন সাংসদ ও ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর ফের শুভেন্দু অধিকারীর সাথে আলোচনায় বসতে পারেন। সেক্ষেত্রে, দলে তাঁর যে যে সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যা কাটাতে উদ্যোগী হবেন তিনি।

মোহন ভগবতের সঙ্গে দেখা করতে চান শুভেন্দু

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর(হি. স.): শীঘ্রই বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন শুভেন্দু অধিকারী এমন জল্পনা তুঙ্গে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত এর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন তৃণমূলের এই হেভিওয়েট নেতা। যদিও এই জল্পনা খারিজ করা হয়েছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে।

সূত্রের খবর, নাগপুরে ফিরছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। শুক্রবার দমদম বিমানবন্দর থেকে তার বিমান ধরার কথা। কিন্তু এরই মাঝে কিছুক্ষণের জন্য শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি বলে শোনা গিয়েছিল। যদিও শুভেন্দু অধিকারী দেখা করতে চাইলেও মোহন ভাগবত এখনো পর্যন্ত সময় দিতে পারেননি তাঁকে, জানা গেছে এমনটাই।

এদিকে শুক্রবার সকালেই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে শুভেন্দু জানিয়েছেন, "মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, আমি মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছি। যত দ্রুত সম্ভব এই পদত্যাগ গ্রহণ করার ব্যবস্থা করুন। এই চিঠি ই-মেইল মারফত রাজ্যপালের কাছেও পাঠিয়েছি। আমি অত্যন্ত ধন্য যে, রাজ্য প্রশাসন ও রাজ্য আমাকে এই মন্ত্রিত্ব পদে নিয়োগ করেছিল এবং আমি নিজে চেষ্টা করেছি যাবতীয় প্রতিশ্রুতি রাখার। রাজ্যের মানুষকে সেবা করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

তৃণমূল যা করেছে, তা ফেরত পাচ্ছে, শুভেন্দু অধিকারী প্রসঙ্গে মন্তব্য সেলিমের

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর (হি স):বৃহস্পতিবার এইচআরবিসি চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরই শুক্রবার মন্ত্রিসভা তথা সরকারের যাবতীয় পদ থেকে ইস্তফা দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। একুশের নির্বাচনের আগে শুভেন্দু অধিকারীর ইস্তফায় শুরু হয়েছে চাপানউতোর। শুভেন্দু অধিকারী ইস্তফার পরেই "তৃণমূল যা করেছে, তা ফেরত পাচ্ছে" বলে তৃণমূলকে খোঁচা পলিটব্যুরো সদস্য তথা প্রাক্তন সাংসদ মহম্মদ সেলিম সেলিমের। শুভেন্দু অধিকারী ইস্তফা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মহম্মদ সেলিম আরও বলেন, " ২০১৯-২০২০ এক নয়। করোনা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময় এক নয়। ঠিক তেমনই পদত্যাগের পূর্বের আর পদত্যাগের পরে তৃণমূলের অবস্থা এক থাকবে না।তৃণমূল যা করেছে, তা ফেরত পাচ্ছে। রাজনীতি নিয়ে খেলা হচ্ছে। আমরা নারদায় ছিলাম না। আমরা সারদাতেও ছিলাম না এই নিয়ে আমরা কিছু বলতে পারব না। এই রাজনীতির পাঠ আমার সিলেবাসে নেই। যারা তৃণমূলে আছে বিজেপিতে আছে তারা বলতে পারবে। কারণ তারা এই সিলেবাসেই রাজনৈতিক নেতা হয়েছে"।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ ফুলবাড়িতে

রাজগঞ্জ, ২৭ নভেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ঘোষপুকুর ফুলবাড়ি জাতীয় সড়ক সংস্কার দাবিতে পথ অবরোধ করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শুক্রবার স্থানীয় গঠমাবাড়ির বাসিন্দারা তৃণমূলের পতাকা নিয়ে ফুলবাড়িতে পথ আটকে বিক্ষোভ দেখান।

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই রাস্তার অবস্থা বেহাল থাকলেও কোনওরকম সংস্কার হচ্ছে না। ফলে রাস্তায় ধুলোবালিতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা বেহাল হয়ে থাকায় এলাকা ধুলোয় ভরে গিয়েছে। ধুলোর ফলে সর্দি কাশি লেগেই রয়েছে। বারবার বিভিন্ন মহলে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তাই পথ অবরোধে করতে বাধ্য হয়েছেন স্থানীয়রা। এদিন প্রায় দেড় ঘণ্টা পথ অবরোধের পর নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

৩,১৭,২৩৯

আটের পাতার পর

পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ৩,০৮,৮৩৯ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৪ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ১,৭১৮-এ পৌঁছেছে।

ট্রাম্প

আটের পাতার পর

করে, তাহলে হোয়াইট হাউস ছেড়ে চলে যাব। ট্রাম্পকে প্রশ্ন করা হয়, যদি ইলেক্টোরাল কলেজ বাইডেনকে জয়ী ঘোষণা করে, তাহলে কী আপনি হোয়াইট হাউস ছেড়ে দেবেন? উত্তরে ট্রাম্প জানিয়েছেন, "অবশ্যই এমনটা করব, আপনারা তা জানেন।" কিন্তু, তাঁরা যদি এমনটা করেন, তাহলে অনেক বড় ভুল করবেন।

প্রসঙ্গত, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৩০৬টি ভোটে জয়ী হয়েছেন ডেমোক্র্যাক্ট জো বাইডেন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঝুলিতে ২৩২টি ভোট। নির্বাচনকে "জালিয়াতি" আখ্যা দিয়ে ট্রাম্প বলেছেন, "আমেরিকার ভোটিং পরিকাঠামো তৃতীয় বিশ্বের দেশের মতো।"

সুপ্রিম কোর্ট

আটের পাতার পর

অর্ণবকে স্বস্তি দিয়েছে। একই সঙ্গে ঠিক কী কারণে গত ১১ নভেম্বর আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলায় অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়া হয়েছিল অর্ণবকে, সেই ব্যাখ্যা দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে এফআইআর খতিয়ে দেখে সুইসাইডে প্ররোচনার অভিযোগ দাঁড়াচ্ছে না। শীর্ষ আদালত মনে করে যে হাইকোর্টের এফআইরের স্বরূপ ও অভিযোগ ঠিক করে দেখা উচিত ছিল। জামিন না দিয়ে হাইকোর্ট ভুল করেছে বলে জানায় শীর্ষ আদালত। আদালতকে দেখতে হবে যে ফৌজদারি আইন যেন জনগণকে হেনস্থা করার উপায় না হয়ে যায়, বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, অন্তর্বর্তী জামিন চলবে যতদিন না বম্বে হাইকোর্ট এফআইআর খারিজ করার ওপর শুনানি না করে ও তারপরেও আরও চার সপ্তাহ থাকবে যাতে প্রয়োজনে অর্ণব আদালতে আসতে পারেন। উল্লেখ্য, বম্বে হাইকোর্টে জামিন না পাওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অর্ণব গোস্বামী। প্রসঙ্গত, ইনটিরিয়র ডিজাইনার অন্বয় নায়েকের দুই বছরের আগের মৃত্যুর ঘটনায় অর্ণবকে গ্রেফতার করেছিল মুম্বই পুলিশ।

সুষ্ঠু বিচার চেয়ে জেলা কার্যালয়ের সামনে ধর্না দুই মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। স্বরস্বতী শুক্লা দাস দে ও শুক্লা দে মাঝি শুক্রবার দুপুরে তাদের ছোট ছোট সন্তান নিয়ে সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে দক্ষিণ জেলার জেলা কার্যালয়ের সামনে ধর্না দিল শ্বশুর বাড়িতে নির্যাতিতা দুই মহিলা। তাদের অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে আরক্ষা প্রশাসন ও মহিলা কমিশনের দরজা বার বার কড়া নেড়েও বিচার পাননি বিচার পাওয়ার আশায় বাধ্য হয়ে এই ধর্না। যদি এখান থেকেও বিচার না পাই আগামী দিন আরো বড়ো ধরনের পদক্ষেপ নেবো।

মা বাবা অনেক কষ্ট করে আমাদের বিয়ে দিয়েছে। স্বামীর ঘরে সুখে সংসার করার জন্য দাবি মোতাবেক পনও দিয়েছে। তারপরেও শ্বশুরবাড়িতে আমরা নির্যাতিতা। ছোট ছোট সন্তান নিয়ে আমরা দিশেহারা। কি করবো বিচারের আশায় এ দরজা ও দরজা ঘুরছি যাতে আমাদের সমস্যা সমাধান হয় কিন্তু আজো হচ্ছে না। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছি তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না প্রশাসন। আমরা ছোট ছোট সন্তান নিয়ে আইনের দরজায় কড়া নেড়ে চলছি। কবে পাবো বিচার , কবে আমরা স্বামীর সাথে সুখের সংসার করবো এই প্রশ্ন তুলে ধর্না স্থলে কান্নায় ভেঙে পড়ে শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতিতা দুই মহিলা।

শুক্লা দে মাঝি

বিকলাঙ্গ গৃহবধূ। সাথে রয়েছে একটি কন্যা সন্তান। শ্বশুরবাড়ি শান্তি বাজারের বাইখোরা থানাধীন মহুরীপুরের শংকরপুর ভক্তি মায়ের আশ্রম সংলগ্ন এলাকায়। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়ি তে আশ্রয় নেয় ছোট কন্যা সন্তানকে নিয়ে। স্বামী অমিও মাঝি, শশুর রাখাল মাঝি, শাশুড়ি প্রণতি মাঝি ও ভাসুর সমীর মাঝির বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ তোলে বিকলাঙ্গ গৃহবধূ শুক্লা দে (মাঝি) এদের বিরুদ্ধে বাইখোড়া থানাতেও নির্যাতনের অভিযোগ এনে মামলা করে নির্যাতিতা বিকলাঙ্গ গৃহবধূ শুক্লা দে। এরপর মহিলা কমিশনের দ্বারস্থ হয়েও কোন কাজ হয় নি। নির্যাতিতা দুই বছর আগে মামলা করার পরও পুলিশ কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেনি। মহিলা কমিশনকে জানিয়েও এই বিকলাঙ্গ গৃহবধূ কোন সুরাহা না পাওয়াতে অবশেষে দক্ষিণ জেলা কার্যালয়ের সামনে ধর্না দেয় বিকলাঙ্গ গৃহবধূ শুক্লা দে মাঝি।

অপর জন সরস্বতী শুক্লা দাস দে। বাপের বাড়ি বিলোনিয়া রাজনগর ব্লকের রাঙ্গামুড়া পঞ্চায়েতের বাহাদুর টিলা এলাকায়। ২০১২ সালে বিলোনিয়া রাজনগর ব্লকের রাধানগরের জহর টিলার বাসিন্দা খোকন দে এর সাথে বিবাহ হয় সামাজিক রীতিনীতি মেনে। কিন্তু বিয়ের কয়েক মাস যেতে না যেতেই স্বামী খোকন দে মারধর শুরু করে এরপর চাপ দিতে থাকে টাকা বাপের বাড়ি থেকে এনে দেওয়ার জন্য। এর পর দাবি মোতাবেক কয়েক বার টাকা এনে দিবার পরেও চলে নির্যাতন। কয়েক বার সালিশী সভাও হয়। এরপরেও সুধরায়নি সরস্বতী শুক্লা দাস দে এর স্বামী খোকন দে। ২০১৫ সালে মারধর করে স্বামী খোকন দে স্ত্রী সরস্বতী শুক্লা দাস দেকে ঘর থেকে বের করে দেয়। সেই থেকে আজও স্বামীর ঘর ছাড়া। অনেক বার প্রশাসনের দরজায় কড়া নেড়ে ও লাভ হয় নি। অবশেষে স্বামী খোকন দে , আরেকটি বিয়ে করে। স্ত্রী জীবিত থাকাকালীন কি করে খোকন দে বিয়ে করেছে। বর্তমানে সরস্বতী শুক্লা দাস দে এর দুইটি পুত্র সন্তান নিয়ে অসহায় অবস্থা।

উদয়পুরে অবরোধ

নানা অপকর্ম সংগঠিত করে চলেছে। এ ধরনের কার্যকলাপ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এসব কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন ।সংগঠনগুলি এই পথ অবরোধ আন্দোলনে শামিল হয় ।অবিলম্বে এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

উপমুখ্যমন্ত্রী

উপ-মুখ্যমন্ত্রী ।বৈঠকে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা গন্ডাছড়া হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নে এবং শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় ধলাই জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবি ঘোষ, বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, ধলাই এবং উনকোটির জেলাশাসক এবং বিভিন্ন দফতরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মচারীদের কর্মবিরতি

বাস্তবে কিছুই হচ্ছে না। সে কারণে বাধ্য হয়ে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে অগ্রসর হচ্ছেন ।আন্দোলনকারী অনিয়মিত কর্মচারীরা আশা ব্যক্ত করে বলেছেন ১৫ দিনের বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে রাজ্য সরকার এবং স্বাস্থ্য দপ্তর তাদেরকে নিয়মিতকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে তারা আশাবাদী।

ইউনিয়নের বিক্ষোভ

কার্যকলাপ এর যোগ্য জবাব দিতে রাজ্যের শান্তিকামী জনগণ প্রস্তুত বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিরোধীদলের অফিসে হামলা ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এ ধরনের কার্যকলাপ এর মধ্য দিয়ে বিরোধীদের আন্দোলন দমিয়ে রাখা যাবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন ।মানুষের বাক সধীনতা এবং রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে শান্তিকামী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

আত্মঘাতী এক

সঙ্গে পরিবারের লোকজন ঘটনাটি প্রতিবেশীদের জানান। খবর পাঠানো হয় কল্যাণপুর থানার পুলিশকে ।খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কল্যাণপুর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ।কেন ওই যুবক ফাঁসিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি। ফাঁসিতে যুবকের আত্মহত্যার ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

করল টিআরবিটি

শ্রেণীর জন্য এবং ৬৪জন স্নাতকোত্তর শিক্ষক একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য নিয়োগে পরীক্ষা নেওয়া হবে। ১ থেকে ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে ওই পরীক্ষা সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা শেষে স্নাতক ও স্নাকোত্তর পদে চাকুরী প্রত্যাশীরা অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেবেন। এরপরই অফার লেটার দেওয়ার চূড়ান্ত তারিখ স্থির করা হবে, জানান শিক্ষামন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী

সরলীকরণ করেছে বর্তমান সরকার। সিঙ্গেল উইণ্ডো অ্যাপ্রভাল সিস্টেম বাই অল গভর্নমেন্ট এজেন্সি (স্বাগত) ত্রিপুরায় চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি কার্যালয় থেকে যে কোনও বিষয়ে পরিষেবা পাওয়ার আবেদন করার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই নিশ্চিতভাবে সংশ্লিষ্ট পরিষেবা প্রদান করার জন্য দি ত্রিপুরা গ্যারান্টেড সার্ভিসেস টু সিটিজেন রুলস-২০২০ সম্পতি মন্ত্রিসভায় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এদিন ছাত্রছাত্রীদের সর্বশ্রেষ্ঠ ও পারদর্শী হওয়ার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমাদের দেশকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার যে কাজ হাতে নিয়েছেন ছাত্রছাত্রীরাও ভবিষ্যতে তাতে অংশগ্রহণ করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত করা রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে শিক্ষা দপ্তরে অনেকগুলি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার ১ বছরের মধ্যেই রাজ্যে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য এনসিইআরটি-র সিলেবাস চালু করা হয়েছে। তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের জন্য নতুন দিশা কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এতে ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যের প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের সবগুলি সরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একই প্রকার প্রশপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাক প্রাথমিক স্তরে ৮৮টি বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ১৩৫টি বিদ্যালয়ে ভোকেশন্যাল কোর্স চালু করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, এছাড়াও বছর বাঁচাও কর্মসূচি, সুপার ৩০, স্পোকেন ইংলিশ, টেলেন্ট সার্চ ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে যার উপর ভিত্তি করে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা এগিয়ে যেতে পারছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য উচ্চশিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. অরুণোদয় সাহা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা উত্তম কুমার চাকমা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ভবতোষ সাহা। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা, শিক্ষা দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা প্রমুখ।

এদিনের অনুষ্ঠানে এবছর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ৯২ জন ছাত্রছাত্রীকে চিফ মিনিস্টার অ্যানুয়েল স্টেট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ও অন্যান্য অতিথিগণ ছাত্রছাত্রীদের হাতে আই প্যাড ও শংসাপত্র তুলে দেন।

মৌমাছির আক্রমণে নিহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। মৌমাছির কামড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ সকালে সিপাহীজলা জেলায় মধুপুর থানাধীন লেম্বুতলি এলাকার বাসিন্দা দীলিপ মজুমদার বাড়ি থেকে তহশিল অফিসে যাওয়ার পথে মৌমাছির আক্রমণের শিকার হন। তাতে তিনি গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় জনগণ বিষয়টি তার বাড়িতে জানান। তার ছেলে ও ছোট ভাই মিলে তাকে মধুপুর হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু, চিকিৎসকরা তাকে মৃত্য বলে ঘোষণা দেন। এলাকায় সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন দীলিপ মজুমদার। তার মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

শুভেন্দুর পদত্যাগ শুধু সময়ের অপেক্ষা ছিল, মন্তব্য দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর (হি স): সামনেই একুশের নির্বাচন। এরই মাঝে তৃণমূলে ভাঙ্গন। গতকালই এইচআরবিসি চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এরপরেই শুক্রবার জল্পনা সত্যি করে মন্ত্রিসভা তথা সরকারের যাবতীয় পদ থেকে ইস্তফা দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারী ইস্তফা দিতে পারেন এই নিয়ে শুরু হয়েছে চাপানউতর। "শুভেন্দুর পদত্যাগ শুধু সময়ের অপেক্ষা ছিল " শুভেন্দু অধিকারী ইস্তফা দেওয়ার পরেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্তব্য রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের।

বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরেই রাজ্য রাজনীতিতে সবথেকে আলোচিত ব্যক্তিত্ব শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর একাধিক বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছিল যে তাঁর সঙ্গে তৃণমূলের মতভেদ তৈরি হয়েছে। এরপরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, তবে কি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন যদিও সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু না জানা গেলেও বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভা তথা সরকারের যাবতীয় পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী এটা স্পষ্ট করে দিলেন তৃণমূলের দিক থেকে তার মন উঠে গিয়েছে। শুভেন্দু অধিকারীর ইস্তফা প্রসঙ্গের দিলীপ ঘোষকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "শুভেন্দুর পদত্যাগ সময়ের অপেক্ষা ছিল। কোনও সুস্থ মানুষ তৃণমূল করতে পারে না। মমতা সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতারা"।

শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগ দেবেন কিনা কিংবা তিনি যোগ দিলে বিজেপি তাকে গ্রহণ করবে কিনা এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন," শুভেন্দু চলে আসলে অবশ্যই আহ্বান জানাব। আমি নিশ্চয়ই কথা বলতে পারি। তবে এখনও আমার সাথে ওনার কোনও কথা হয়নি।

শুভেন্দু অধিকারীর পদত্যাগের খবর ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে, আধ ঘন্টায় ৫০০ প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর (হি. স.) : শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত রাজ্যের তিনটি দফতরের মন্ত্রী ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর পদত্যাগের খবর রীতিমত ভাইরাল হয়ে ওঠে সামাজিক মাধ্যমে। ফেসবুকে একটি সুপরিচিত বাংলা চ্যানেলের এই সংবাদে প্রথম আধ ঘন্টায় প্রায় ৫০০ প্রতিক্রিয়া আসে। লাইক ও শেয়ারের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে প্রায় ১৭০০ ও ১৩৫।

সঞ্জয় শিকদার লিখেছেন, "গুরুত্ব সহকারে শুভেন্দুবাবুর মান ভঞ্জনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত ছিল...!!! তৃণমূলের নীতিনির্ধারকদের অরাজনৈতিক দূরদর্শিতার মাশুল.....!!!" সায়ন মোদক লিখেছেন, "পিসিমণি ওনার ভাইপোকে নিয়ে এখন বড্ড চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন। এখন আর কিছু করা যাবে না, গোলা কামান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই... এই পরিবারবাদ তৃণমূল দলটা কে শেষ করে ছাড়বে।" কৌশিক দাস লিখেছেন, "আঙ্গুর ফল টক, বুঝলেন। ২০২১এ জবাব পেয়ে যাবে শুভেন্দু না থাকলে কি হবে।" মিঠু হালদার তাঁকে লিখেছেন, "এক দম ঠিক বলেছেন। "

গায়ত্রী পান্ডা লিখেছেন, "এ ব্যথা কি যে ব্যথা"। সায়ন মোদক লিখেছেন, "শুভেন্দু বাবুর জন্য সৌগত রায়ের বৈঠকের পর বৈঠকে রাতের ঘুম উড়ে গেল। "

জয় সাহা লিখেছেন, "চোরদের সংগঠন দিয়ে সাজানো তৃনমূল কোম্পানির মালকিন অভিনেত্রী মমতা ক'দিন আগেই বলেছিল তৃনমূল ত্যাগী দল। ...চুরি ঘুষ কাটমানিতে অনুপ্রানিত সদস্য সভ্য সমর্থক সহ সারদা ও নারদা রোজভ্যালি কেলেঙ্কারিতে যুক্ত সদস্যরা সবাই তাই এক এক করে অভিনেত্রী মমতাকে ত্যাগ করে দল ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ...।" স্নেহাশিস মাইতি লিখেছেন, "শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের অন্যতম শক্ত পিলার..। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় যত মার্জিন এ জেতেন মাননীয়া সিএম সেই মার্জিন পাননা। অন্যতম সংগঠক এনারা নিজের জায়গায় ।অথচ যোগ্য সম্মান পাননা। অসংখ্য ফ্যান এনাদের। কখনও অসভ্য ভাষায় গালাগালি করেন না। অধিকারীবাবুর পদত্যাগ অবশ্যই অশনি সংকেত।"

মোনা প্রতাপ ঠাকুর লিখেছেন, "এক শুভেন্দু দিয়ে টিএমসি চলে না। বাংলার অলিতেগলিতে এমন হাজার হাজার শুভেন্দু টিএমসিতে আছে। শুভেন্দু যদি মনে করে সে বিজেপিকে জিতাবে তবে সেইটা তার ভুল ধারনা। এই বাংলায় মমতা সরকারকে কেউ সরাতে পারবেনা। জগৎ শেঠের মনে রাখা উচিত এইটা নবাবের বাংলা নয় এইটা মমতার বাংলা। জয় বাংলা।" বিরোধিতা করে সৈয়দ হামিদুর রহমান লিখেছেন, "আর এই সব কমেন্ট করে লোক হাসিও না।" সুব্রত চক্রবর্তী মোনা প্রতাপ-কে লিখেছেন, "এটা কিন্তু আপনার হতাশার প্রকাশ। উনার মত নেতা যখন দল ছাড়ছেন নিশ্চয়ই সেটা চিন্তার কথা। একটা ব্যাপারে আপনি ওভার কনফিডেন্ট। আপনার ক্যালকুলেশন ঠিক হলে অবাকই হব। চৈত্রী লাহা লিখেছেন, "ওরে তৃণমূলের একটা স্তম্ভ নড়ে গেল। টের পাচ্ছিসনা এখনো। " রিয়া দাস লিখেছেন, "ফেসবুকে বাতেলা না মেরে দিদির মাথায় গিয়ে জল ঢাল। তোমার দিদি এই একমাস ধরে অনেক তাবড় তাবড় তৃণমূল নেতাকে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করে বরফ গলানোর চেষ্টা করেছেন। স্বয়ং পিকে-কে পাঠিয়ে, মানে শুভেন্দু অধিকারীর বাড়িতে পাঠিয়ে শুভেন্দুকে ফেরানোর চেষ্টা করেছেন।

অঙ্গন

ORDER No.

No. 2408-2412 Dated, Belonia the, 26th Nov, 2020

In exercise of the power conferred by rule 3 and 3A of the Tripura Municipal (Delimitation of Constituencies) Rules, 94 read with Section 12 Tripura Municipal Act, !994 the undersigned hereby publish the draft of this order dividing and determining the Santirbazar Municipla Council into wards in accordance with the provision of the aforesaid Act and the said rules indicating in the Schedule below the name of the Municipality in column (1) number of members to be elected to the Municipality in column (2) number of the Constituency in column (3) the extent of constituency in column (4) constituency or constituencies reserved for SCs and STs in column (5) and constituency or constituencies reserved for women in column (6) for the information of persons likely to be affected thereby. It is notified for information of all person in accordance with rule 4of the aforesaid rules that any person or institution or any other interested party may submit their objections or suggestions against the draft order by addressing to the undersigned at my Office or through Sub Divisional Magistrate in which the Municipality is situated within 7(seven) days from the publication of this notification. The draft will be taken up for consideration after expiry of 7(seven) days from this day and any objection or suggestion with respect thereto which may be received by the undersigned before that date shall be duly considered.

FORM-'A'

THE SCHEDULE

Name of Municipality	Number of Member to be elected to Municipality	No. of constituency	Extent of the constituency					Constituency Reserve for SC & ST		Constituency reserve for Women		
1	2	3	4					5		6		
			Name of Sub-Division	Name of T.K.	Name of Revenue Mouja	Name of Para	Description of boundary	SC 5(a)	ST 5(b)	SC 6(a)	ST 6(b)	General 6(c)
Santirbazar Municipal Council	15 (Fifteen)	01	Santirbazar	Santirbazar	Santirbazar	1) Mog Para (Tabasil Tilla) (Part) (2) Kali Tilla (D.F.O Office Para) - Part 3) Pandit Para (South Part) 4) Shal Bagan (Lelin Colony) South Part	North :- Akhia Mog House → South Side of Kanafung Charra → Dilip Datta House West:- Dilip Datta House → Manik Das House → Narayan Nama house → Pilak Pantha Nibas → Sanjib Sarkar House South :- Sanjib Sarkar House → North Side of BB Road → D.F.O Office → Sr.Manager,TSECL Office → District Hospital → Trijunction → North Side of NH44 → Forest Range Office Chowmuhani East:- Forest Range Office Chowmuhani → Shimul Deb House → South Side of Lelin Colony Road → Manik Debnath House → West Side of NH44 → Akhia Mog House	-	-	-	Yes	-
		02	Santirbazar	Santirbazar	Santirbazar / Bokafa/ West Kathalia	1) B.S.F Camp Para 2) Debaka Chowdhury Para (Part) 3) Shal Bagan (Lelin Colony) North Part 4) Pandit Para- (North Part) 5) K.C Para- (North Part) 6) Mathya Bokafa- (Part)	North:- Barun Reang House → Noni Gopal Mallik House West:- Hari Gopal Mallik House → East Side Of NH44 → Kali Mandap → Abdul Ali House → D.C. Para Chowmuhani → Ramananda Das House South:- Ramananda Das House → North Side of Lelin Colony Road → Chaiti Sila House → Bacha Sarkar House → Subrata Das House → Sudam Debnath house → Khitish Baidya House → Sachindra Debnath House → Anil Das House East:- Anil Das House → Abinash Majumder House → Barun Reang House	-	-	Yes	-	-
Santirbazar Municipal Council	15 (Fifteen)	03	Santirbazar	Santirbazar	Santirbazar/ Bokafa	1) K.C Para- (East Part) 2) Sital Majumder Para (Sur Para East & West Part) 3) Mathya Bokafa- Part 4) Sur Para (East) 5) Surpara (West) 6) Ranjanfa Tilla-Part	North :- Haradhan Dolla house → Sub Jail → Parimal Das house → Anil Chowdhury House → Ratan Debnath House West:- Ratan Debnath House → Biplab Debnath house → Krishna Karmakar House → Hiran Hazari House → Pashula Das House → Basudi Das house → Bidhan Saha House → Gopal Sarkar House South:- Gopal Sarkar house → Binod Debnath House → Tapan Pal House East:- Tapan Pal House → Sur Para DTW Scheme → Manik Sur House → Haradhan Das House → Haradhan Dolla house	Yes	-	-	-	-
		04	Santirbazar	Santirbazar	Santirbazar	1) K.C Para - (West Part) 2) Sugar Mill Para 3) Fire Service Para (Sukanta Palli Part) 4) Uttar Para (Sukanta Palli - Part)	North :- K.C Para SB School → Manik Chakraborty House → PGP office West:- PGP office → ARDD Sub Centre → Forest Range Office → East Side of NH44 → PWD Inspection Banglow → Ramkrishna Ashram → Sukumar Malla House South:- Sukumar Malla House → Asha Ranik House → Sarkar pallari House → Nitai Sarkar House → Sital Sarkar House → Manindra Majumder house. East:- Manindra Majumder house → Basudeb Das House → Gopal Das house → Omar Ali House → Samir Dhar House → Ratan Dhar House → K.C Para SB School	-	-	-	-	Yes
Santirbazar Municipal Council	15 (Fifteen)	05	Santirbazar	Santirbazar	Santirbazar	1) Ambedkar Road (Para) 2) Hospital Road (PHC Tila & Radha Govinda Ashram Para -North)	North :- TFDPC Office → South Side of NH44 → PWD office → South Side of BB Road → Dipak Shil house West:- Dipak Shil house → East Side of Old Hospital Block Road → Khitish Majumder House → Hospital Quarter Complex → Kali Mandir → Ganjer tila JB School South:- Ganjer tila JB School → North Side of Kalachara → Sugar Mill bridge East:- Sugar Mill bridge → West Side of NH44 → Santirbazar MC office → TFDPC office	-	-	-	-	-
		06	Santirbazar	Santirbazar	Santirbazar	1) Nagarbari Para Rabindra Palli (Part) 2) Lalmohan Chowdhury Para- Part (Kalir Bazar- Part) 3) Ganjer Tilla (Rabindra Palli) Part	North:- Bokafa Block Office → South Side of BB Road → DGM office → PWD Godown West:- PWD Godown → Manik Nama House → Chitta Chakraborty house → Chandi Das house South:- Chandi das House → Swapan Baishab House → Mousumi das House → Dulal Debnath house → North Side of kalachara → Kajal Das house East:- Kajal Das house → Makhan lal das House → Dipak Bhowmik house → West Side of OLD HOSPITAL Block Road → Bokafa Block	-	-	-	-	Yes
Santirbazar Municipal Council	15 (Fifteen)	07	Santirbazar	Santirbazar	Santirbazar	1) Lal Mohan Chowdhury Para- (Bidyasagar Colony- Part & Vivekananda Palli- Part) 2) Ganjer Tila- Part (Vivekananda Palli- Part)	North :- RD Godown → South Side of BB Road → Sadhan Debnath house. West:- Sadhan Debnath House → East Side of BB Road → Manasha Bari → Prasati Chakraborty house → Biplab Dhar House South:- Biplab Dhar House → North Side of Kanchannagar Road → Kalachara Culvert East :- Kalachara Culvert → West side of Kalachara → Mongcha Mog house → Kamud Debnath house → Loknath Mandir → RD Godown	-	-	-	-	-
		08	Santirbazar	Santirbazar	Santirbazar	1) Doctor Para 2) Sarat Choudhury Para (Choudhury Para) 3) Nirvachal Mog Para (Mog Para) 4) Santirbazar Paschim Para- Part(South) (School Para—Part)	North:- Swapan Chakraborty house → Narayan Das house → Babul Bhowmik house → Badal Halder house → Bhupal Dutta → Iswar Choudhury house West:- Iswar Choudhury house → East side of kalachara → Niranjan Debnath house South:- Niranjan Debnath house → Sudhir Majumder house → Nirmal Majumder house → Baliala → Forest Beat office East:- Forest Bit office → West Side of NH08 → Samir Desen house → Swapan Chakraborty house	-	-	-	-	Yes
		09	Santirbazar	Santirbazar	Santirbazar	1) Santirbazar Paschim Para- Part(North Side) (School Para—Part) 2. Master Para 3. Radhagovinda ashram Para	North:- Sugar mill Bridge → South Side of Kalachara → Bhupal Dutta house. West:- Bhupal Dutta house → Sanjib Patari house South:- Sanjib Patari house → Krishna Kumar Debnath house → Narayan Sur house. East:- Narayan Sur house. → West Side of NH08 → BJP Party office → Sugar Mill Bridge	-	-	-	-	-
Santirbazar Municipal Council	15 (Fifteen)	10	Santirbazar	Santirbazar	Santirbazar	1) Purba Para- (Part) 2) Bagabhogh Para- Part (Santirbazar - East & Purba Para) 3) Ramthakur Para 4) Fire Service Para- Part (Santirbazar- East) 5) Uttar Para- (Part) (Santirbazar-East) 6) Ranjanfa Tilla - Part	North :- Krishna Acharjee house → Ratan Debnath house → Uttam Das House → Manik Majumder house → Ramu Bhowmik house → Gobinda Das House → Bishnu Das House → Pankaj Mallik House. West:- Pankaj Mallik House → East Side of NH44 → Ramthakur Ashram → RCC bridge over Lowgang River South:- RCC bridge over Lowgang River → North Side of Lowgang River → Madan Banik House → Gopal Acharjee house → East Santirbazar LI Scheme. East:- East Santirbazar LI Scheme → Srihari Majumder house → Manu Malakar house → east side of Bhagat Sing Corner AWC road → Dhirendra Chakraborty house → Krishna Dhan Acharjee house	-	-	Yes	-	-
		11	Santirbazar	Santirbazar	Santirbazar/ Bokafa	1) Ashram Tilla 2) Purba Para-Part (Bhagat Sing Corner-North) 3) Bhagat Sing Para (Bhagat Sing Corner South)	North:- Pabitra talukdar house → South Side of Sarpara Bokafa Road → Badal Sur House West:- Badal Sur House → East Side of Bhagat Sing Corner AWC Road → Umesh Kar house → Bikash Saha House South:- Bikash Saha House → North Side of Lowgang River → Hanging bridge over lowging River. East:- Hanging bridge over lowging River → Upendra reang House → DWS Scheme → Pabitra Talukdar House.	Yes	-	-	-	-
Santirbazar Municipal Council	15 (Fifteen)	12	Santirbazar	Santirbazar	Santirbazar	1) Mohanpuri Para (Baliala & Mohanpuri Para)	North:- Shambhu Pal Choudhury → Dayal Mitra house → Haramath Roy house → East side of Culvert West:- East side of Culvert → East Side of kalachara → Kajari Mog House South:- Kajari Mog house → North Side of Lowgang River → Mohanpuri Budha Mandir → Jagadish Debnath house. East:- Jagadish Debnath house → West Side of Lowgang River → Naju Rabi Das house → West Side of NH44	-	-	-	-	Yes
		13	Santirbazar	Bakhora	Lowgang	1) Jagannath Majumder Para (Satsanga Ashram Para-(Part) 2) Ramchan Mitra Para (Part) 3) Subhash Colony (North) 4) Subhash Colony (South) 5) Sumesh Bandhu Chowdhury Para (Part)	North:- Ramchan Mitra House → Dulal Acharjee house → Both Side of NH08 → Satsanga Ashram → South Side of Lowgang River → Subhash Colony LI Scheme West:- Subhash Colony LI Scheme → Dulal Debnath house → Subhash Colony Sub Center → Kalusan Shil house → Subhash Colony SB School. South:- Subhash Colony SB School → Subash Das house East:- Subash Das house → West Side of NH08 → Gopiraman Dutta → Ramchan Mitra House	-	-	-	-	-
Santirbazar Municipal Council	15 (Fifteen)	14	Santirbazar	Santirbazar	Radha Kishore Ganj	1) Malakar Para 2) Rajbihari Para	North:- Ananda Sarkar House → South Side of Lowgang River → Santirbazar Burning Ghat → Santirbazar Ayurvedic Sub-Centre. West:- Santirbazar Ayurvedic Sub-Centre → SDM Office → Balai Das House. South:- Balai Das House → Gas Gowdown → Hanuman Debnath house East:- Hanuman Debnath house → Atul Sutra Dhar House → Ananda Sarkar House.	-	-	-	-	-
		15	Santirbazar	Santirbazar	Radha Kishore Ganj	1) Birchandra Para 2) Sumesh Bandhu Chowdhury Para (Part) 3) Subash Colony- South Part	North:- Ratan Dey house → Madhi Bhattacharjee house → Rina Debnath house West:- Rina Debnath house → Nagendra Debnath house. South:- Nagendra Debnath house → Gobardhan Debnath house → Jatindra Das house. East:- Jatindra Das house → Ratan Dey House	Yes	-	-	-	-

ICA/D-959/202021

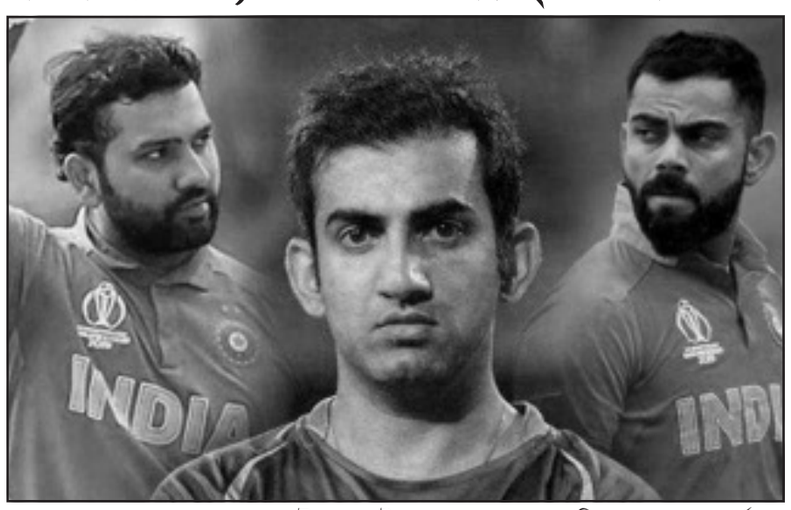

(D. Bardhan, IAS) District Municipal Election Officer (District Magistrate & Collector) South Tripura, Belonia

‘কোহলি খারাপ নয়, তবে রোহিত তার চেয়ে ভালো’

‘কোহলি খারাপ নয়, তবে রোহিত তার চেয়ে ভালো’রঙিন পোশাকে ভারতের নেতৃত্বের বদলের দাবিতে কিছুদিন ধরেই উচ্চকিত গৌতম গম্ভির কণ্ঠ তুললেন আরেকবার। বিরাট কোহলিকে তিনি খারাপ অধিনায়ক মনে করেন না। তবে সাবেক এই ওপেনারের মতে, কোহলির চেয়ে রোহিত ঢের ভালো অধিনায়ক। গত আইপিএল চলার সময় থেকেই এই প্রসঙ্গ নিয়ে নিয়মিত কথা বলছেন গম্ভির। আইপিএলে রোহিতের নেতৃত্বে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর তাকে রঙিন পোশাকে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেওয়াকে প্রায় দাবির পর্যায়ে নিয়ে গেছেন গম্ভির।আইপিএলে ৮ মৌসুমে মুম্বাইকে নেতৃত্বে দিয়ে ৫টি ট্রফি এনে দিয়েছেন রোহিত। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে ৮ মৌসুমে নেতৃত্ব দিয়ে একবারও শিরোপা জেতাতে পারেননি কোহলি।স্টার স্পোর্টসের একটি শো-তে এই উদাহরণ তুলে ধরে গম্ভির বললেন, সবাইকে বিচারের মানদণ্ড একই হওয়া উচিত।“ বিরাট কোহলি খারাপ অধিনায়ক নয়। তবে তার চেয়ে রোহিত শর্মা ভালো অধিনায়ক। দুজনের নেতৃত্বের মানে বিরাট পার্থক্য আছে।”“ আইপিএলের পারফরম্যান্স দেখে যদি দলে ক্রিকেটার বাছাই করা হয়, তাহলে অধিনায়কও কেন আইপিএলের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে হবে না? এটা যদি না হয়, তাহলে ব্যাটসম্যান-বোলারদের নির্বাচনের জন্যও আইপিএলকে মানদণ্ড রাখার দরকার নেই।”আইপিএলের বাইরেও কোহলির অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত নেতৃত্বে ভারতকে ২০১৮ সালে নিদাহাস ট্রফি ও এশিয়া কাপ জয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন রোহিত। কোহলির নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও এমন কোনো ট্রফি নেই ভারতের।

‘ক্লপকে ছাড়া এই অর্জন সম্ভব হতো না’

মাদ্রিদ।। গত মৌসুমে লিভারপুলকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা এনে দিয়েছিলেন ইয়ুর্গেন ক্লপ। এই জার্মান কোচের হাত ধরে এবার তিন দশকের অপেক্ষা ঘুচিয়ে দলটি জিতল লিগ শিরোপা। লিভারপুল অধিনায়ক জর্ডান হেন্ডারসন বলছেন, কোচের ওপর আস্থা রাখার ফল পেয়েছেন তারা।প্রিমিয়ার লিগে বৃহস্পতিবার রাতে চেলসির মাঠে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির হেরে যাওয়ায় সাত ম্যাচ বাকি থাকতেই নিশ্চিত হয়ে যায় লিভারপুলের শিরোপা। সিটি ও লিভারপুলের মাঝে ব্যবধান এখন ২৩ পয়েন্টের।২০১৫ সালে লিভারপুলে ব্রেন্ডন রজার্সের স্থলাভিষিক্ত হন ক্লপ। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে দলটি।

গত মৌসুমে টটেনহ্যাম হটস্পারকে হারিয়ে তারা ঘরে তুলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা। এবার ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে দীর্ঘ খরাও কাটল। শিরোপা জয়ের পর কোচের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন হেন্ডারসন।“প্রথম যেদিন ক্লাবের দরজা দিয়ে ঢুকেছিলেন তিনি, সেদিন থেকে সবকিছু বদলে গেছে। আমরা তাকে অনুসরণ করেছি, তার ওপর বিশ্বাস রেখেছি। অসাধারণ এক পথচলা এটি।”“আশা করি, আরও সাফল্য আসবে, আমাদের স্রেফ ক্ষুধা ধরে রাখতে হবে, তাকে অনুসরণ করে যেতে হবে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, আমরা সবাই তাকে অনুসরণ করি, তাকে বিশ্বাস করি...। তাকে ছাড়া এই অর্জন সম্ভব হতো না।”

তিন বিশ্বকাপ জয়ের ছবি আঁকছেন ফিঞ্চ

ওয়াশিংটন।। সামনেই পিঠেপিঠি দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ২০ ওভারের ক্রিকেটের বিশ্ব আসরে অস্ট্রেলিয়ার আক্ষেপ ঘোচানোর সুযোগ। এরপর ভারতে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। অস্ট্রেলিয়ার শিরোপা পুনরুদ্ধারের চ্যালেঞ্জ। অ্যারন ফিঞ্চ তাকিয়ে আছেন এই তিন বিশ্ব আসরের দিকে। তিনটিতেই শিরোপা জয়ের ছক কাটছেন অস্ট্রেলিয়ার সীমিত ওভারের অধিনায়ক।ওয়ানডে বিশ্বকাপের সফলতম দল অস্ট্রেলিয়া বিস্ময়করভাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এখনও শিরোপা জয়ের স্বাদ পায়নি। করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পিছিয়ে আগামী বছরে চলে যাওয়া এখন একরকম নিশ্চিত। সেক্ষেত্রে ২০২১ ও ২০২২ সালে হবে টানা দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ২০২৩ সালে অপেক্ষায় ওয়ানডে বিশ্বকাপ।মেলবোর্নের একটি রেডিওকে ফিঞ্চ জানালেন, ক্রিকেটবিহীন এই সময়ে তার অনেকটা সময় কাটছে সামনের এই তিন বিশ্ব আসর নিয়ে পরিকল্পনায়।“ আমি ক্রিকেট পাগল মানুষ, তাই সবসময়ই এসব নিয়ে ভাবছি। বিশেষ করে, আমি যেহেতু অধিনায়ক টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আসছে, যখনই সেটা হোক, টানা দুটি আসর আছে এরপর ভারতে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ। এই তিন আসরেই কিভাবে জিততে পারি ও চূড়ান্ত সাফল্য পেতে পারি, সেটির প্রক্রিয়া এগিয়ে নিচ্ছি আমরা।”২০২৩ বিশ্বকাপের আগে এখনও সময় বাকি আছে অনেকটা। তবে রেকর্ড ৫ বারের চ্যাম্পিয়নরা এখন থেকেই ভাবনা শুরু করেছে, জানালেন ফিঞ্চ। “ ৫০ ওভারের ম্যাচে ২০২৩ বিশ্বকাপে দৃষ্টি রেখে এগোচ্ছি আমরা।

শিরোপা জিততে হলে আমাদের কোন পথে এগোনো উচিত, সেটির বিস্তারিত পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

ভারতে হবে টুর্নামেন্ট, দলের কাঠামো তাই হবে গুরুত্বপূর্ণ, দুই স্পিনার খেলাব আমরা, নাকি বাড়তি অলরাউন্ডার, এসব ভাবা হচ্ছে।” আগামী মাসেই ইংল্যান্ডে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলার কথা ছিল অস্ট্রেলিয়ার। করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে পিছিয়ে গেছে তা। তবে সেপ্টেম্বরে এই সফর হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেক্ষেত্রে সেই সিরিজ দিয়েই করোনাভাইরাস বিরতি শেষে মাঠে ফিরবে অস্ট্রেলিয়া দল।

সন্ধান চাই

Airport PS Case No-2020 ARP 080 Dated 22/10/2020, u/s-366(A)IPC

পাশের ছবিটি একজন পলাতক আসামীর ছবি। নাম- শ্রী সন্তোষ দেবনাথ, পিতা- চিত্ত দেবনাথ প্রযত্নে - গৌতম অধিকারী, সাং- বিএসএফ পাড়া, থানা - এয়ারপোর্ট, পশ্চিম ত্রিপুরা। বয়স- ২৩ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, গায়ের রঙ- শ্যামলা, মুখমন্ডল গোলাকার, পরনে - শার্ট এবং পেন্ট, গত ২২/১০/২০২০ ইংরেজী তারিখের উপরে উল্লেখিত মোকাদ্দমায় অপরাধ করার পর পলায়ন করিয়াছে। বহু জায়গায় খোঁজা খুজির করার পর ও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। উপরে উল্লেখিত মোকদ্দামার পালতক আসামী সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও কোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১ ২৩২ ৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১ ২৩২ ৫৭৮৪/১০০
৩) এয়ারপোর্ট থানা - ০৩৮১ ২৩৮ ২২৫৮

ICA/D-962/2020-21

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা।

FORM-A
(SEE RULE 3,3A AND 4) ORDER

F. No. 10 (80)/DEO/DM/ SPJ/MC-NP/ELEC/2020/7Z 5 9 Dated, 26 /11/2020

In exercise of the powers conferred by Rules 3 and 3A of the Tripura Municipal(Delimitation of Constituencies) Rules, 94 and amended from time to time read with Section 12 of the Tripura Municipal Act, 1994 the undersigned hereby publish the draft of this order dividing and determining the Sonamura Nagar Panchayet into wards/constituencies in accordance with the provisions of the aforesaid Act and the said Rules indicating in the Schedule (Form-A) attached hereto the name of the Municipality in column (1) number of members to be elected to the Munipality in column (2) number of the constituency in column (3) the extent of constituency in column (4) constituency or constituencies reserved for SCs and STs in column (5) and constituency or constituencies reserved for women in column (6) for the information of persons likely to be affected thereby.

2. It is notified for information of all persons in accordance with Rule 4 of the aforesaid Rules that any person or institution or any other interested party may submit their objections or suggestions against the draft order by addressing to the undersigned at the office of the District Magistrate & Collector, Sepahijala District, Bishramganj or through the SDM, Sonamura Sub-Division in which the Sonamura Nagar Panchayet is situated within 7(Seven) days from the publication of this notification.

3. The draft will be taken up for consideration after expiry of 7(Seven) days from this day and any objection or suggestion with respect thereto may be received by the undersigned before that date shall be duly considered.

FORM-'A'

THE SCHEDULE

Name of Municipality	Number of Members to be elected to Municipality	Number of Constituency	Extent of the Constituency					Constituency Reserved for SC & ST		Constituency Reserved for Women		
1	2	3	4					5		6		
			Sub-Division	T.K	Rev. Mouza	Name of Para	Description of boundary	SC 5(a)	ST 5(b)	SC 6(a)	ST 6(b)	UR 6(c)
Sonamura Nagar Panchayet	13	01	Sonamura	Khedabari	Khedabari (P) Aralia(P)	Nozrulpalli (P), West side of Thakurmura	North –Aralia -Thakurmura School road. South- Fishery Pond(Aralia Rd). East-Thakurmura School Road. West- Aralia Panchayat area.	Yes		Yes		
		02	Sonamura	Khedabari	Khedabari (P) Aralia(P)	North side of Thakurmura High School. East para of Thakurmura, Thakurmura Chowmuhani, Nozrulpalli (P).	North- Aralia & Khedabari Panchayat area. South- Dhaliajala area. East- Amalaki chhara to Box Culvert. West-Thakurmura High School Road.	Yes				
		03	Sonamura	Khedabari	Khedabari (P)	North-West side of Kabi Nazrul Mahavidyalay, Amalaki Chhara area, East Side of Majumder Engineering(Khedabari Road) upto the house of Alkash Miah Chowdhury, North side of Sonamura-Agartala Main Road(Near Dhalai S.B School Road), South para of Thakurmura.	North- Khedabari Panchayat area., South-SNM-AGT Road (near Dhalai SB School Road), East- Kabi Nazrul Mahavidyalay, West- Thakurmura Chowmuhani (Khedabari Road East side)					Yes
		04	Sonamura	Khedabari	Khedabari (P)	Master para (Northside of Sonamura-Agartala Road), Majumder Engineering area (Side of ADC near Dhalai jala), East part of Dhalai (Laskar para) and Southside of Sonamura-Agartala Road upto Dhalai Char Road(West side).	North- Khedabari Panchayat area. South-Gomati river. East- Paddy Land. West- ADC, Dhalai jala					
Sonamura Nagar Panchayat	13	05	Sonamura	Khedabari	Khedabari (P)	Madhuban tilla (North-west side of College), Sanghati palli, Madhuban Chowmuhani area, Water Treatment Plant area (bothside of SNM-AGT Rd), Madhuban Char (south side of SNM-AGT Rd), Master para(south side of SNM-AGT Rd) upto Dhalai Char Road(East side).	North- Lake of Sultan Miah. South-Gomati river. East- Rangamatia Panchayat area. West- Kabi Nazrul Mahavidyalaya					Yes
		06	Sonamura	Khedabari	Khedabari (P)	Dhalai West para, Dhalai Purba para(P)	North-ADC to Dhaliajala. South- Gomati river. East- Culvert near the house of Gopal Dey. West- Switch gate.					
		07	Sonamura	Khedabari, Sonamura	Sonamura(P), Aralia (P)	Hospital Road(PWD Qtr. Complex, Mandal para, North-west & East side of Sonamura CHC upto Fishery Pond in the North.	North- Fishery Pond (Aralia Road) South- Post office and the road to Rabindra Bhattacharjee's house. East- Dhalai jala area West- Hospital Tank and Marshi land					Yes
		08	Sonamura	Sonamura	NC Nagar(P)	Karaliamura, Tamsabari North (P), Fakir tilla(excluding the East part of the small grave-yard at the South side of SNM-Boxn Rd), .	North- Aralia Gram Panchayat area. South- SNM-Boxn Road East- West side of Arjuner Dhone Road (upto Highway Road) West- N.C Nagar Panchayat area	Yes				
		09	Sonamura	Sonamura	Sonamura(P), Aralia (P), NC Nagar(P)	Aralia Dakshin Para(P), (Bidi Sramik) upto East side of BSFCamp, Arjuner Dhone area, West side of Duckery Tank including Fakir tilla area and West side of Dewan Bari Pond	North- Aralia GP area. South- Sonamura-Boxanagar (near Tamsabari) East- Hospital Road West- Karaliamura (West side of the Arjuner Dhone Road)					
		10	Sonamura	Sonamura	NC Nagar(P)	Tamsabari South(P), Tamsabari North (P), Tamsabari Chowmuhani, South side of SNM-Boxn Road upto the small grave-yard(East part).	North-Sonamura-Boxanagar Road (upto the small grave-yard). South- Indira Market. East- SNM-Boxn Road. West- Paddy field of N.C Nagar Panchayat area.					Yes

ICA/D-946/2020-21

District Magistrate & Collector
Sepahijala District: Bishramganj.
District Magistrate ,
Shepahijala District, Bishramganj, Tripura

ভারতে ৯৩-লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ, মৃত্যু বেড়ে ১,৩৫,৭১৫

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর (হি.স.): দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যু কমলেও দেশে বাড়ল সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৯৩-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৯৩, ০৯,৭৮৮-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৪৯২ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৪৩,০৮২ জন।

শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৩৫, ৭১৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৯,৩৭৯ জন, ফলে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৮৭, ১৮,৫১৭ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৫৫ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ৩,২১১ জন।

২৬ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার সারা দিনে) ভারতে ১১,৩১, ২০৪টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ১১,৩১, ২০৪টি স্যাম্পেলের মধ্যে পজিটিভ এসেছে ৪৩,০৮২টি স্যাম্পেল, বাকিগুলি নেগেটিভ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, এ পর্যন্ত দেশে ১৩,৭০,৬২, ৭৪৯টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

আরব সাগরে ভেঙে পড়ল মিগ ২৯-কে বিমান, নিখোঁজ একজন পাইলট

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর (হি.স.): রুটিন প্রশিক্ষণ চলাকালীন আরব সাগরের উপর ভেঙে পড়ল ভারতীয় নৌসেনার বিমান মিগ ২৯-কে ট্রেনিং এয়ারক্রাফট। বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ওই বিমানে দু'জন পাইলট ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে উদ্ধার করা গিয়েছে। দ্বিতীয় জনের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ভারতীয় নৌসেনার মুখপাত্র জানিয়েছেন, "২৬ নভেম্বর বিকেল ৫টায় একটি মিগ ২৯-কে বিমান সমুদ্রে ভেঙে পড়েছে। এই দুর্ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" ভারতীয় নৌ সেনা এক বিবৃতিতে বলেছে, 'একজন পাইলটকে উদ্ধার করা হয়েছে। দ্বিতীয় পাইলটের খোঁজ চলছে'।

প্রসঙ্গত, এই নিয়ে গত এক বছরে তিন বার মিগ ২৯-কে ট্রেনিং এয়ারক্রাফট দুর্ঘটনার কবলে পড়ল। গত বছর নভেম্বরে গোয়ার ডাবোলিমে রুটিন প্রশিক্ষণ চলাকালীন টেক অফের কিছু পরেই মিগ ২৯-কে ভেঙে পড়েছিল। গত ফেব্রুয়ারি মাসে গোয়ায় ফের একই ঘটনা ঘটে। তবে এই দুই ক্ষেত্রেই পাইলটদের কোনও ক্ষতি হয়নি।

বাইডেনের জয় নিশ্চিত হলেই হোয়াইট হাউস ছেড়ে দেব : ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৭ নভেম্বর (হি.স.): আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই নিজের হার মানতে তিনি নারাজ। জো বাইডেনের জয় মানতেও চাইছেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প। আইনি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, আদালতেও ধাক্কা খেয়েছেন। এবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়ে দিলেন, যদি ইলেক্টোরাল কলেজ বাইডেনকে জয়ী ঘোষণা ছয়ের পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় পুলিশের গুলিতে শ্রীকান্ত দাসের মৃত্যু, প্রতিবাদে কলকাতায় আমরা 'বাঙ্গালী'র বিক্ষোভ, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের কুশপুতুল দাহ

শিলচর (অসম), ২৭ নভেম্বর (হি.স.) ।। উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর মহকুমার পানিসাগরে পুলিশের গুলিতে জনৈক শ্রীকান্ত দাসের হত্যার প্রতিবাদে শুক্রবার কলকাতায় 'আমরা বাঙ্গালী'র বিক্ষোভ প্রদর্শনে কেঁপে উঠেছে এসপি মুখার্জি রোড। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে বাঙালি হত্যাকারী আখ্যায়িত করে পোড়ানো হয়েছে বিপ্লবকুমার দেবের কুশপুত্তলিকা।

ত্রিপুরায় ২১ নভেম্বর পুলিশের গুলিতে বাঙালি হত্যার প্রতিবাদে আজ ২৭ নভেম্বর দক্ষিণ কলকাতার এসপি মুখার্জি রোডে বসুশ্রী সিনেমা হল-এর বিপরীতে 'আমরা বাঙ্গালী'র পক্ষ থেকে প্রতিবাদী বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। উত্তর ত্রিপুরার দশদা গ্রামের শ্রীকান্ত দাসকে পুলিশের গুলিতে হত্যার প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন আমরা বাঙ্গালী-র কর্মকর্তার। বিক্ষোভকারীরা 'বাঙালি হত্যাকারী বিপ্লব দেব মুর্দাবাদ','নিরপরাধ শ্রীকান্ত দাস হত্যার জবাব চাই জবাব দাও',বাঙালি খুনি বিপ্লব দেবকে জ্বালিয়ে দাও-পুড়িয়ে দাও' প্রভৃতি স্লোগানে সরগরম করে তুলেন কলকাতার এসপি মুখার্জি রোড। পরে ক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীরা বিপ্লব দেবের কুশপুতুল দাহ করেন। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা বক্তব্যও সেখানে ভাষণও দিয়েছেন। ভাষণ দিয়েছেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জয়ন্ত দাস, বাঙালি ছাত্র যুব সমাজের কেন্দ্রীয় সচিব তপোময় বিশ্বাস প্রমুখ। এদিনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন গোপাল রায়চৌধুরী, অরূপ মজুমদার, এসপি সিং, সুশীল জানা, শৈলেন মোদক,শঙ্কর সরকার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। আমরা বাঙ্গালী-র অসম প্রদেশ সচিব সাধন পুরকায়স্থ এ খবর জানিয়েছেন।

আগরতলায় শোষণমুক্তি মঞ্চের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরের মেলার মাঠে পালিত হল দলিত শোষণমুক্তির মঞ্চের সপ্তম প্রতিষ্ঠা দিবস।এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির সভাপতি রতন ভৌমিক,বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বিজন ধর, প্রাক্তন বিধায়ক সুজন দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।দলিত শোষণ মুক্তির মঞ্চের সপ্তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মেলার মাঠে পতাকা উত্তোলন করা হয়।এছাড়া শহীদ নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুধন দাস বলেন, গোটা দেশেই দলের ওপর নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। দলিতদের উপর শোষণ বন্ধ করার দাবীতে মুক্তি মঞ্চের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলে তিনি জানান। দলিতদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া দলিত অংশের মানুষ কোন দিনে নিজেদের অধিকার ভোগ করতে পারবেন না।সংবিধানে স্বীকৃত অধিকার গুলি ভোগ করতে নিজেদেরকে লড়াই-সংগ্রামে শামিল হতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।সুধন বাবু আরো বলেন লড়াই সংগ্রাম ছাড়া কোনদিন এই শ্রমিক মেহনতি মানুষের মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার ভোগ করতে পারেননি। বর্তমান বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের আমলেও দলিল রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।রাজ্যের আইন শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি জনিত বিষয়ের উল্লেখ করে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিরোধী দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের ওপর হামলা এবং পার্টি অফিস পুড়িয়ে দেওয়া ও ভাঙচুরের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। তিনি বলেন এই রাজ্যে রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে। মানুষের বাক স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে।এধরনের চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে সকল স্তরের জনগণের প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

বড়জলায় মাফিয়া গোষ্ঠির আস্ফালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকায় মাফিয়া রাজ ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অস্ত্রের ঝলকানি পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলছে। বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বড়জলা এলাকায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার খবর পেয়ে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ ছুটে গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পিস্তলসহ ১ ব্যক্তিকে আটক করেছে। আটক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ জানিয়েছে বড়জলা এলাকায় দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।নিউ ক্যাপিটল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই রামনগর আউট পোস্টের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে।পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই বিবদমান দুই গোষ্ঠীর লোকজন সেখান থেকে দেখা দেয় বলে জানা যায়।অন্যান্যরা পালিয়ে গেলেও নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে সেখান থেকে আটক করতে সক্ষম হয়। তাকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে পিস্তল উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আটক ব্যক্তিগত গোষ্ঠীর একজন বলে জানা গিয়েছে।কি নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।অভিযুক্তদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসীর দাবি জানিয়েছেন।

দোকানে ভাঙচুর ও ছিনতাই, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বাধারঘাট ১ কংগ্রেস কর্মীর দোকানে ভাঙচুর এবং জিনিসপত্র লুটপাটের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বৃহস্পতিবার বিকেল নাগাদ কতিপয় দুর্বৃত্ত বাধারঘাটে কংগ্রেস কর্মীর দোকানে হামলা চালায়।পরবর্তী সময়ে রাতে ফের দোকানের শাটার কেটে ভেতরে ঢুকে বিভিন্ন মালপত্র লুট করে নিয়ে যায়। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।এব্যাপারে দোকানের মালিক কংগ্রেস কর্মী মিন্টু দেব অরুন্ধতী নগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে শুক্রবার সকালে কংগ্রেস নেতারা এলাকায় ছুটে যান। দলের নেতৃবৃন্দ জানান ওই এলাকায় সিসি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে। বাজারে চারজন নিরাপত্তাকর্মীও নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন।এসব ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে দুর্বৃত্তরা কংগ্রেস কর্মী দোকানের শাটার কেটে বিভিন্ন জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে গেল সেই প্রশ্ন তুলেছেন তারা। পুলিশ সক্রিয় হলে এই ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব বলেও তারা মনে করেন। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছে কংগ্রেস দল। ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা বিরোধীদের ওপর রাজনৈতিক প্রতিহিংসার চরিতার্থ করার শামিল বলে উল্লেখ করা হয়।

শুক্রবার আগরতলায় অল ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক সমিতি বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এক র‍্যালীর আয়োজন করেন। ছবি-নিজস্ব।

দুর্বৃত্ত হামলায় আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৭ নভেম্বর।। খোয়াই শহরের সুভাষ পার্কে দুর্বৃত্তদের হামলায় দুই যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহতরা হলো সুনীল মোদক ও উত্তম ঘোষ। জানা যায় ওই দুই ব্যক্তি সুভাষ পার্ক বাজারে গিয়েছিলেন। দুর্বৃত্তদের হামলায় দুই যুবক মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।ঘটনার খবর পেয়ে সুভাষ পার্ক আউটপোস্ট পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। আহত দুজনকে উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ব্যাপারে পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। কেন এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সে বিষয়ে এখনো পর্যন্ত বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি।

অগ্নিকান্ডে ভষ্মিভূত দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। গোমতী জেলার অমরপুর রাঙ্গামাটির পশ্চিমপাড়ায় অগ্নিকাণ্ডে দোকান সম্পূর্ণভাবে ভষ্মিভূত হয়ে গেছে। গতকাল মধ্যরাতে হঠাৎ ঐ দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় লোকজন আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে।স্থানীয় মানুষ এবং দমকল বাহিনীর চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসে।তবে এর মধ্যেই অগ্নিকাণ্ডে দুটি দোকান সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে এটি একটি নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা।কল্যাণপুর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।প্রশাসনের তরফে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজ চলেছে। প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৪ লক্ষাধিক টাকা বলে জানা গিয়েছে।আপৎকালীন সাহায্য হিসেবে প্রশাসনের তরফ থেকে প্রত্যেক দোকান থেকে ৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের পর প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

আত্মহত্যায় প্ররোচনার কোনও প্রমাণ নেই অর্ণবের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেলেন রিপাবলিক টিভি-র এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামী। অর্ণব গোস্বামীকে দেওয়া অন্তর্বর্তীকালীন জামিন আরও চার সপ্তাহের জন্য বৈধ থাকবে বলে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় ও ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ ছয়ের পাতায় দেখুন

আয়ুমান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার প্রচার মূলক কর্মসূচি দক্ষিণ জেলায় ১,৮৬,৮৬৬ জনকে ই-কার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। রাজ্যের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় এবছর ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত আয়ুমান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় প্রায় ১,৮৬,৮৬৬ জন সুবিধাভোগী ই-কার্ড পেয়েছেন। যা দক্ষিণ ত্রিপুরার মোট সুবিধালাভে উপযুক্ত সুবিধাভোগীর (সার্ভে অনুসারে ১,৯৫,০৩১ জন) প্রায় ৯৫ শতাংশ। ১৭,২৭৮ জন সুবিধাভোগী এই এই প্রকল্পের আওতায় চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বর্তমানে ১৫টি হাসপাতাল এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। রাজ্যের প্রায় ৫ লক্ষ পরিবার প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এই প্রকল্পে সকল উপযুক্ত সদস্য যেন সুবিধা পায় তারজন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিলো। যেমন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে কার্ড করা, মাইকিং ও লিফলেটের মাধ্যমে প্রচার ও আশা কর্মীদের দ্বারা নথিপত্র সংগ্রহের মাধ্যমে কার্ড ইস্যু করা।

এই প্রকল্পের অধীনে প্রচারকার্যের সুবিধার জন্য সম্পতি ত্রিপুরা স্বাস্থ্য সুরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে একটি এলইডি ভ্যানের মাধ্যমে প্রচারমূলক কাজ শুরু হয়েছে।

গত ১০ নভেম্বর দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতাল থেকে ভ্যানটির মাধ্যমে প্রচারের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জগদীশ নমঃ। এই ভ্যানের মাধ্যমে ৬৫টি গ্রাম প'ায়েতের বাজার এলাকা ঘুরে জনগণের মধ্যে লিফলেটও বিতরণ করা হয়।

বাধারঘাট পার্টি অফিস পরিদর্শনে বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। বৃহস্পতিবার রাতে আগরতলা শহর দক্ষিণাঞ্চলে ডুকলী সিপিআইএম পার্টি অফিসে হামলা ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বিরোধী দল। শুক্রবার বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের নেতৃত্বে সিপিআইএমের এক প্রতিনিধি দল অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পার্টি অফিস পরিদর্শন করেন। সফরকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন শাসকদলের ব্যর্থতা ঢাকতেই এ ধরনের কার্যকলাপ সংগঠিত করা হচ্ছে। শাসকদল ক্রমশ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।জনবিচ্ছিন্ন শাসক দল নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই এ ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের জড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।বিরোধীদলের পার্টি অফিস ভাঙচুর অগ্নিসংযোগের ঘটনা নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন রাজ্যের শাসক দল বামপন্থী আন্দোলন দুর্বল করতে এ ধরনের চেষ্টা চালাচ্ছে। এ ধরনের চক্রান্ত চালিয়ে বিরোধী দলের আন্দোলন দুর্বল করা যাবে না বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এটা শাসক দলের ভুল ধারণা এবং মুর্খামি বলেও তিনি মন্তব্য করেন।রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিরোধী দলের ওপর হামলা সহিংসতার প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন।শাসক দলকে আরও জনবিচ্ছিন্ন করার মধ্য দিয়ে বিরোধী দল উপযুক্ত শিক্ষা দিতে প্রস্তুত বলে তিনি জানান।রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা।

অল ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক সমিতির ডেপুটেশন প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। অল ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক সমিতির পক্ষ থেকে শুক্রবার আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান উপলক্ষে জমায়াতে সংগঠনের নেতৃবৃন্দবলেন দীর্ঘ লকডাউন এর ফলে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে লকডাউন ঘোষণা করায় শ্রমিক অংশের মানুষের কাজ ও খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। শ্রমিক পরিবারগুলো বাড়িঘর থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্র বিক্রি করে আহার জোগাড় করেছে। তাদের শেষ সম্বল গুলো বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে।উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যের হাত বাড়ান আবেদন জানিয়েছে কল ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক সমিতি। সমিতির নেতৃবৃন্দ শ্রম আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন প্রদানকালে এসব বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেন। শ্রম আধিকারিক ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি গ্রহণ করে এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে নেবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন। ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান উপলক্ষে আগরতলা শহরে এক মিছিল সংগঠিত করা হয়।

গুজরাটের রাজকোটে কোভিড হাসপাতালে আগুন, মৃত্যু ৫ জন রোগীর

রাজকোট, ২৭ নভেম্বর (হি.স.): গুজরাটের রাজকোটে কোভিড-১৯ হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারালেন ৫ জন রোগী। বৃহস্পতিবার গভীর রাত একটা নাগাদ রাজকোট শহরের মাভদি এলাকার আনন্দ বাংলা চকে অবস্থিত উদয় শিবানন্দ কোভিড হাসপাতালে আগুন লাগে। হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) আগুন লাগে। সেই সময় আইসিইউ-তে মোট ৩৩ জন রোগী ছিলেন, নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ২৮ জনকে। তাঁদের মধ্যে সামান্য দগ্ধ হয়েছেন ৬ জন রোগী। কিন্তু, অগ্নিকাণ্ডে ৫ জন রোগী প্রাণ হারিয়েছেন।

সূত্রের খবর, কোভিড-১৯ হাসপাতালে দোতলায় শর্টসার্কিটের কারণেই সম্ভবত আগুনের সূত্রপাত হয়। দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি। পাশাপাশি আগুন লাগার প্রকৃত কারণও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দমকল আধিকারিক জে বি থেভা জানিয়েছেন, রাত একটা নাগাদ আইসিইউ-তে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারিয়েছেন ৫ জন করোনা-রোগী। পরে আইসিইউ-তে লাগা আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। দগ্ধ অবস্থায় ৬ জনকে গোকুল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মান্ডোলি জেলে করোনার ভয় নেই, ইশরাত জাহানের জামিন আর্জি নামঞ্জুর

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর (হি.স.): দিল্লির মান্ডোলি জেলে করোনাভাইরাসের প্রকোপ-সহ অন্যান্য মেডিক্যাল ইস্যুতে জামিনের আবেদন নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসাত্মক মামলায় জেলবন্দি প্রাক্তন কংগ্রেস কাউন্সিলর ইশরাত জাহান। কিন্তু, শুক্রবার ইশরাত জাহানের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। উচ্চ আদালত জানিয়েছে, মান্ডোলি জেলে করোনার কোনও ভয় নেই, ফলে জামিন নামঞ্জুর হওয়ায় মান্ডোলি জেলেই থাকতে হবে ইশরাত জাহানকে।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসা মামলায় ইউএপিএ আইনে গ্রেফতার করা হয়েছিল প্রাক্তন কংগ্রেস কাউন্সিলর ইশরাত জাহানকে। এই মুহূর্তে দিল্লির মান্ডোলি জেলে বন্দি ইশরাত। ইশরাত দিল্লি হাইকোর্টে দ্বারস্থ হয়ে জানান, মান্ডোলি জেলে করোনা সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু, শুক্রবার ইশরাতের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়ে হাইকোর্ট জানিয়েছে, মান্ডোলি জেলে করোনার ভয় নেই।

মেলারমাঠে দুষ্কৃতির হামলায় গুরুতর এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরে মেলার মাঠের নজরুল ছাত্রাবাসের সামনে সন্ধ্যারাতে দুষ্কৃতিকারীদের হামলায় এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তির নাম বিক্রম জিৎ সেনগুপ্ত। দুর্বৃত্তরা তার ওপর হামলা চালায় বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। তার চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে আসলে দুর্বৃত্তরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে আক্রান্ত ব্যক্তি আগরতলা পশ্চিম থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে আক্রান্ত বিক্রমজীত সেনগুপ্ত জানান আক্রমণকারীদের মধ্যে একজনকে তিনি চিনতে পেরেছেন।সন্ধ্যা রাতে রাজধানী আগরতলা শহরে কেন তার উপর এই হামলা সংঘটিত হলো সে বিষয়ে অবশ্য বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি। পশ্চিম থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আক্রান্ত বিক্রম জিৎ সেনগুপ্ত জানিয়েছেন তাকে প্রাণে মারার জন্যই তারা সঙ্ঘবদ্ধ হামলা চালিয়েছিল। তার চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে না আসলে হয়তো তাকে হত্যা করা হতো বলে তিনি আশঙ্কা ব্যক্ত করেন।

১৪ বেড়ে ওড়িশায় মৃত্যু ১,৭১৮ জনের, করোনা-আক্রান্ত ৩,১৭,২৩৯

ভুবনেশ্বর, ২৭ নভেম্বর (হি.স.): ওড়িশায় করোনাভাইরাসের প্রকোপে রাশ টানাই যাচ্ছে না। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশায় নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৫৯৪ জন। ফলে ওড়িশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,১৭,২৩৯। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ১৪ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৭১৮। সুস্থতার সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে ওড়িশায়, ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৩,০৮, ৮৩৯ জন।

শুক্রবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৫৯৪ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩, ১৭,২৩৯। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৬,৬২৯ এবং করোনাকে ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।